আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন

আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। (মার্ক ১১:২৩)।

আশিস রাইচুর

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Produced and distributed by All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA.
First Edition: Digital Release May 2020 (version 1.3)

Contact Information:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: bookrequest@apcwo.org
Website: apcwo.org

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the Bengali Revised Old Version Updated (ROVU), Bangladesh Bible Society.

Biblical definitions, Hebrew and Greek words and their meanings are drawn from the following resources:
Thayer's Greek Definitions. Published in 1886, 1889; public domain.
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D. Published in 1890; public domain.
Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, © 1984, 1996, Thomas Nelson, Inc., Nashville, TN.

FINANCIAL PARTNERSHIP
Production and distribution of this publication has been made possible through the financial support of members, partners and friends of All Peoples Church. If you have been enriched through this free publication, we invite you to contribute financially to help with the producing and distribution of free publications from All Peoples Church. Please visit apcwo.org/give or see the page “Partner With All Peoples Church” at the back of this book, on how to make your contribution. Thank you!

MAILING LIST
To be notified when free publications are released from All Peoples Church, you may subscribe to our mailing list at apcwo.org

আপনার বিশ্বাসকে
মুখে স্বীকার করুন

যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

মার্ক ১১:২২-২৩

নাইসিয়ান ধর্মবিশ্বাস

নাইসিয়ান ধর্মবিশ্বাস হল একটি শাস্ত্র সম্মত ঘোষণা যা সমস্ত মণ্ডলী খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মতবাদগুলি সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে। সর্বপ্রথম, এটি নিসিয়ার কাউন্সিলে, ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে, একদল বিশপদের দ্বারা অভিযোজিত হয়েছিল এবং বিশ্বাসের একটি দৃঢ় স্বীকারোক্তি রূপে বিগত শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ইংরাজির "ক্রীড" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "ক্রেডো" থেকে, যার অর্থ হল 'আমি বিশ্বাস করি ও আস্থা রাখি'।

আমি একটিমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,
সর্বশক্তিমান পিতা,
যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা
এবং প্রত্যেক দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তুর নির্মাণকর্তা।

এবং একটিমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর, যিনি ঈশ্বরের একজাত পুত্র,
যিনি সকল কিছুর সৃষ্টির পূর্বেই অস্তিত্বে ছিলেন,
ঈশ্বরের ঈশ্বর, জ্যোতির জ্যোতি, সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বর,
যিনি একজাত, এবং তাঁর কোনো সৃষ্টি হয়নি,
যিনি পিতার সাথে সমান, যার দ্বারা সকল কিছুর সৃষ্টি হয়েছে,
যিনি আমাদের মতো মানুষের জন্য, এবং আমাদের পরিত্রাণ সাধনের জন্য,
স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন,
যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা কুমারী মরিয়মের গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন,
এবং মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছিলেন;
এবং পন্তীয় পীলাতের অধীনে ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন।
তিনি কষ্টভোগ করেছিলেন এবং কবরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।
এবং শাস্ত্র অনুযায়ী, তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, এবং স্বর্গে নিত হয়েছিলেন,
এবং পিতার দক্ষিণ হস্তে বসে আছেন।
তিনি একদিন মহিমায় ফিরে আসবেন এবং সকল জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন,
এবং তাঁর রাজ্য কখনই শেষ হবে না।

এবং আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি প্রভু ও আমাদের জীবন দাতা,
যিনি পিতা ও পুত্রের থেকে নির্গত হন,
যাকে পিতা ও পুত্রের সাথে একসঙ্গে আরাধনা করা হয় এবং মহিমান্বিত করা হয়,
যিনি ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলেছিলেন।
এবং আমি একটি পবিত্র, খ্রীষ্টিয় এবং বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি, যা প্রেরিতদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল,
পাপ মোচনের জন্য একটিমাত্র বাপ্তিস্মে আমি স্বীকৃতি জানাই,
এবং আমি মৃতগণের পুনরুত্থানে প্রত্যাশা রাখি,
এবং এর সঙ্গে ভবিষ্যতের পৃথিবীর দিকে প্রত্যাশা সহকারে তাকিয়ে থাকি। আমেন।

আমাদের ঘোষণা

মণ্ডলীগত ভাবে আমরা সাধারণত এই কথাগুলিকে ঘোষণা করে থাকি আমাদের রবিবারের আরাধনার সময়ে, ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষালাভ করার ঠিক আগে।

এটা ঈশ্বরের বাক্য।
এর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমার সাথে কথা বলেন।
ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে যা কিছু বলেন, সেটাই আমার পরিচয়।
ঈশ্বর যা সম্ভব বলেন, আমি সেই কাজটি করতে পারি।
ঈশ্বর যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমি সেই সব কিছু হবো।
আমি উদ্ধারপ্রাপ্ত, আরোগ্যপ্রাপ্ত, মুক্ত, পরিত্রাণপ্রাপ্ত।
আমি আশীর্বাদযুক্ত, জয়ী, সমৃদ্ধশালী, বিজয়ী।
আমি ঈশ্বরের একজন পরিচর্যাকারী, খ্রীষ্টের একজন দাস
এবং অনেক মানুষের কাছে তাঁর আশীর্বাদের প্রবাহ।
আমি তাঁর বাক্যকে গ্রহণ করছি, আমি তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করি, এবং আমি তাঁর বাক্য দ্বারা জীবন যাপন করি।
খ্রীষ্ট আমার প্রভু, এবং তাঁর কাছেই আমি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করি।
যীশুর নামে, আমেন।

আমার জীবনের উপর ঈশ্বরের বাক্যের ঘোষণা

এইগুলি উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হয়েছে যে কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে পারেন আপনার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপরে। ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করুন। ঈশ্বরের বাক্য যেন আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করে। তারপর, আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

কর্তৃত্ব ও রাজত্ব

যীশু আমাকে আধিকার দিয়েছেন তাঁর নাম ব্যবহার করার জন্য, তিনি যা কাজ সাধন করতে চান, তাঁর হয়ে সেই কাজগুলি করার জন্য। তাঁর নামে আমি মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করি এবং অসুস্থদের সুস্থ করি। যীশু আমাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন শত্রুপক্ষের সকল শক্তির উপর এবং কোনো কিছুই, কোনো ভাবেই আমার ক্ষতি করতে পারবে না। যীশু খ্রীষ্টেতে পিতার দক্ষিণ হস্তে আমি অবস্থিত করি, যা হল কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের একটি স্থান। (মার্ক ১৬:১৭-১৮, লূক ১০:১৯, ইফিষীয় ২:৬)।

প্রার্থনার উত্তর

প্রভু যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমি যা কিছুই তাঁর নামেতে ঈশ্বর পিতার থেকে যাচঞা করবো, এবং বিশ্বাস করবো, তা আমি লাভ করবো। আমি যা কিছু যাচঞা করি, যখনই আমি প্রার্থনা করি, আমি বিশ্বাস করি যে আমি তা লাভ করেছি, এবং আমি তা বাস্তবে লাভ করবো। আমি তাঁর মধ্যে অবস্থিতি করি, তাঁর বাক্য আমার মধ্যে অবস্থিতি করে, এবং আমি যা কিছু প্রার্থনায় যাচঞা করি, তা আমার জন্য সাধন করা হবে (যোহন ১৬:২৩-২৪, মথি ২১:২২, মার্ক ১১:২৪, যোহন ১৫:৭)।

অভিষেক ও ক্ষমতা

আমি শক্তি লাভ করেছি কারণ পবিত্র আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠান করেছেন এবং আমি যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষী হয়েছি। সদাপ্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠান করেছেন এবং তিনি আমাকে শক্তিযুক্ত করেছেন সুস্থ করার জন্য, উদ্ধার করার জন্য এবং বন্দীদের মুক্ত করার জন্য। যিনি আমাকে আহ্বান করেছেন ও অভিষিক্ত করেছেন, তিনিই হলেন ঈশ্বর। আমার জীবনে পবিত্র আত্মার অভিষেক সকল মন্দ আত্মার জোয়ালিকে ভেঙ্গে ফেলে এবং মানুষের জীবনের উপর থেকে মন্দ আত্মার ভার তুলে ফেলে ((প্রেরিত্ ১:৮, লূক ৪:১৮-১৯, ২ করিন্থীয় ১:২১, যিশাইয় ১০:২৭)।

আশীর্বাদ

ঈশ্বরের থেকে আসা প্রত্যেক আশীর্বাদে আমি আশীর্বাদ যুক্ত হয়েছি। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যা কিছু আশীর্বাদ রেখেছেন, আমি সেই সকল আশীর্বাদের ভাগীদার ও উপভোক্তা। আমি যে সকল বিষয়ের উপর আমার হাত বিস্তার করি, সেই সকল বিষয়ে আমি আশীর্বাদ প্রাপ্ত। প্রভু আমাকে সমৃদ্ধশালী হতে শিক্ষা দেন ও আমার পথ সকল পরিচালনা করেন। ঈশ্বরের প্রতি আমি বাধ্যতায় গমনাগমন করি এবং তাঁর আশীর্বাদ একটি নদীর মতো প্রবাহিত হতে থাকে যা কখনই শুষ্ক হয়ে যায় না। সমুদ্র সৈকতের উপর আছড়ে পরা ঢেউয়ের মতো বিজয় আমার কাছে আসে (ইফিষীয় ১:৩, কলসীয় ১:১২, দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৬, যিশাইয় ৪৮:১৭-১৮)।

সাহস ও প্রত্যয়

আমি শক্তিশালী ও সাহসী। আমি সিংহের মতো সাহসী। ঈশ্বর আমাকে ভীরুতার আত্মা প্রদান করেননি, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়েছেন। সদাপ্রভু হলেন আমার মনোবল ও নিরাপত্তা (যিহোশূয় ১:৯, হিতোপদেশ ২৮:১, ২ তীমথিয় ১:৭, হিতোপদেশ ১৪:২৬)।

কার্যসাধন

আমি আমার ঈশ্বরকে জানি, আমি শক্তিশালী এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য মহৎ কার্যসাধন করে থাকি। ঈশ্বর আমার মধ্যে ও আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর শক্তি দ্বারা কাজ করেন সেই সকল কার্যসাধন করেন যা আমার চিন্তার ও যাচঞ্চার অতীত (দানিয়েল ১১:৩২, ইফিষীয় ৩:২০)।

ভবিষ্যৎ

ঈশ্বর যে সকল পরিকল্পনা আমার জন্য করে রেখেছেন, তা তিনি জানেন, আমার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা, আমাকে প্রত্যাশাপূর্ণ এক ভবিষ্যৎ প্রদান করার এক পরিকল্পনা। সময়ের পূর্বেই ঈশ্বর পরিকল্পনা করে রেখেছেন যা তিনি আমাকে দিয়ে সম্পন্ন করাতে চান, এবং আমি সেই পথে গমন করছি। সকল কিছু আমার মঙ্গলের জন্য ঘটছে কারণ আমাকে তাঁর উদ্দেশের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। ঈশ্বর আমার জন্য সেই সকল বিষয় প্রস্তুত করে রেখেছেন যা কোনো চোখ দেখেনি, যা কোনো কান শোনেনি এবং কেউ কখনও কল্পনাও করেনি, কারণ আমি তাঁকে প্রেম করি (যিরমিয় ২৯:১১, ইফিষীয় ২:১০, রোমীয় ৮:২৮, ১ করিন্থীয় ২:৯)।

পরিবার, গৃহ ও সন্তানগণ

ঈশ্বর আমার গৃহকে আশীর্বাদ করেছেন। উল্লাস ও পরিত্রাণের রব আমার গৃহকে পরিপূর্ণ করে। আমার গৃহ একটি শান্তিপূর্ণ স্থান, একটি নিরাপদ স্থান, যেখানে কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা উপস্থিত নেই। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে ও আশীর্বাদ আমার সন্তানদের উপর বর্তিয়েছেন। আমার প্রত্যেক সন্তানেরা প্রভুর দ্বারা শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের অন্তরে এক মহান শান্ত রয়েছে (হিতোপদেশ ৩:৩৩, গীতসংহিতা ১১৮:১৫, যিশাইয় ৩২:১৮, যিশাইয় ৪৪:৩, যিশাইয় ৫৪:১৩)।

বিশ্বাস

ঈশ্বর আমাকে বিশ্বাসের পরিমাণ দিয়েছেন। আমি বিশ্বাসে জীবন যাপন করি, দৃশ্য দ্বারা নয়। আমি বিশ্বাস করি এবং আমি ঈশ্বরের মহিমা দেখবো। আম্র হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে আমি পর্বতগণদের আদেশ দিই ও তারা সরে যায়, এবং কোনো কিছু আমার পক্ষে অসম্ভব নয় (রোমীয় ১২:৩, ২ করিন্থীয় ৫:৭, যোহন ১১:৪০, মথি ১৭:২০)।

কৃপালাভ ও সম্পর্ক

ঈশ্বর ঢালের ন্যায় আমার চারিপাশে কৃপা দিয়ে বেষ্টন করেছেন। ঈশ্বর আমার সম্মান ও মর্যাদাকে উচ্চ স্থানে ধরে রাখেন। আমি দয়া ও সততায় গমনাগমন করি এবং আমার চারিপাশের মানুষদের সাথে কৃপা ও ভাল বোঝাপড়া রয়েছে। ঈশ্বর আমার শত্রুদের আমার সাথে শান্তিতে বসবাস করতে সাহায্য করেন। যারা সদাপ্রভুকে প্রেম করে তারা যখন আমাকে দেখে, তখন তারা আনন্দিত হয় কারণ আমি সদাপ্রভুর সম্মান করে থাকি (গীতসংহিতা ৫:১২, হিতোপদেশ ২২:৪, হিতোপদেশ ৩:৩-৪, হিতোপদেশ ১৬:৭, গীতসংহিতা ১১৯:৭৪)।

নির্দেশনালাভ

পবিত্র আত্মা আমাকে সকল সত্যে পরিচালনা করেন। সদাপ্রভু আমাকে পরিচালনা করেন ও সেই পথে শিক্ষা প্রদান করেন, যে পথে আমার চলা উচিৎ। তিনি তাঁর নজরের নিচে রেখে আমাকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আমার পদক্ষেপ সকল তাঁর দ্বারাই স্থিরীকৃত হয় কারণ তিনি আমার পথ সকলে প্রিত। যদিও আমি পড়ে যাই, তিনি আমাকে তুলে ধরেন ও আমাকে ফিরিয়ে আনেন। ঈশ্বরের বাক্য আমার চরণের প্রদীপ ও আমার পথের আলো। আমি তাঁর বাক্যকে অনুসরণ করি (যোহন ১৬:১৩, গীতসংহিতা ৩২:৮, গীতসংহিতা ৩৭:২৩-২৪, গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)।

স্বাস্থ্য ও আরোগ্যলাভ

প্রভু যীশু স্বয়ং আমার সকল অসুস্থতা ও ব্যাধি ক্রুশের উপর বহন করেছেন। ক্রুশের উপর যীশু যে ক্ষতসকল লাভ করেছিলেন, তার দ্বারা আমি আরোগ্যলাভ করেছি। আমার ঈশ্বর হলেন আমার প্রভু, আমার আরোগ্যদাতা। সদাপ্রভু আমার খাদ্যে ও পানে আশীর্বাদ করেন ও আমার থেকে সকল অসুস্থতা দূর করেন। তিনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করেন ও আমার সকল রোগ সুস্থ করেন (মথি ৮:১৭, ১ পিতর ২:২৪, যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬, যাত্রাপুস্তক ২৩:২৫, গীতসংহিতা ১০৩:৩)।

আনন্দ

সদাপ্রভুর আত্মা আমাকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে। আমি ধার্মিকতা ভালোবাসি ও দুষ্টটাকে ঘৃণা করি এবং সেই কারণে ঈশ্বর আমাকে আনন্দ ও উল্লাসে অভিষিক্ত করেছেন। সদাপ্রভুর আনন্দ আমাকে শক্তিযুক্ত করে, ও তাঁর শক্তিতে পূর্ণ করে। প্রত্যাশার ঈশ্বর আমাকে আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ করেন। আমি পবিত্র আত্মায়ে ধার্মিকতায়, শান্ত ও আনন্দে গমন করি (গালাতীয় ৫:২২, গীতসংহিতা ৪৫:৭, নহিমিয় ৮:১০, রোমীয় ১৫:১৩, রোমীয় ১৪:১৭)।

ধার্মিক ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়া

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার দ্বারা আমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি। তাঁর দৃষ্টিতে "যেন আমি কখনই পাপ করিনি" কারণ যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমার সকল পাপ ধুইয়ে দিয়েছে। আমি তাঁর ধার্মিকতায় ভূষিত এবং সাহস ও নিশ্চয়তা সহকারে, এবং কোনো দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই ঈশ্বরের সামনে আমি দাঁড়াই। পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে এই নিশ্চয়তা দিয়ে পূর্ণ করেন যে আমি তাঁর সন্তান, এবং আমি তাঁকে 'আব্বা পিতা' বলে ডাকতে পারি (রোমীয় ৩:২২, ১ যোহন ১:৭, ২ করিন্থীয় ৫:২১, রোমীয় ৮:১,১৫)।

প্রেম

ঈশ্বরের আত্মা আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমকে ঢেলে দিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রেম সহ লোকেদের প্রেম করতে আমি শক্তিযুক্ত হয়েছি। আমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম আমাকে ধৈর্যশীল, দয়ালু করে তোলে এবং ঈর্ষান্বিত, অহংকার, মন্দ-আচরণ, স্বার্থপর এবং বিরক্ত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করে। আমার প্রতি কোনো অন্যায়ের কথা আমি স্মরণে রাখি না (রোমীয় ৫:৫, ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৫)।

দীর্ঘায়ু

ঈশ্বর আমাকে দীর্ঘায়ু দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। সদাপ্রভু উত্তম বিষয় দিয়ে আমাকে পূর্ণ করেছেন, যাতে আমি আমার যৌবনকাল বজায় রাখতে পারি ও ঈগল পাখির ন্যায় শক্তিশালী থাকতে পারি (গীতসংহিতা ৯১:১৬, যাত্রাপুস্তক ২৩:২৬, গীতসংহিতা ১০৩:৫)।

মন ও চিন্তাভাবনা

আমার মন একটি পবিত্র স্থল। আমি শুধুমাত্র পবিত্র, আদরণীয়, ন্যায্য, সম্মানীয়, সেই সকল বিষয় আমার মনের মধ্যে চিন্তাভাবনা করি। আমার সুবুদ্ধি রয়েছে, উত্তম স্মৃতিশক্তি এবং নিরাময় মনোযোগ ও বোধবুদ্ধি রয়েছে। আমি আমার চিন্তাভাবনা, আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য কেন্দ্রিত করি এবং প্রত্যেক চিন্তাভাবনাকে খ্রীষ্টের অধীনে বশীভূত করি (ফিলিপীয় ৪:৮, ২ তীমথিয় ১:৭, ২ করিন্থীয় ১০:৪-৫)।

জগত ও মাংসকে অতিক্রম করা

আমি ঈশ্বরের দ্বারা জাত এবং আমি এই জগত ও জগতের মধ্যে সবকিছুকে অতিক্রম করেছি। আমি মাংসের পাপময় স্বভাবকে, চক্ষুর অভিলাষ ও জীবিকার দর্পকে অতিক্রম করেছি। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক স্বভাবের আমি অংশীদার এবং এই জগতের মধ্যে সকল নৈতিক অবক্ষয়ের থেকে আমি নিজেকে দূরে রাখি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমি আমার শরীরের সকল পাপময় কাজকে মেরে ফেলি। আমি আত্মায় গমনাগমন করি এবং আমার মাংসের পাপময় আকাঙ্ক্ষার অধীনে নিজেকে সমর্পিত করি না (১ যোহন ৫:৪, ২ পিতর ১:৩-৪, রোমীয় ৮:১৩, গালাতীয় ৫:১৬)।

শান্তি, নীরবতা ও বিশ্রাম

আমি আমার সকল চিন্তা সদাপ্রভুর সামনে রাখি এবং ঈশ্বরের শান্তি, যা মানুষের বোধগম্যের অতীত, আমার মন ও হৃদয়কে পূর্ণ করে। আমি নীরবতা প্রত্যয়ের সাথে গমনাগমন করতে বেছে নিই এবং এটি আমাকে শক্তিতে পরিহিত করে। সদাপ্রভু যে বিশ্রাম আমাকে প্রদান করেন, সেই বিশ্রামে আমি গমনাগমন করি (১ পিতর ৫:৭, ফিলিপীয় ৪:৭, যিশাইয় ৩০:১৫, মথি ১১:২৮,২৯)।

তাঁর রক্তের শক্তি

যীশুর রক্ত আমাকে ক্রয় করেছে ও মুক্ত করেছে, আমার সকল পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করেছে, শুচিকৃত করেছে, ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আমাকে নিয়ে এসেছে, এবং ঈশ্বরের মহা পবিত্র উপস্থিতিতে প্রবেশ করার সাহস আমাকে প্রদান করেছে। আমি বেষ্টিত ও সুরক্ষিত যীশুর রক্তের কারণে। যীশুর রক্তের দ্বারা আমি ঈশ্বরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। তাঁর রক্ত আমাকে আমার পূর্বপুরুষদের সকল মন্দ পথ থেকে মুক্ত করেছে। যীশুর রক্ত দ্বারা আমি সকল শত্রুকে পরাজিত করেছি (প্রেরিত্ ২০:২৮, ইফিষীয় ১:৭, ১ যোহন ১:৭, ইব্রীয় ১৩:১২, যাত্রাপুস্তক ১২:১৩, ১ পিতর ১:১৮-২০, প্রকাশিত বাক্য ১২:১১)।

কৃতকার্য ও সাফল্য

আমি হলাম নদীর ধারে রোপিত গাছের মতো। আমি আমার সময়কালে ফল ধারণ করি। আমার পাতা ম্লান হয়ে যায় না এবং আমি যা কিছুই করি, তাতেই কৃতকার্য হই। আমার হাতের সকল কাজে আমি আশীর্বাদ যুক্ত। আমি প্রভুকে, তাঁর বাক্যকে ও তাঁর সকল পথকে অনুসরণ করি, এবং তিনি আমাকে সাফল্য প্রদান করেন। আমি যত ঈশ্বরের ভয়ে নতনম্রতার সাথে চলাফেরা করি, তিনি আমাকে সমৃদ্ধ, সম্মান ও দীর্ঘায়ু সহকারে আশীর্বাদ করেন (গীতসংহিতা ১:১-৩, দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৮, যিহোশূয় ১:৮, হিতোপদেশ ২২:৪)।

সুরক্ষা ও উদ্ধার

আমি সদাপ্রভুকে আমার রক্ষক করেছি, সদাপ্রভু আমার রক্ষাকর্তা। কোনো বিপদ আমায় আঘাত করবে না, কোনো বিপদ আমার গৃহের সামনে আসবে না। সংকটের সময়ে ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে উত্তর দেন ও আমাকে রক্ষা করেন। ঈশ্বরের দূত আমাকে ঘিরে থাকে ও আমাকে উদ্ধার করেন। আমার বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র আমাকে আঘাত করতে পারবে না। ঈশ্বর আমাকে প্রতিরক্ষা করেন ও আমাকে বিজয় প্রদান করেন। প্রত্যেক জিহ্বা যা আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়, তা সদাপ্রভু পতন ঘটান (গীতসংহিতা ৯১:১০,১১,১৫, গীতসংহিতা ৩৪:৭, যিশাইয় ৫৪:১৭)।

পদোন্নতি

আমার পদোন্নতি, বৃদ্ধি ঈশ্বর থেকে আসে। ঈশ্বর আমার পদোন্নতির জন্য স্থান প্রস্তুত করেন। আমি যখন প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পিত করি, তিনি তাঁর সময়ে আমাকে উন্নীত করেন। ঈশ্বর আমাকে কর্তৃত্বপূর্ণ ও নেতৃত্বের ও প্রভাব বিস্তারের স্থানে বসান (গীতসংহিতা ৭:৬-৭, যাকোব ৪:১০, দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১৩)।

ঈশ্বরের যোগান

আমার ঈশ্বর আমার সকল যোগান দিয়ে থাকেন, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে তাঁর ধন অনুযায়ী। সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হবে না। সদাপ্রভু আমার ঢাল ও আমার সূর্য। তিনি কোনো মঙ্গল বিষয় আমার থেকে দূরে রাখেন না। আমার যা প্রয়োজন, ঈশ্বর তার থেকেও আমাকে বেশী প্রদান করেছেন যাতে আমার কাছে সর্বদা আমার প্রয়োজনীয় বস্তু থাকে ও অন্যদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য পর্যাপ্ত উপলব্ধ থাকে। ধন অর্জন করার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে প্রদান করে থাকেন (ফিলিপীয় ৪:১৯, গীতসংহিতা ২৩:১, গীতসংহিতা ৮৪:১১, ২ করিন্থীয় ৯:৮, দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৮)।

চিহ্নকার্য, ও আশ্চর্যকাজ

এই চিহ্ন আমাকে অনুসরণ করে, তাঁর নামে আমি নতুন নতুন ভাষায় কথা বলি, আমি মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করি, অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর আমার হাত রাখি এবং তারা সুস্থ হয়। ঈশ্বর আমার সহিত আছেন এবং যে বাক্য আমি ঘোষণা করি, তা তিনি চিহ্নকাজ দ্বারা সুনিশ্চিত করেন। যীশু যা কাজ করেছিলেন, আমিও সেই কাজ করি এবং আরও অধিক করি কারণ যীশু পিতার কাছে গিয়েছেন। আমি যখন যীশুর সুসমাচার প্রচার করি, ঈশ্বর স্বয়ং চিহ্নকাজ ও আশ্চর্যকাজ এবং পবিত্র আত্মার বরদান দ্বারা সাক্ষ্য বহন করেন (মার্ক ১৬:১৭-১৮, মার্ক ১৬:২০, যোহন ১৪:১২, ইব্রীয় ২:৩-৪)।

নিদ্রা

সদাপ্রভু আমাকে ভাল নিদ্রা প্রদান করেন। আমি যখন শয়ন করি, তখন আমি ভয় পাই না। আমি শয়ন করি এবং আমার নিদ্রা মিষ্ট। আমি জেগে উঠি এবং সতেজ হয়ে উঠি (গীতসংহিতা ১২৭:২, গীতসংহিতা ৪:৮, হিতোপদেশ ৩:২৪, গীতসংহিতা ৩:৫)।

আমার জীবনে ঈশ্বরের আত্মা

আমি হলাম পবিত্র আত্মার মন্দির। ঈশ্বরের আত্মা আমার মধ্যে বসবাস করেন। তিনি আমাকে নির্দেশনা প্রদান করেন ও পরিচালনা করেন। তিনি আমাকে সকল কিছু শিক্ষা দেন। আমি যত আত্মায় গমন করি, ততই আমি মাংসের আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিজেকে সমর্পিত করি না। তিনি আমার উপর অধিষ্ঠান করেন, আমাকে শক্তিযুক্ত করেন। তাঁর উপস্থিতি ও শক্তি আমার মধ্যে থেকে নদীর মতো প্রবাহিত হয় এবং আশীর্বাদ করে, সুস্থ করে, ও আমার চারিপাশের মানুষদের নিস্তার করে (১ করিন্থীয় ৩:১৬, রোমীয় ৮:১৪, ১ যোহন ২:২৭, গালাতীয় ৫:১৬, যোহন ৭:৩৮-৩৯)।

বিজয়লাভ

ঈশ্বর আমাকে সর্বদা সকল বিষয়ে বিজয়ী করেন। আমি জয়ের পথে চলি যা আমার প্রভু যীশু আমার হয়ে ক্রুশের উপর লাভ করেছিলেন। আমার ঈশ্বরের মধ্যে দিয়ে আমি বীরের ন্যায় হই (২ করিন্থীয় ২:১৪, কলসীয় ২:১৪, যিশাইয় ৫৩:১২, গীতসংহিতা ৬০:১২)।

প্রজ্ঞা, বোধবুদ্ধি এবং অনুপ্রেরণা

খ্রীষ্ট হলেন আমার প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার আত্মা, বোধবুদ্ধির আত্মা ও পরামর্শদানের আত্মা যেন আমার উপর অধিষ্ঠিত করে। সদাপ্রভু আমাকে সকল বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করে থাকেন। তাঁর বাক্য আমাকে তাঁর জ্যোতি ও বোধবুদ্ধিতে পূর্ণ করে। আমার অন্তরের মানুষে ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা আমাকে প্রজ্ঞা প্রদান করে (১ করিন্থীয় ১:৩০, যিশাইয় ১১:১-২, ২ তীমথিয় ২:৭, গীতসংহিতা ১১৯:১৩০, ইয়োব ৩২:৮)।

সাক্ষী

আমি যীশু খ্রীষ্টের একজন সাহসী সাক্ষী। আমি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার দ্বারা লজ্জিত নই। আমি যখন মানুষের সামনে তাঁকে স্বীকার করি, তখন তিনি আমাকে তাঁর স্বর্গীয় পিতার সামনে স্বীকৃতি জানান (প্রেরিত্ ১:৮, রোমীয় ১:১৬, মথি ১০:৩২)।

আমার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য

আমি ঘোষণা করি যে ঈশ্বরের বাক্য হল সত্য। তাঁর বাক্য আমার জীবনে রয়েছে। তাঁর বাক্যের শক্তির দ্বারা আমার জীবন বজায় রয়েছে ও নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। আমার জগতের সবকিছু ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে সমর্পিত ও ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী চলে (যোহন ১৭:১৭, গীতসংহিতা ১১৯:১২৮, ইব্রীয় ১:৩, ইব্রীয় ১১:৩)।

"খ্রীষ্টেতে" আমার ঘোষণাবাক্য

খ্রীষ্টেতে আমি কে, সেটাই হল আমার প্রকৃত পরিচয়। আমার পরিচয়, নিরাপত্তা, তাৎপর্য, এবং আত্ম-মূল্য সবকিছু তাঁর মধ্যে, তাঁর দ্বারা এবং তাঁর জন্য। আমার আত্ম-সম্মান ও প্রত্যয় নির্ভর করে ঈশ্বর আমাকে খ্রীষ্টেতে যা সৃষ্টি করেছেন, সেই বিষয়ের উপর। খ্রীষ্টেতে আমি কে, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে ঈশ্বর আমার জন্য তাঁর বৃহৎ, শর্তহীন প্রেমের কারণে যা কিছু করেছেন, তার উপর।

আমি ঘোষণা করি যে খ্রীষ্টেতে আমি যা, সেটাই আমার প্রকৃত পরিচয়।

খ্রীষ্টেতে আমি এক নতুন সৃষ্টি। সকল পুরাতন বিষয় অতীত হয়েছে। আমি ভীতর থেকে একজন নতুন ব্যক্তি (২ করিন্থীয় ৫:১৭)। আমার পুরাতন জীবন শেষ হয়েছে এবং আমার নতুন জীবন খ্রীষ্টেতে সুরক্ষিত রয়েছে। এই নতুন জীবন যা আমি যাপন করি, তা খ্রীষ্টের থেকে আসে (কলসীয় ৩:৩)। যে নতুন সৃষ্টিতে আমি পরিণত হয়েছি, সেটা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি এবং ঈশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, ধার্মিকতায় ও পবিত্রতায় পূর্ণ। আমি খ্রীষ্টেতে একজন নতুন সৃষ্টি রূপে জীবন যাপন করছি (ইফিষীয় ৪:২৪)।

খ্রীষ্টেতে আমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের দায়াদ এবং যীশু খ্রীষ্টের সাথে সহ-দায়াদ। আমি ঈশ্বরের পরিবারের ও ঈশ্বরের রাজ্যের একজন অংশ (রোমীয় ৮:১৭)। খ্রীষ্টেতে, পিতা আমাকে সেইভাবে ভালোবাসেন, যেমন ভাবে তিনি তাঁর পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ভালোবাসেন। এই প্রেমের বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত (যোহন ১৬:২৭, যোহন ১৭:২৩)। কোনো কিছুই আমাকে খ্রীষ্টেতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম থেকে আলাদা করতে পারবে না। আমার প্রতি তাঁর প্রেমের কারণে, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমি বিজয়ী অপেক্ষা অধিক বিজয়ী (রোমীয় ৮:৩৭,৩৯)। খ্রীষ্টেতে, আমি পবিত্র আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত। ঈশ্বর তাঁর মালিকানার চিহ্ন আমার উপর বসিয়েছেন (ইফিষীয় ১:১৩-১৪)। খ্রীষ্টেতে আমি ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরের একটি অংশ, ঈশ্বরের আত্মার এক বাসস্থান। ঈশ্বর আমার বধ্যে বাস করেন ও আমার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন (ইফিষীয় ২:২১-২২)।

আমাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করা হয়েছে, নির্দোষ করা হয়েছে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক করা হয়েছে এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সাথে সন্ধি হয়েছে। খ্রীষ্টেতে আমি ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে রয়েছি (রোমীয় ৫:১-২)। খ্রীষ্টেতে, আমার বিরুদ্ধে কোনো দণ্ডাজ্ঞা নেই। স্বাধীন ভাবে, প্রত্যয়ের সাথে, কোনো লজ্জা, দোষ ও দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই আমি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে পারি (রোমীয় ৮:১)। খ্রীষ্টেতে আমাকে ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পরিণত করা হয়েছে। এটি আমাকে সাহসের সাথে ও প্রত্যয়ের সাথে তাঁর উপস্থিতিতে আসতে সাহায্য করে (২ করিন্থীয় ৫:২১)। ঈশ্বর আমাকে খ্রীষ্টেতে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে আমি পবিত্র ও নির্দোষ, তাঁর প্রেম দ্বারা আচ্ছাদিত (ইফিষীয় ১:৪)। খ্রীষ্টেতে, আমাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে আনয়ন করা হয়েছে এবং স্বয়ং পিতার কাছে তাঁর আত্মার দ্বারা আমার প্রবেশাধিকার রয়েছে (ইফিষীয় ২:১৩,১৮)।

খ্রীষ্টের সাথে আমার পুরাতন পাপময় স্বভাবটি ক্রুশারোপিত হয়েছে, আমার জীবনের উপর থেকে পাপের শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং পাপের বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। আমার উপরে পাপের আর কোনো রাজত্ব নেই (রোমীয় ৬:৬,১৪)। খ্রীষ্টেতে আমি সকল অন্ধকারের শক্তি থেকে মুক্ত হয়েছি এবং যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে আমাকে আনয়ন করা হয়েছে। আমার মধ্যে শয়তানের কোনো স্থান নেই, আমার উপর কোনো দাবী নেই এবং আমার উপর তার কোনো অধিকার নেই। আমি ঈশ্বরের সম্পত্তি - আত্মা, প্রাণ ও শরীর সহ (কলসীয় ১:১৩-১৪, ১ করিন্থীয় ৬:২০)। যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা আমাকে ক্রয় করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাকে ক্রয় করেছেন। আমার সমস্ত সত্ত্বা ঈশ্বরের (ইফিষীয় ১:৭)। খ্রীষ্টেতে আমি পাপের শক্তি থেকে মুক্ত হয়েছি। খ্রীষ্টের

সাথে আমি মারা গিয়েছি এবং খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হয়েছি। আমার পুরাতন জীবনের শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে (কলসীয় ২:১১-১২)।

যীশুর সাথে আমি আত্মিক ভাবে যুক্ত হয়েছি। তিনি হলেন প্রকৃত দ্রাক্ষালতা এবং আমি শাখা, যা তাঁর সাথে যুক্ত রয়েছে। তিনি আমাতে এবং আমি তাঁর মধ্যে। তাঁর জীবন আমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং আমার মধ্যে দিয়ে বহিঃপ্রকাশ হয়। আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রবাহিত জীবনের বৈশিষ্ট্য ও শক্তি প্রদর্শন করে থাকি। তাঁর মহিমার জন্য আমি অনেক ফলে ফলবান হই (১ করিন্থীয় ৬:১৭, যোহন ১৫:১-৭)। আমি তাঁতে সম্পূর্ণ এবং ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় আমি পূর্ণ। তিনি নিজেকে দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ করেন (কলসীয় ২:৯-১০)। আমি যীশুতে রয়েছি এবং যেমন ভাবে যীশু চলাফেরা করেছিলেন, তেমন ভাবে আমিও করি। আমি তাঁর প্রেমে, তাঁর অনুগ্রহে ও তাঁর শক্তিতে চলি (১ যোহন ২:৬)। আমি স্বীকার করি যে যীশুই হলেন ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমি ঈশ্বরেতে বসবাস করি ও ঈশ্বর আমাতে বসবাস করেন। তাঁর সাথে সংযুক্ত থেকে আমি আমার জীবন যাপন করে থাকি (১ যোহন ৪:১৫)।

প্রভু যীশু স্বয়ং হলেন আমার প্রজ্ঞা। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের সাথে আমি সঠিক সম্পর্ক গঠন করেছি। আমি পবিত্র হয়েছি এবং ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত হয়েছি ও মুক্ত হয়েছি (১ করিন্থীয় ১:৩০)। খ্রীষ্টেতে আমি হলাম তাঁর হস্তনির্মিত কাজ এবং তিনি আমাকে সৎক্রিয়ার নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন যা তিনি আমার জন্য পূর্বেই পরিকল্পনা করে রেখেছেন (ইফিষীয় ২:১০)।

আমি ঈশ্বরের উপচেয়ে পড়া অনুগ্রহ ও ধার্মিকতার উপহার লাভ করেছি এবং আমি জীবনে রাজত্ব করি। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে আমি জীবনে আধিপত্য লাভ করেছি (রোমীয় ৫:১৭)। ঈশ্বর সর্বদা আমাকে খ্রীষ্টেতে জয়ী করেন, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ও প্রত্যেক স্থানে। বর্তমানে বিষয়সকল যেমনই দেখতে লাগে না কেন, যীশুতে আমি বিজয়ী হবো (২ করিন্থীয় ২:১৪)। আমি, যে ঈশ্বর দ্বারা জাত, বিজয়ী হয়েছি এবং জগতের উপর, অন্ধকারের কাজের উপর এবং এই জগতে উপস্থিত মন্দের উপর জয়লাভ করেছি। খ্রীষ্টেতে, আমি একজন বিজয়ী (১ যোহন ৫:৪)। ঈশ্বর আমাকে উত্থাপিত করেছেন ও স্বর্গীয় স্থানে তাঁর দক্ষিণ হস্তে আমাকে বসিয়েছেন। অন্ধকারের সব শক্তির উপর, শয়তান ও সকল মন্দ আত্মাদের উপর আমি এক কর্তৃত্বের স্থানে বসে আছি (ইফিষীয় ২:৪-৬)।

খ্রীষ্টেতে আমি স্বর্গের সকল আশীর্বাদে আশীর্বাদযুক্ত হয়েছি। ঈশ্বরের সকল আশীর্বাদ এখন আমার। বিশ্বাসে আমি সেইগুলি গ্রহণ করি ও সেই পথে চলি (ইফিষীয় ১:৩)। খ্রীষ্টেতে, আমি অব্রাহামের আশীর্বাদের দায়াদ হয়েছি। আমাকে ধার্মিক করা হয়েছে। আমি ঈশ্বরের বন্ধু। সকল বিষয়ে আমি আশীর্বাদযুক্ত। সকল জাতীর কাছে আশীর্বাদের আঁকর হওয়ার জন্য আমি আশীর্বাদযুক্ত। আমার শত্রুদের উপর আমি জয়লাভ করেছি (গালাতীয় ৩:২৯)। ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যে হ্যাঁ ও আমেন। আমার জীবনের জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাকে গ্রহণ করছি (২ করিন্থীয় ১:২০)।

খ্রীষ্টেতে আমি কে, সেটাই হল আমার প্রকৃত পরিচয়।

সূচীপত্র

১। উভয় জগতেই আমাদের মুখের বাক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 18
২। আমাদের মুখের বাক্যের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার হয়ে 19
৩। তাঁর বাক্য অনুযায়ী নিজেকে সম্বোধন করুন 20
৪। আপনার মুখের বাক্য আশীর্বাদ মুক্ত করে 21
৫। ঈশ্বরের বাক্য হল আপনার এক প্রতিবেদন, যা পূর্বেই লেখা হয়েছে, সেটাকে মুখে স্বীকার করুন! 22
৬। ঈশ্বরের বাক্য আপনার নিকটে আছে - তাঁর বাক্য মুখে স্বীকার করুন 23
৭। তাঁর বাক্যকে আপনার মুখের মধ্যে রাখুন 24
৮। তাঁর প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী - এবং আমাদের ঘোষণাও তাই 25
৯। ঈশ্বরের সাথে আপনার চুক্তিকে ঘোষণা করুন 26
১০। এমন প্রকারের বাক্য বলুন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য 27
১১। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঈশ্বর আপনার কাছে কে, তা ঘোষণা করুন 28
১২। স্বাভাবিক জগত সদাপ্রভুর রবে সাড়া দিয়ে থাকে 29
১৩। তাঁর বাক্য দ্বারাই এই প্রাকৃতিক জগত তৈরি হয়েছে ও আকার পেয়েছে 30
১৪। আপনার জিহ্বা আপনার জীবনে উত্তম দিন ও দীর্ঘায়ু নিয়ে আসতে পারে 31
১৫। তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করার অর্থ হল তাঁর চুক্তিকে দাবী করা 32
১৬। আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব 33
১৭। স্বর্গদূতেরা তাঁর বাক্যের রব শ্রবণ করে 35
১৮। সদাপ্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক 36
১৯। আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি বজায় রাখুন 37
২০। আপনার হৃদয় থেকেই সেই বল ও শক্তি নির্গত হয় যা আপনাকে আকার দিয়ে থাকে 38
২১। ধার্মিকতার বাক্য জীবন ও শক্তিকে মুক্ত করে 39
২২। আমাদের মুখের বাক্য সুস্থ ও পূর্ণ করতে পারে 40
২৩। মনোহর বাক্যের শক্তিকে উন্মোচিত করুন 41
২৪। আপনার মুখের বাক্যের ফল দিয়ে আপনার জীবন পরিপূর্ণ হয় 42
২৫। আপনার মুখের বাক্যে জীবন ও মৃত্যুর শক্তি রয়েছে 43
২৬। আপনার মুখের মধ্যে তাঁর বাক্য জাতীগণকে প্রভাবিত করতে পারে 44
২৭। শুষ্ক অস্থিগুলির প্রতি ঘোষণা করুন যাতে সেইগুলি প্রাণ ফিরে পায় 45
২৮। আপনার মুখের বাক্য স্বর্গে শোনা হয় 46
২৯। বাক্য আত্মিক জগত থেকে স্বাভাবিক জগত পর্যন্ত প্রবাহিত হয় 47
৩০। দুর্বল বলুক আমি সবল 48
৩১। আপনার মুখের বাক্য দিয়ে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করবেন না 50
৩২। 'লেখা আছে' কথাটি বলতে শিখুন - যীশু বলতেন 51
৩৩। মুখের বাক্যের সাহায্যে মন্দ আত্মাদের দূর করুন 52
৩৪। যখন আপনি তাঁকে এই পৃথিবীতে স্বীকার করেন, তখন তিনি আপনার নাম স্বর্গে উল্লেখ করেন 53
৩৫। মুখের বাক্য আপনার হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেটাকে আপনার জীবনে মুক্ত করে 54

৩৬। আপনি আপনার বাক্য দ্বারা নির্দোষ গণিত অথবা দোষী গণিত হয়ে থাকেন 55
৩৭। আমাদের মুখের বাক্য ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে মুক্ত করে যা বাঁধে ও মুক্ত করে 56
৩৮। পর্বতকে আদেশ দিন 57
৩৯। আপনার প্রত্যাশিত পরিণতিটিকে মুখে স্বীকার করুন 58
৪০। আপনি যা বলছেন, তা বিশ্বাস করুন এবং সেটা সাধিত হবে 59
৪১। বিশ্বাসের বাক্য প্রার্থনায় বলুন 60
৪২। তাঁর বাক্যের সাথে সহমত হন 61
৪৩। রোগ-ব্যাধিকে আদেশ দিন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য 62
৪৪। ঝড়কে আদেশ করুন 63
৪৫। লোকেদেরকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ঘোষণা করুন 64
৪৬। অভিষিক্ত বাক্য পবিত্র আত্মার জীবন বহন করে 65
৪৭। বিশ্বাস সহকারে আদেশ করুন 66
৪৮। আপনার মুখের বাক্য আপনাকে আপনার দায়াধিকারের কাছে নিয়ে আসে 67
৪৯। আমার নিকটে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই ঘটিবে 68
৫০। যাহা নাই, তাহা আছে বলুন 69
৫১। তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কথা বলুন 70
৫২। জীবনে রাজত্ব করুন - আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বাক্য মুখে স্বীকার করুন 71
৫৩। বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে 72
৫৪। মুখে স্বীকার করি পরিত্রাণের জন্য 73
৫৫। তাঁর সকল প্রতিজ্ঞার প্রতি আপনার "হ্যাঁ ও আমেন" ঘোষণা করুন 74
৫৬। আমরা বিশ্বাস করি, এবং তাই কথা বলি 75
৫৭। মুখের বাক্য ব্যবহার করে অনুগ্রহ দান করুন 76
৫৮। পবিত্র আত্মার খড়গ ব্যবহার করুন 77
৫৯। ভাববাণীমূলক বাক্যের দ্বারা একটি উত্তম যুদ্ধে লড়াই করুন 78
৬০। আপনার মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দিন 79
৬১। তাঁর বাক্য আপনার জগতটিকে তুলে ধরতে পারে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে 80
৬২। যীশু হলেন আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার মহা যাজক 81
৬৩। আপনার ধর্ম-প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় রূপে ধরে থাকুন 82
৬৪। যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে 83
৬৫। ঈশ্বর বলেছেন, তাই আমরা সাহসের সাথে বলতে পারি 84
৬৬। আপনার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করুন, তাহলে আপনার সমস্ত দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন 85
৬৭। আপনার মুখের বাক্য আপনার জীবনকে পরিচালনা করে, নিয়ন্ত্রণ করে ও আশীর্বাদ করে 86
৬৮। অনবরত ও ধারাবাহিক ভাবে আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন 87
৬৯। দিয়াবলকে প্রতিরোধ করুন 88
৭০। আশীর্বাদের বাক্য উন্মোচিত করুন 89
৭১। আপনার মুখের বাক্য বিজয়ের জন্য আপনার বিশ্বাসকে উন্মোচিত করে 90
৭২। আমরা ঈশ্বর হইতে, তাই আমরা ঈশ্বরের কথা বলি 91
৭৩। আমরা মেষশাবকের রক্ত ও আমাদের সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত জয় করেছি 92

ভূমিকা

আমি যখন যীশুতে আমার ব্যক্তিগত আত্মিক যাত্রার দিকে ফিরে তাকাই, একটি অনুশাসন অথবা অভ্যাস যা আমাকে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেছে, তা হল আমার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করা। আমার মনে পড়ে আমার কৈশোর বয়সের দিনগুলি থেকে ঈশ্বরের সাথে আমার প্রত্যেক দিনের সময় অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতা থেকে, ৩০ মিনিট অথবা বেশী সময় আলাদা করে রাখতাম, শুধু ঈশ্বরের বাক্য আমার জীবনের উপর, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর ঘোষণা করতাম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আমার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর ঈশ্বরের বাক্য মুখে স্বীকার করতাম এবং খ্রীষ্টেতে আমি কে, তা আমি ঘোষণা করতাম। এটি আমার বিশ্বাসকে প্রত্যেকদিন লালনপালন করেছিল। তারপর থেকে এটি প্রায় প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঈশ্বর যা কিছু বলেন সেইগুলি বলা এবং আমার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করা। এটা করা আমাকে প্রত্যেক পরিস্থিতির মাঝে উঠে দাঁড়াতে ও বিজয়ী হতে সাহায্য করেছে। এই ভাবেই আমি জীবনের শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চাই - তাঁর শক্তিশালী, অব্যর্থ বাক্যের উপর আমার বিশ্বাসকে ঘোষণা করা। এই পুস্তকটি লেখা হয়েছে আপনার কাছে এমন একটি বিষয় প্রদান করার জন্য যা আমাকে অতিশয় সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে - সর্বসময়ে ঈশ্বরেতে ও তাঁর বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করার একটি সরল অভ্যাস। এটাকে আপনার জীবনশৈলী করে তুলুন।

ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির রচনা করেছেন। তিনি নিয়ম ও ব্যবস্থা স্থির করেছেন যা তাঁর এই সৃষ্ট পৃথিবীকে পরিচালনা করে। আমরা এই নিয়মগুলিকে স্বাভাবিক ও শারীরিক দিক থেকে বুঝতে পারি। এর মধ্যে অনেক নিয়মগুলিকেই আমরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত করেছি, এবং এইগুলিকে ব্যবহার করে আমাদের উপকার সাধন করেছি এবং আমরা সাবধান থাকি যেন এই নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন না করি, কারণ আমরা জানি যে এইগুলিকে লঙ্ঘন করা আমাদের জন্য বিপদজনক হয়ে উঠবে। একই ভাবে, আত্মিক নিয়ম আছে যা আত্মিক জগত ও স্বাভাবিক জগতের সাথে আমাদের যোগাযোগ স্থাপনকে পরিচালনা করে। যেহেতু স্বাভাবিক ক্ষেত্রটি আত্মিক ক্ষেত্র থেকেই বেরিয়ে এসেছে, এই আত্মিক নিয়মগুলি আমাদের স্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিকেও প্রভাবিত করে। এই আত্মিক নিয়মগুলির কয়েকটি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে আমরা সেইগুলিকে বুঝতে পারি ও সেইগুলি দ্বারা জীবন যাপন করতে পারি।

শাস্ত্রে উন্মোচিত অনেকগুলি আত্মিক নিয়ম অথবা আত্মিক সত্যগুলির মধ্যে, আমরা ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা সম্পর্কে, আমাদের মুখের কথার ক্ষমতা সম্পর্কে, বিশ্বাসে আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য বলার ক্ষমতা সম্পর্কে, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বলা কথার (ভাববাণীমূলক বাক্য) ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা শিক্ষালাভ করে থাকি। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে। বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য যা আমাদের কাছে লিখিত রূপে দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। আমাদের মুখের কথাতে শক্তি আছে যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে। ঈশ্বরের উপর ও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস সহকারে বলা কথার মধ্যে শক্তি আছে। আমাদের বিশ্বাস হল ঈশ্বরের ও তাঁর বাক্যের উপর। বিশ্বাসে যে কথাগুলি বলা হয়ে থাকে, যা ঈশ্বরের বাক্যের থেকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জন্মায়ে, তা পর্বত সরিয়ে দিয়ে থাকে, ঝড় থামায় এবং আমাদের এই জগতে ঐশ্বরিক বিষয়গুলিকে মুক্ত করে। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় এসে বলা কথাগুলির মধ্যেও শক্তি রয়েছে। পবিত্র আত্মা আমাদের অনুপ্রেরণা যোগান দেয় ও আমাদের জগতে তাঁর উদ্দেশ্যকে ঘোষণা করার নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। যখন আমরা তাঁর কথা বলে থাকি, তখন আমাদের স্বাভাবিক জগতেও শক্তিশালী বিষয় ঘটে। এই সব কিছু আমাদের মুখের বাক্যের সাথে জড়িত।

সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করার জন্য। তাঁর বাক্যগুলি যা আমরা হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে আমাদের মুখ দিয়ে বলে থাকি, তা তাঁর সৃজনশীল, অলৌকিক কার্যকারী শক্তিকে আমাদের স্বাভাবিক জগতে মুক্ত করে। তাঁর বাক্য যা আমরা আমাদের মুখ দিয়ে বলে থাকি, তা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।

আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার দ্বারা আমরা আমাদের পৃথিবীকে আকার দিতে পারি। আমরা যেন সর্বসময়ে ও সব পরিস্থিতিতে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বাক্য বলতে শিখি। বিশ্বাসে বলার অর্থ পাহাড় সমান সমস্যা অথবা কোনো ভয়ানক ঝড়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নয়। বরং আমাদের বিশ্বাস যা পাহাড় সমান সমস্যাগুলিকে বলে থাকি, তা আমাদের পথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করে। বিশ্বাস যা আমরা বায়ু ও ঝড়কে বলে থাকি, তাদের ক্ষতি করার অধিকারকে অস্বীকার করি, এবং বরং ঈশ্বর প্রদত্ত শান্তি ও প্রশান্তির জন্য পথ প্রস্তুত করি। বিশ্বাস অসুস্থতাকে আদেশ দেয় আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এবং আরোগ্যতা ও সম্পূর্ণতাকে স্বাগত জানায়, যা ঈশ্বরের থেকে এসে থাকে।

অনেক মানুষেরা নিম্ন আত্ম-মর্যাদার সাথে, মনোবলের অভাবের সাথে, ভয়ের সাথে, উদ্বিগ্নতার সাথে, বিষাদের সাথে, এবং একগুচ্ছ আবেগগত সমস্যা ও বাঁধনের সাথে লড়াই করে। আমাদের জীবনের উপর, ইচ্ছাকৃত ভাবে ও প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার অভ্যাস, হল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণতার চাবিকাঠি। এটাকে অভ্যাস করুন। এটি বিনামূল্যে আপনাকে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য শুধু প্রয়োজন বিশ্বাস ও অনুশাসন। আপনি আর আগের মতো সমান থাকবেন না!

আমরা চেষ্টা করেছি অনেকগুলি প্রধান শাস্ত্রংশগুলিকে উল্লেখ করার জন্য যা আমাদের বাক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার শক্তি সম্পর্কে, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বাক্য বলার শক্তি সম্পর্কে, এবং আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাক্য বলার শক্তি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। (অন্যান্য শাস্ত্রাংশ থাকতে পারে যা আপনি এই তালিকার সাথে যুক্ত করতে পারেন। দয়া করে তা অবশ্যই করবেন)। এইগুলিকে সংক্ষিপ্ত ভাবে, সহজে উপলব্ধ করার মতো অধ্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। আপনার ব্যক্তিগত সময়ে এই পুস্তকটিকে প্রতিদিনের ধ্যানমূলক পুস্তক রূপে ব্যবহার করুন, আপনার পারিবারিক প্রার্থনার সময়ে এবং আপনার ছোট দলের মধ্যেও ব্যবহার করুন। প্রায়শই পুস্তকটিকে পড়ুন যাতে আপনি আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর, বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের বাক্য বলার শক্তি সম্পর্কে নিজেকে স্মরণ করাতে পারেন। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিকে আপনার জগতকে পরিবর্তিত করতে দিন, যখন আপনি আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করে থাকেন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুক!
আশিস রাইচুর

১। উভয় জগতেই আমাদের মুখের বাক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

আদিপুস্তক ১:১-৫

1 আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।

2 পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

3 পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।

4 তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।

5 আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

ঈশ্বর হলেন একজন মহান রচয়িতা, শিল্পী ও সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আমরা এখনও পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির অপার বিস্তৃতির অনেক কিছুই বুঝে ওঠার ও আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছি। ঈশ্বর অসীম এবং অনেক ভাবেই তাঁর সৃষ্টি তাঁর সীমাহীনতাকে ব্যক্ত করে। ঈশ্বর এই সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অনেক ভাবেই করতে পারতেন। হয়ত তিনি কল্পনা করতেন, এবং সেই কল্পনা করার বিষয়গুলিকে পার্থিব জগতে আকার নিতে দিতেন। হয়ত তিনি একদল স্বর্গদূতদের পার্থিব জগতটিকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী আকার দিতে, ও পরিবেষ্টিত করতে আদেশ দিতে পারতেন। কিন্তু, ঈশ্বর বাক্যকে ব্যবহার করলেন সবকিছুকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার জন্য। বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। "ঈশ্বর কহিলেন...তাহাতে হইল"।

তাঁর বাক্যের মধ্যে তাঁর পরিকল্পনা ও তাঁর সৃজনশীল শক্তি রয়েছে তাঁর মনের মধ্যে যা কিছু আছে, সেইগুলিকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার। আমরা এই সত্যটিকে শাস্ত্রের মধ্যে, যা বারংবার আমাদেরকে জানানো হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন। তিনি কথা বলেন এবং তিনি যা বলেন, তা সাধন হয়ে যায়। স্বাভাবিক জগতের সবকিছুই তাঁর বাক্যের অধীনে রয়েছে এবং তাঁর বাক্যের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে।

ঈশ্বর হলেন আত্মা এবং তিনি বাক্য ব্যবহার করে স্বাভাবিক জগতের বিষয়গুলিকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। তাই, বাক্য এই দুই জগতের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করে। স্বাভাবিক জগতটি আত্মিক জগতের কথাগুলিকে সাড়া দিয়ে থাকে।

মানুষ হিসেবে, বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আত্মিক প্রাণী, যার একটি প্রাণ রয়েছে (মন, ইচ্ছা, আবেগ), এবং একটি দেহের মধ্যে সেইগুলিকে রাখা হয়েছে (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)। আমাদের মুখের বাক্যও এই দুই জগতের মধ্যে, আত্মিক ও শারীরিক, যোগাযোগ স্থাপন করে। আমাদের বাক্য আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে (এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে, যেমন, মায়াবীরা তাদের মুখের বাক্য ব্যবহার করে মন্দ শক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে)। আমাদের মুখের বাক্য আমাদের স্বাভাবিক জগতকেও প্রভাবিত করে। এবং যখন ঈশ্বর তাঁর বাক্য আমাদের মধ্যে দিয়ে কথা বলেন, তখন তাঁর শক্তি আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় ও আমাদের জগতকে প্রভাবিত করে!

২। আমাদের মুখের বাক্যের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার হয়ে

আদিপুস্তক ১:২৬-২৮

26 পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।

27 পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।

28 পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।

আদিপুস্তক ২:১৯-২০

19 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলেন। তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল।

20 আদম যাবতীয় গৃহপালিত পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাঁহার অনুরূপ সহকারিণী পাওয়া গেল না।

ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে কার্যভার দিয়েছিলেন যা আমরা আদিপুস্তকের প্রথম দুটি অধ্যায়ে পড়ে থাকি এবং আমরা এটাকে আদিপুস্তক কার্যভার বলে থাকি। আদিপুস্তক কার্যভারের একটি অংশ হল এই পৃথিবীর সকল প্রাণীর উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তার করা। আধিপত্য বিস্তার করার অর্থ হল রাজত্ব করা। এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় যে ঈশ্বর এই সকল পশুদেরকে আদমের কাছে নিয়ে এনেছিলেন তাদের নামকরণ করানোর জন্য। এই প্রকারের ক্রিয়াকলাপের একটি পরিণতি হল যে প্রত্যেক প্রাণী বুঝতে পেরেছিল যে কে সবকিছুর উপরে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঈশ্বর আদমকে এই পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব রেখেছিলেন। এই পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী আদমের কর্তৃত্বের অধীনে ছিল, তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হত না। আদমের আধিপত্য অথবা রাজত্ব ঈশ্বরের থেকেই এসেছিল। আদম যখন প্রত্যেক প্রাণীকে ডেকে তাদের নাম দিয়েছিলেন, তিনি বাক্য ব্যবহার করে তা করেছিলেন, ঈশ্বরদত্ত আধিপত্য ব্যক্ত করছিলেন ও অনুশীলন করছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর তাকে সমর্থন করেছিলেন।

ঈশ্বর আদিপুস্তক কার্যভারকে ফেরত নিয়ে নেন নি। আমাদেরকে ঈশ্বর পরিকল্পিত করেছেন ও কার্যভার অর্পণ করেছেন আধিপত্য বিস্তার করার জন্য। আধিপত্য বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হয় ও অভ্যাস করা হয়। আপনার মুখের কথা যেন এই জগতের উপরে ঈশ্বরদত্ত আধিপত্যকে ব্যক্ত করতে পারে।

৩। তাঁর বাক্য অনুযায়ী নিজেকে সম্বোধন করুন

আদিপুস্তক ১৭:৪-৫, ১৫-১৬
4 দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবে।
5 তোমার নাম অব্রাম [মহাপিতা] আর থাকিবে না, কিন্তু তোমার নাম অব্রাহাম [বহুলোকের পিতা] হইবে; কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করিলাম।
15 আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা [রাণী] হইল।
16 আর আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের [আদিমাতা] হইবে, তাহা হইতে লোকবৃন্দের রাজগণ উৎপন্ন হইবে।

নতুন নিয়মে, অব্রাহামকে বিশ্বাসের আদিপিতা বলা হয়েছেন। এটি লক্ষ্য করা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে ঈশ্বর যখন অব্রাম ও সারী-র সাথে কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাদের নামকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, যাতে তারা নিজেদেরকে সেই নামে ডাকতে পারে, যা ঈশ্বর তাদের জীবনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

অব্রাম নামের অর্থ ছিল মহাপিতা, কিন্তু অব্রাহাম নামের অর্থ ছিল বহুলোকের পিতা।

সারী নামের অর্থ ছিল আধিপত্য বিস্তারকারী, কিন্তু সারা নামের অর্থ ছিল রানী।

প্রত্যেক বার, যখনই অব্রাহাম নিজেকে সেই নামে ডাকতেন, তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে তার জীবনের উপরে ঘোষণা করতেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে এটাই বলতেন, "আমি অনেক জাতীর পিতা', যেমন ভাবে ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন। প্রত্যেক বার সারা নিজেকে এই নামে ডাকতেন, তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে তার জীবনের উপর ঘোষণা করতেন। তিনি এটাই বলতেন, 'আমি জাতীগণের, রাজাদের ও রাজকুমারদের মাতা', যেমন ভাবে ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন। তখনও পর্যন্ত তাদের কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের কথা অনুযায়ী সেটাই সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। শুরু শুরুতে এটা হয়ত তাদের কাছে মূর্খ বোধ হয়েছিল, যখন তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছিল এবং ঈশ্বর তাদের জীবনের জন্য যা ঘোষণা করেছিলেন, তারা তাই হয়েছিলেন!

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী নিজেদের সম্বোধন করার দ্বারা তারা কি কিছু ভুল করেছিলেন? অবশ্যই না! ঈশ্বর তাদেরকে তা করতে বলেছিলেন। পৌল এই বিষয়টিকে রোমীয় পুস্তকের ৪ অধ্যায়ে আরও ব্যাখ্যা করেছেন, যা আমরা পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করবো। আমাদেরকে বলা হয়েছে অব্রাহামের বিশ্বাসের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে।

আমাদের কাছে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য রয়েছে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য, এবং খ্রীষ্টেতে প্রত্যেক মানুষদের জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলিকে ঘোষণা করেছেন। এই প্রতিজ্ঞাগুলি ঈশ্বরের প্রত্যেক লোকেদের কাছে উপলব্ধ রয়েছে। তিনি আমাদের যোগ্য করে তুলেছেন তাঁর লোকেদের অধিকারের অংশীদার হওয়ার জন্য (কলসীয় ১:১২)। আপনার জীবনে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলিকে সত্য বলে ঘোষণা করুন। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী নিজেকে সম্বোধন করুন। ঈশ্বর আপনাকে যা কিছু বলেন, আপনি তাই। আপনি তাই করতে পারেন যা ঈশ্বর বলেন যে আপনি করতে পারবেন। তিনি যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, আপনি সেই সবকিছু হতে পারবেন।

৪। আপনার মুখের বাক্য আশীর্বাদ মুক্ত করে

গণনাপুস্তক ৬:২২-২৭
22 আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
23 তুমি হারোণ ও তাহার পুত্রগণকে বল; তোমরা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এইরূপে আশীর্বাদ করিবে; তাহাদিগকে বলিবে,
24 সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন, ও তোমাকে রক্ষা করুন;
25 সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন;
26 সদাপ্রভু তোমার প্রতি নিজ মুখ উত্তোলন করুন, ও তোমাকে শান্তি দান করুন।
27 এইরূপে তাহারা ইস্রায়েল-সন্তানগণের উপরে আমার নাম স্থাপন করিবে; আর আমি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিব।

আমাদের মুখের বাক্য হল আশীর্বাদ বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি যানবাহন। ঈশ্বর এটার নির্মাণ করেছেন। এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আমরা এটাকে লক্ষ্য করতে পারি, যে কীভাবে ঈশ্বর মহা যাজকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর লোকেদের উপর আশীর্বাদ ঘোষণা করার জন্য, তাদের উপর ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করার জন্য, যাতে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের আশীর্বাদ করতে পারেন। মহান যাজক "তাদেরকে বলতেন", তাদের উপর ঘোষণা করতেন ও সদাপ্রভুর নামে আশীর্বাদের বাক্য তাদের উপর ঘোষণা করতেন।

এই ভাবেই প্রাচীন কালের ঈশ্বরের লোকেরা আশীর্বাদ মুক্ত করতেন। ইস্হাক যাকোবকে আশীর্বাদ করেছিলেন যখন তিনি আশীর্বাদের বাক্য তার উপর বলেছিলেন (আদিপুস্তক ২৭:২৭-২৯)। যাকোব তার মুখের বাক্য দ্বারা তার পুত্রদের আশীর্বাদ করেছিলেন (আদিপুস্তক ৪৮,৪৯)।

নতুন নিয়মের যাজক হিসেবে, আমাদের কাছেও সুযোগ আছে আমাদের জীবনের উপর, আমাদের পরিবারের জীবনের উপর, এবং অন্যদের উপর সদাপ্রভুর নামে আশীর্বাদের বাক্য ঘোষণা করার দ্বারা আশীর্বাদ মুক্ত করার। আপনি নিজের উপর, আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর কী প্রকারের বাক্য ঘোষণা করছেন? আপনার পরিবার ও তাদের ভবিষ্যতের উপর কী প্রকারের বাক্য ঘোষণা করছেন? আপনার আশীর্বাদের বাক্য ঈশ্বরের আশীর্বাদকে তাদের জীবনের উপর মুক্ত করতে পারে।

৫। ঈশ্বরের বাক্য হল আপনার এক প্রতিবেদন, যা পূর্বেই লেখা হয়েছে, সেটাকে মুখে স্বীকার করুন!

গণনাপুস্তক ১৩:৩০-৩৩
30 আর কালেব মোশির সাক্ষাতে লোকদিগকে ক্ষান্ত করণার্থে কহিলেন, আইস, আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া দেশ অধিকার করি; কেননা আমরা উহা জয় করিতে সমর্থ।
31 কিন্তু যে ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাইতে সমর্থ নহি, কেননা আমাদের অপেক্ষা তাহারা বলবান।
32 এইরূপে তাঁহারা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি করিয়া কহিলেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে স্থানে স্থানে গিয়াছিলাম, সেই দেশ আপন অধিবাসীদিগকে গ্রাস করে, এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে দেখিয়াছি তাহারা সকলে ভীমকায়।
33 বিশেষতঃ তথায় বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায়, এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ হইলাম।

গণনাপুস্তক ১৪:১১
আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই লোকেরা কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? এবং আমি ইহাদের মধ্যে যে সকল চিহ্ন-কার্য করিয়াছি, তাহা দেখিয়াও ইহারা কত কাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী থকিবে?

বারোজন গুপ্তচরদের ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত, তাদের মধ্যে দুইজন গুপ্তচর ছিলেন যিহোশূয় ও কালেব। যিহোশূয় ও কালেব কিছু দৈত্যদের দেখেছিলেন, কিন্তু তাদের অন্তিম মূল্যায়ন করেছিলেন ঈশ্বর কে, এবং তিনি কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেটার উপর নির্ভর করে। কালেব বললেন, "আমরা উহা জয় করিতে সমর্থ"। পঁয়তাল্লিশ বছর পর, এই কালেব বলেছিলেন, "এখন ইহা [পর্বত] আমাকে দেও...আর আমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব" (যিহোশূয় ১৪:১২)। তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে ধরে রেখেছিলেন এবং পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও তার কথার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি!

ঈশ্বরের বাক্য হল পরিণাম, প্রতিবেদন, পরিণতি যা পূর্বেই লেখা হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলুন। অবশ্যই, আমাদেরকে দৈত্যদের সম্মুখীন হতে হবে, এবং এই দৈত্যগুলি আমাদের সামনে ভয়ানক মনে হবে। আমাদেরকে যুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ঈশ্বর যে পথে আমাদের চলতে বলেছেন ও আধিকার বিস্তার করতে বলেছেন, সেই পথে দৈত্য ও যুদ্ধের অভাব নেই। কিন্তু দৈত্যদের সামনে ও যুদ্ধের মাঝে, ঈশ্বর কে এবং তিনি আপনাকে কী প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা ঘোষণা করুন। ঘোষণা করুন যে আপনি বিজয়ী হতে সক্ষম, কারণ যে কেউ ঈশ্বর হইতে জাত, সে এই জগতকে জয় করেছে (১ যোহন ৫:৪)। ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর সর্বদা আপনাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবেন (২ করিন্থীয় ২:১৪)। ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর আপনাকে নোংরা গর্ত থেকে বের করেছেন, আপনার পা দুটিকে পাথরের উপর বসিয়েছেন এবং আপনার মুখে নতুন গীত দিয়েছেন (গীতসংহিতা ৪০:১-৪)। ঘোষণা করুন যে আপনার সাহায্য সদাপ্রভু থেকে আসে, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা। যিনি আপনাকে রক্ষা করেন, তিনি কখনই ঢুলে পড়েন না, কখনও নিদ্রায় যান না (গীতসংহিতা ১২১)। আপনার ঈশ্বর কে ও তিনি আপনার জন্য যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা ঘোষণা করুন। এটাই হল আপনার পরিণতি যা পূর্বেই লেখা হয়েছে।

৬। ঈশ্বরের বাক্য আপনার নিকটে আছে - তাঁর বাক্য মুখে স্বীকার করুন

দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১১-১৪

11 কারণ আমি অদ্য তোমাকে এই যে আজ্ঞা দিতেছি, তাহা তোমার বোধের অগম্য নয়, এবং দূরবর্তীও নয়।

12 তাহা স্বর্গে নয় যে, তুমি বলিবে, আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্য কে আমাদের জন্য স্বর্গারোহণ করিয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে?

13 আর তাহা সমুদ্রপারেও নয় যে, তুমি বলিবে, আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্য কে আমাদের নিমিত্ত সমুদ্র পার হইয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে?

14 কিন্তু সেই বাক্য তোমার অতি নিকটবর্তী, তাহা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে, যেন তুমি তাহা পালন করিতে পার।

ঈশ্বর চেয়েছিলেন তাঁর লোকেরা যেন তাঁর বাক্যকে তাদের মুখে ও অন্তরে সঞ্চয় করে রাখে। তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে তাঁর বাক্য যেন তাদের মুখে ও হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে, যাতে তারা সেই অনুযায়ী কাজ করে ও জীবন যাপন করে। ঈশ্বরের বাক্য যেন আমাদের হৃদয়ে ও মুখে স্থান নেয়। তাঁর বাক্য যেন অবশ্যই আমাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। তাঁর বাক্য যেন অবশ্যই আমাদের মুখে অবস্থিত করে। আমরা তাঁর বাক্যকে বলে থাকি। আমরা তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করে থাকি। তাঁর মুখের বাক্যকে আমাদের মুখের বাক্যে পরিণত করি। তাঁর বাক্য আমাদের কাছে সহস্যময় নয় এবং আমাদের হাতের নাগালের বাইরে নয়। তাঁর বাক্য আমাদের মধ্যে রয়েছে - আমাদের হৃদয়ে ও মুখে রয়েছে। আমরা যখন এই ভাবে জীবন যাপন করি, তখন তাঁর বাক্য আমাদের জীবনশৈলী হয়ে ওঠে। আমরা তাঁর বাক্য অনুযায়ী জীবন যাপন করি।

এই ভাবেই ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করে এবং আমাদের মধ্যে দিয়ে মাংসে মূর্তিমান হয়। তিনি আমাদেরকে এই পদ্ধতিটি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি তাঁর বাক্যকে আমাদের কাছে উপলব্ধ করেছেন। আমরা যত তাঁর বাক্যকে আমাদের মুখে (আমাদের কথাবার্তার একটি অংশ করি) ও আমাদের হৃদয়ে (আমাদের চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসের একটি অংশ করি) রাখি, ততই তাঁর বাক্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠবে।

৭। তাঁর বাক্যকে আপনার মুখের মধ্যে রাখুন

যিহোশূয় ১:৮

তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলিবে।

যিহোশূয়ের সামনে এক বৃহৎ দায়িত্ব ছিল ঈশ্বরের লোকেদের প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করানো। তাকে মোশির ভূমিকায় নিজেকে রাখতে হয়েছিল ও ঈশ্বরের লোকেদেরকে সামনের দিকে পরিচালনা করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ঈশ্বর যে নির্দেশ তাকে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল যে সে যেন ব্যবস্থা পুস্তকের কথাগুলিকে সর্বদা তাঁর কথাবার্তা ও চিন্তাভাবনার (ধ্যান) অংশ করে তোলে। এক অর্থে, ঈশ্বর যিহোশূয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "ব্যবস্থা পুস্তকের কথাগুলি যেন সর্বদা তোমার মুখে থাকুক। বাক্যকে মুখে স্বীকার কর। বাক্যে নিয়ত ধ্যান করতে থাকো। এই ভাবে তুমি সাবধানে সেই সকল কাজ করবে যা বাক্য তোমাকে করতে বলে। এটি তোমার জীবনে সমৃদ্ধ ও সাফল্য নিয়ে আসবে'।

সময় ও যুগ বদলেছে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর বাক্যের শক্তি কখনও হ্রাস পায়নি। যিহোশূয়ের জন্য ঈশ্বরের বাক্য যা করেছিল তার সময়ে, সেই ঈশ্বরের বাক্য আজও আমাদের সময়ে, ও আমাদের জন্য যে কাজ তিনি দিয়েছেন, সেখানে তা সাধন করতে পারে। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যের কথাগুলিকে সর্বদা আমাদের মুখে স্থান দিই, এবং আমাদের চিন্তাভাবনাকে দিন ও রাত তাঁর বাক্য দিয়ে পূর্ণ করি, তাহলে আমরা তাঁর বাক্য অনুযায়ী গমনাগমন করতে পারবো। এই ভাবে আমরা আমাদের পথকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারবো এবং আমাদেরকে যা কিছু কার্যভার দেওয়া হয়েছে, সেই কাজে সফল হবো।

যিহোশূয় ১:৮ পদের নীতিটি আপনার জীবনে প্রয়োগ করুন। তাঁর পুস্তকের বাক্যগুলি যেন আপনার মুখের বাক্যে পরিণত হয়। ঈশ্বর যা বলেন, আপনি তাই বলুন। তাঁর বাক্য অনুযায়ী ধ্যান করুন ও চিন্তাভাবনা করুন। তাঁর বাক্য অনুযায়ী জীবন যাপন করুন। তাহলে আপনি সমৃদ্ধশালী হবেন ও আপনার কার্যভারে ভাল সাফল্য লাভ করবেন।

৮। তাঁর প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী - এবং আমাদের ঘোষণাও তাই

যিহোশূয় ১৪:১০-১২
10 আর এখন, দেখ, প্রান্তরে ইস্রায়েলের ভ্রমণকালে যে সময়ে সদাপ্রভু মোশিকে সেই কথা বলিয়াছিলেন, সেই অবধি সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর আমাকে জীবিত রাখিয়াছেন; আর এখন, দেখ, অদ্য আমার বয়স পঁচাশি বৎসর।
11 মোশি যে দিন আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন আমি যেমন বলবান ছিলাম, অদ্যাপি তদ্রূপ আছি; যুদ্ধের জন্য এবং বাহিরে যাইবার ও ভিতরে আসিবার জন্য আমার তখন যেমন শক্তি ছিল, এখনও সেইরূপ শক্তি আছে।
12 অতএব সেই দিন সদাপ্রভু এই যে পর্বতের বিষয় বলিয়াছিলেন, এখন ইহা আমাকে দেও; কেননা তুমি সেই দিন শুনিয়াছিলে যে, অনাকীয়েরা সেখানে থাকে, এবং নগর সকল বৃহৎ ও প্রাচীরবেষ্টিত; হয়ত, সদাপ্রভু আমার সহবর্তী থাকিবেন, আর আমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব।

পঁয়তাল্লিশ বছর পর, কালেব, যখন তার বয়স পঁচাশি, তখনও তিনি সেই অধিকার লাভ করতে উদ্যোগী ছিলেন যা ঈশ্বর তাকে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেখানে তবুও কিছু দৈত্য উপস্থিত ছিল ও কিছু যুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তবুও ঈশ্বরের উপর তার প্রত্যয়কে ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে, যেমন ভাবে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তিনি করেছিলেন।

কত কাল ধরে আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার জীবনে সত্য বলে ঘোষণা করতে থাকবেন? বাস্তব এটা যে ঈশ্বর কোনো মানুষ নন যে তিনি মিথ্যা কথা বলবেন। তাঁর বাক্য হল সত্য। তাঁর বাক্য চিরস্থায়ী। তাঁর বাক্য অপরিবর্তনশীল। ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন ও তাঁর সত্য বাক্যে আপনার বিষয়ে যা ঘোষণা করেছেন, তা সবকিছুই সত্য। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে ও চিরকালের জন্য স্বর্গে স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছে। আমাদের ঈশ্বর মহান আমি। তিনি কখনও পরিবর্তিত হন না। তাই আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা কিছু বলে থাকি ও তিনি আমাদের জন্য যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমরা পরিবর্তন করি না। আমরা বলতে থাকি যে আমাদের ঈশ্বর কে। তিনি আজও আমাদের উদ্ধারকর্তা, আমাদের আরোগ্যদাতা, আমাদের পরিত্রাতা, যোগানদাতা, পথ প্রস্তুতকারী, অলৌকিক কার্যকারী। তিনি আজও আমাদের স্বর্গীয় পিতা। আমরা ঘোষণা করি যে তিনি যা কিছু আমাদের প্রতি, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা সবকিছু সত্য ও মঙ্গলজনক। সময়ের সঙ্গেও, জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে এটি সত্য ও মঙ্গলজনক হয়ে থাকবে। তাই, আমরা দৃঢ় ভাবে ধরে থাকি যা তিনি আমাদের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

কালেবের মতোই, ঈশ্বর যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেখানে পা রাখতে (সেটাকে অধিকার লাভ করার জন্য) আপনার হয়ত সময় লাগতে পারে। কিন্তু স্মরণে রাখবেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা চিরস্থায়ী। সেইগুলি সময়ের সাথে সাথে বদলায়না। তাঁর প্রতিজ্ঞার ঘোষণাগুলিকে বজায় রাখতে থাকুন।

৯। ঈশ্বরের সাথে আপনার চুক্তিকে ঘোষণা করুন

১ শমূয়েল ১৭:২৬,৩৬,৪৫

26 তখন দায়ূদ, নিকটে যে লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পলেষ্টীয়কে বধ করিয়া যে ব্যক্তি ইস্রায়েলের কলঙ্ক খণ্ডন করিবে, তাহার প্রতি কি করা যাইবে? এই অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয়টা কে যে, জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যগণকে টিট্‌কারি দিতেছে?

36 আপনার দাস সেই সিংহ ও সেই ভল্লুক উভয়কেই বধ করিয়াছে; আর এই অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয় সেই দুইয়ের মধ্যে একের মত হইবে, কারণ এ জীবন্ত ঈশ্বরের সৈন্যগণকে টিট্‌কারি দিয়াছে।

45 তখন দায়ূদ ঐ পলেষ্টীয়কে কহিলেন, তুমি খড়্গ, বর্শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নামে, তুমি যাঁহাকে টিট্‌কারি দিয়াছ, তাঁহারই নামে, তোমার নিকটে আসিতেছি।

দায়ূদ যখন গোলিয়াৎ-এর সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেই সময়ে দায়ূদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য জানতেন। দায়ূদ ছিন্নত্বক ছিলেন, অর্থাৎ, তিনি এমন একজন পুরুষ যিনি ঈশ্বরের সাথে চুক্তি করেছিলেন। তিনি গোলিয়াৎকে "অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয়" বলে উল্লেখ করেছিলেন, অর্থাৎ, এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে ঈশ্বরের কোনো চুক্তি হয়নি। যেহেতু দায়ূদ ঈশ্বরের সাথে চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি জানতেন যে জীবন্ত ঈশ্বর তার পক্ষে রয়েছেন। বাহিনীগণের সদাপ্রভু, স্বর্গীয় ও পৃথিবীর বাহিনীদের ঈশ্বর, দায়ূদের সাথে ছিলেন। এটাই সকল পার্থক্য করে দিয়েছিল।

দায়ূদ যখন গোলিয়াৎ-এর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তা করেছিলেন ঈশ্বরের সাথে চুক্তির উপর ভিত্তি করে। দায়ূদ সাহসের সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে তার ঈশ্বর কে, ঈশ্বর কী করেছেন, এবং ঈশ্বর তার মধ্যে দিয়ে কী কী করবেন। দায়ূদ সাহসের সাথে বলতে পেরেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের সাথে চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন।

আপনি কী প্রকারের দৈত্যের সম্মুখীন করছেন? এমন কোনো বড় দৈত্য নেই যা ঈশ্বরের জন্য অত্যন্ত বৃহৎ। শৌলের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষিত সৈনিকেরা তারা নিজেদেরকে সেই দৈত্যের সাথে তুলনা করছিল। তাই তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা যুদ্ধের মধ্যে পদার্পণ করেনি। কিন্তু দায়ূদ দৈত্যের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলেন যে এই দৈত্য তার বাহিনীগণের সদাপ্রভুর তুলনায় কিছুই নয়। আপনি যে দৈত্যের সম্মুখীন করেন না কেন - অসুস্থতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, ঋণ, আপনার পরিবারে সমস্যা, আপনার কর্মক্ষেত্রে সমস্যা, আইনত লড়াই, যাই হোক না কেন - স্মরণে রাখবেন, আপনার জীবনের দৈত্যটি ঈশ্বরের তুলনায় কিছুই না। আপনি এমন একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের সাথে চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন। ঈশ্বর আপনার স্বপক্ষে। ঘোষণা করুন যে আপনি আপনার দৈত্যগুলিকে পরাজিত করবেন। ঘোষণা করুন যে আপনার জীবনের দৈত্যগুলি পরাজিত হয়ে গিয়েছে এবং আপনি জয়ী হয়েছেন। যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনার জয়কে ঘোষণা করুন। ঈশ্বর আপনার স্বপক্ষে ও তিনি আপনার হয়ে যুদ্ধ করবেন।

১০। এমন প্রকারের বাক্য বলুন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য

গীতসংহিতা ১৯:১৪
আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক, হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা।

গীতসংহিতা ১৯ অধ্যায়ে, ঈশ্বরের মহানতা ও তাঁর বাক্যের পবিত্রতাকে ঘোষণা করার পর, দায়ূদ প্রার্থনা করেছেন যে তার মুখের বাক্য যেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়। "গ্রহণযোগ্য" শব্দটির ইব্রীয় ভাষায় অর্থ হল সন্তুষ্টজনক, আমোদপ্রদানকারী, কৃপাযুক্ত।

আমরা যে কথাগুলি মুখ দিয়ে বলে থাকি, সেইগুলি আমরা বেছে নিতে পারি। আমরা সেই সকল কথা বলার জন্য বেছে নিতে পারি যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, সন্তুষ্টজনক, ও প্রীতিজনক। যখন আমাদের মুখের বাক্য ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হয়ে থাকে, যা পবিত্র, সিদ্ধ ও নির্ভুল, তখন আমাদের মুখের বাক্যও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, সন্তুষ্টজনক ও প্রীতিজনক হয়ে উঠবে। যখন আমরা সেই কথা বলে থাকি যা তাঁর মহিমাকে ঘোষণা করে, তখন আমাদের বাক্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। যখন আমরা বলে থাকি যে ঈশ্বর কী কী করতে পারেন, তখন আমাদের কথাগুলি তাঁর দৃষ্টিতে সন্তুষ্টজনক হয়ে ওঠে। যখন আমরা আমাদের ঈশ্বরের আশ্চর্য চরিত্র সম্বন্ধে, তাঁর প্রেম, তাঁর দয়া, তাঁর করুণা সম্পর্কে বলে থাকি, তখন আমাদের কথাগুলি তাঁর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

ইব্রীয় ১১:৬ পদ আমাদের শেখায় যে বিশ্বাস ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। বিশ্বাসের বাক্য মুখ দিয়ে বলুন। সেই প্রকারের বিশ্বাসের কথা বলুন যা ঘোষণা করে যে ঈশ্বর কে এবং তিনি তাঁর লোকেদের জন্য কী কী করেছেন। সেই প্রকারের বিশ্বাসের কথা বলুন যা ঈশ্বরের প্রতি, তাঁর বাক্যের প্রতি, এবং আপনার জীবনে তাঁর কার্যকারী ক্ষমতার প্রতি আপনার বিশ্বাসকে ঘোষণা করেন। বিশ্বাস ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। বিশ্বাসের বাক্য ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য, সন্তুষ্টজনক ও প্রীতিজনক।

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে এমন প্রকারের কথা বলুন যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য, সন্তুষ্টজনক এবং প্রীতিজনক। এক বিশ্বাসের হৃদয় থেকে বিশ্বাসের কথা বলুন।

১১। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঈশ্বর আপনার কাছে কে, তা ঘোষণা করুন

গীতসংহিতা ২৭:১-৩

1 সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?

2 দুরাচারেরা যখন আমার মাংস খাইতে নিকটে আসিল, তখন আমার সেই বিপক্ষেরা ও বিদ্বেষীরা উছোট খাইয়া পড়িল।

3 যদ্যপি সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে, তথাপি আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না; যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তথাপি তখনও আমি সাহস করিব।

কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও দায়ূদ যা ঘোষণা করছেন, তা বিবেচনা করে দেখুন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে শত্রুপক্ষ রয়েছে। কিন্তু, তিনি ঘোষণা করলেন যে ঈশ্বর তার কাছে কে - সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমার জীবন-দুর্গ! এবং যেহেতু ঈশ্বর এই সকল কিছু তার জীবনে, দায়ূদ সাহসের সাথে বলতে পেরেছেন: "আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?", "আমি কাহা হইতে ভীত হইব?", "আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না", "তখনও আমি সাহস করিব"। তিনি তার শত্রুপক্ষের পরাজয় ঘোষণা করেছেন কারণ ঈশ্বর তার সঙ্গে রয়েছেন।

দায়ূদের উদাহরণ অনুসরণ করা কি সঠিক হবে? অবশ্যই। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কে, সেই সত্যের উপর যেন দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে পারি। আমরাও ঘোষণা করতে পারি, "সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?" প্রতিকূলতার মাঝেও, আমরা ঘোষণা করতে পারি যে ঈশ্বর হলেন আমাদের প্রতিরক্ষাকারী। অসুস্থতার মাঝেও আমরা ঘোষণা করতে পারি যে ঈশ্বর হলেন আমাদের আরোগ্যদাতা। অভাবের মাঝেও আমরা ঘোষণা করতে পারি যে ঈশ্বর হলেন আমাদের যোগানদাতা। আশাহীন পরিস্থিতির মাঝেও আমরা ঘোষণা করতে পারি যে ঈশ্বর আমার রোদনকে নৃত্যে পরিণত করেছেন। আমরা ঘোষণা করতে পারি যে যদিও সন্ধ্যাকালে রোদন অতিথি রূপে আইসে, কিন্তু প্রাতঃকালে আনন্দ উপস্থিত হয়।

আমরা যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন করি, সেইগুলিকে অস্বীকার করছি না। আমরা অস্বীকার করছি না যে আমাদের চারিপাশে শত্রুপক্ষ রয়েছে। কিন্তু আমরা যাই সম্মুখীন করছি না কেন, আমরা ঘোষণা করছি যে ঈশ্বর কে, এবং তাঁতে আমরা কী কী লাভ করেছি, এবং তাঁর কারণে যে সাহস আমরা লাভ করেছি। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর আপনার কাছে কে। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঘোষণা করুন যে আপনি তাঁতে কী কী লাভ করেছেন। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তাঁর কারণেই আপনার সাহস, প্রত্যয়, আনন্দ, বিজয় ঘোষণা করুন। দায়ূদ করেছিলেন, আপনিও তা করতে পারবেন!

১২। স্বাভাবিক জগত সদাপ্রভুর রবে সাড়া দিয়ে থাকে

গীতসংহিতা ২৯:৩-৯

3 জলের উপরে সদাপ্রভুর রব; গৌরবান্বিত ঈশ্বর বজ্রনাদ করিতেছেন, সদাপ্রভু জলরাশির উপরে বিদ্যমান।

4 সদাপ্রভুর রব শক্তিবিশিষ্ট; সদাপ্রভুর রব প্রতাপান্বিত।

5 সদাপ্রভুর রব এরস বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; সদাপ্রভুই লিবানোনের এরস বৃক্ষ খণ্ড বিখণ্ড করিতেছেন।

6 তিনি নাচাইতেছেন তাহাদিগকে গো বৎসের ন্যায়, লিবানোন ও শিরিয়োণকে গবয় শাবকের ন্যায়।

7 সদাপ্রভুর রব অগ্নিশিখা বিকিরণ করিতেছে।

8 সদাপ্রভুর রব প্রান্তরকে কম্পমান করিতেছে; সদাপ্রভু কাদেশের প্রান্তরকে কম্পমান করিতেছেন।

9 সদাপ্রভুর রব হরিণীদিগকে প্রসব করাইতেছে, বনরাজিকে পত্রহীন করিতেছে; আর তাঁহার মন্দিরে সকলই বলিতেছে, গৌরব।

এই গীতসংহিতায়, ঈশ্বরের মহানতাকে ঘোষণা করার সময়ে, দায়ূদ সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বরের মহানতা ও শক্তির ঘোষণা করেছেন। সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর তাঁর মুখের বলা কথার মধ্যে দিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর ব্যপ্ত করেন। এই শাস্ত্রাংশটি আরেকটি বার আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে স্বাভাবিক জগতের মধ্যে সব কিছুই সদাপ্রভুর রবে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর বাক্যে, সাড়া দিয়ে থাকে। ঈশ্বরের বাক্য (রব) জলধির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার অর্থ হল ঈশ্বর জলধির উপর দিয়ে গমন করা। সদাপ্রভুর বাক্য (রব) হল তাঁর পরাক্রম ও প্রতাপের অভিব্যক্তি। সমস্ত সৃষ্টি, প্রাণী অথবা নিষ্প্রাণ, সদাপ্রভুর রবে সাড়া দিয়ে থাকে।

শাস্ত্রের মধ্যে এমন সকল ঘটনা রয়েছে, পবিত্র আত্মা যখন লোকেদের উপর দিয়ে গমন করেছেন, তখন সদাপ্রভুর রব মানুষের কণ্ঠস্বরের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। সদাপ্রভুর বাক্য (রব) তাদের মধ্যে দিয়ে এসেছিল যখন তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে সদাপ্রভুর বাক্য (রব) তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। যখন সদাপ্রভুর রব (বাক্য) মানুষের কণ্ঠস্বর (বাক্য) দ্বারা পবিত্র আত্মার অভিষেকের কারণে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আশ্চর্য সকল ঘটনা ঘটেছিল। পাথরের মধ্যে দিয়ে জল প্রবাহিত হয়েছিল, সমুদ্র ও নদীর জল দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, সূর্য স্থির হয়ে গিয়েছিল, সূর্য দশ ডিগ্রী পিছনে সরে গিয়েছিল, তেল ও ময়দা সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল, লোহার কুড়ুল জলের উপর ভেসে উঠেছিল, এবং আরও অনেক কিছু ঘটেছিল।

বিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের কাছে সুযোগ আছে বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মুখ দিয়ে বলার। ঈশ্বর যা কিছু ইতিমধ্যে বলেছেন, সেইগুলি আমরা গ্রহণ করি, সেই বাক্যকে বিশ্বাস করি এবং বর্তমানে তা আমরা ঘোষণা করে থাকি। এমনও সময় আসে যখন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের উপর গমনাগমন করেন, এবং অতীতের মতোই, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বাক্য আমরা বলে থাকি। আমরা যখন সেই বাক্য আমাদের মুখ দিয়ে বলি, তখন সদাপ্রভুর রব (বাক্য) আমাদের রবের (বাক্যের) মধ্যে দিয়ে মুক্ত হয়। স্বাভাবিক জগত সদাপ্রভুর রবে সাড়া দিয়ে থাকে। উভয় করতে শিখুন। আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের বাক্যকে বলুন। সদাপ্রভুর রবকে বলুন, যেমন পবিত্র আত্মা আপনাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন।

১৩। তাঁর বাক্য দ্বারাই এই প্রাকৃতিক জগত তৈরি হয়েছে ও আকার পেয়েছে

গীতসংহিতা ৩৩:৬,৯
6 আকাশমণ্ডল নির্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে।
9 তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল।

সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে একটা সত্য যা আমাদের উপস্থাপনা করা হয়েছে, সেটা হল যে ঈশ্বর সকল কিছু তাঁর বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন। তিনি আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর শ্বাস ছেড়েছেন। তিনি তাঁর মুখের কথা ছেড়েছেন। তিনি তাঁর মুখের কথা দ্বারা দৃশ্যমান স্বাভাবিক জগতকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। এটা উপলব্ধি করতে পারা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দৃশ্যমান, স্বাভাবিক জগতের, পার্থিব জগতের সব কিছুই ঈশ্বরের বাক্যের আজ্ঞাবহ।

ঈশ্বরের বাক্য আজও সৃষ্টি করে চলেছে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জগতে (আমাদের জীবনে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জগতে) সেই সকল কিছুকে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারে যা এখনও পর্যন্ত অস্তিত্বে নেই। ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমরা লাভ করতে পারি, যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের জগতে মুক্ত করতে শিখি।

ঈশ্বরের বাক্য পরিবর্তন করে ও রূপান্তর করে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জগতে (আমাদের জীবনে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জগতে) বিষয়গুলিকে ও বস্তুগুলিকে পরিবর্তন ও রুপান্তর করতে পারে, এবং ঈশ্বর যা কিছু আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেইগুলির সাথে সমতলতা করতে পারেন। কিন্তু আমরা যেন আমাদের জগতে ঈশ্বরের বাক্যকে মুক্ত করতে শিখি।

সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে একটি চাবিকাঠি যা ঈশ্বর রেখেছেন, যা তাঁর বাক্যের শক্তিকে আমাদের জগতে প্রকাশ করেছে, তা হল বিশ্বাসে তাঁর বাক্যকে আমাদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করা। যখন আমরা তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করি এবং আমাদের জগতে তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করি - আমাদের পরিস্থিতি, আমাদের পরিবেশ, আমাদের মনের উপরে, শরীরের উপরে, আমাদের অর্থনীতির উপরে, পরিবারের উপরে, কর্মক্ষেত্রে, ইত্যাদি স্থানের উপরে - তখন তাঁর বাক্যের শক্তি আমাদের জগতে উন্মুক্ত হয়। আমাদের জগতের সব কিছুই তাঁর বাক্যের অধীনে এবং তাঁর বাক্যের অনুরূপে নিয়ে আসা হবে। আপনার জগতকে তাঁর বাক্য দ্বারা তৈরি হতে ও আকার দিতে দিন।

১৪। আপনার জিহ্বা আপনার জীবনে উত্তম দিন ও দীর্ঘায়ু নিয়ে আসতে পারে

গীতসংহিতা ৩৪:১২-১৪
12 কোন্ ব্যক্তি জীবনে প্রীত হয়, মঙ্গল দেখিবার জন্য দীর্ঘায়ু ভালবাসে?
13 তুমি হিংসা হইতে তোমার জিহ্বাকে, ছলনা-বাক্য হইতে তোমার ওষ্ঠকে সাবধানে রাখ।
14 মন্দ হইতে দূরে যাও, যাহা ভাল তাহাই কর; শান্তির অন্বেষণ ও অনুধাবন কর।

শাস্ত্র আমাদের শেখায় যে আমাদের মুখের বাক্য আমাদের জীবনের দীর্ঘতা ও গুণকে প্রভাবিত করে। একটি উত্তম ও দীর্ঘায়ু জীবন উপভোগ করার জন্য, দায়ূদ যে বিষয়টি প্রথমে উল্লেখ করেছেন, তা হল নিজেকে মন্দ বিষয়, দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়, নিন্দাজনক ও নিষ্ঠুর কথা বলা থেকে বিরত রাখা। মিথ্যা ও ছলনাকারী কথা বলা থেকে এড়িয়ে চলুন। জিহ্বাকে দমন করে রাখুন। সঠিক কথা বলুন। সত্য কথা বলুন। জীবনের কথা বলুন। এটাই হল প্রথম বিষয়। এবং মন্দ কাজ করা থেকেও দূরে থাকুন। বরং, মঙ্গলজনক কাজ করুন ও শান্তির অনুধাবন করুন।

আমাদের মুখের কথা আমাদের জগতকে প্রভাবিত করে। তারা মঙ্গলসাধন করতে পারে, জীবন ও আশীর্বাদ প্রদান করতে পারে, অথবা তারা মন্দ কাজ, মৃত্যু ও অভিশাপ নিয়ে আসতে পারে। আমাদের মুখের কথাগুলিকে তুচ্ছ মনে হতে পারে, তবুও অনেক ভাবে এইগুলি আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে গঠন করে। এইগুলি হল বীজের ন্যায় যা আমরা বপন করি, যা একদিন আমাদের জীবনে ফল উৎপন্ন করবে। ঈশ্বর পরিকল্পিত করেছেন যে আমাদের মুখের কথা যেন আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনার মুখের কথাগুলিকে হালকা ভাবে নেবেন না। সেইগুলির যত্ন নিন। আপনার বাক্যগুলিকে সাবধানে বেছে নিন, কারণ আপনার জীবন এই বাক্যগুলি দ্বারাই আকার পাবে।

আমাদের জগত কত শক্তিশালী হয়ে উঠবে যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করি! আমাদের জীবন কতটা আশীর্বাদযুক্ত হবে, যদি আমাদের ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের মুখ দিয়ে বলি ও আমাদের জীবনের উপরে ঘোষণা করি! ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে কথাগুলি নির্গত হয়, সেইগুলি যেন আমাদের জীবন গঠনের এক একটি একক হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে কথাগুলি নির্গত হয়, সেইগুলি যেন বীজ হয়ে ওঠে যা আমাদের জীবনে বপন করা হয়ে থাকে, যেখান থেকে আমাদের জীবনে ফল উৎপন্ন হবে আগামী দিনগুলিতে। আপনার জিহ্বা যেন আপনার জীবনে উত্তম দিন ও দীর্ঘায়ু নিয়ে আসে। তাঁর বাক্যকে মুখে স্বীকার করুন।

১৫। তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করার অর্থ হল তাঁর চুক্তিকে দাবী করা

গীতসংহিতা ৫০:১৪-১৭
14 তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তববলি উৎসর্গ কর, পরাৎপরের নিকটে আপন মানত পূর্ণ কর;
15 আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিও; আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, ও তুমি আমার গৌরব করিবে।
16 কিন্তু দুষ্টকে ঈশ্বর কহেন, আমার বিধি প্রচার করিতে তোমার কি অধিকার? তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে আনিয়াছ?
17 তুমি ত শাসন ঘৃণা করিয়া থাক, আমার বাক্য পশ্চাতে ফেলিয়া থাক।

ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার মুখ দিয়ে ঘোষণা করার অর্থ হল তাঁর চুক্তিকে আমাদের মুখের মধ্যে স্থান দেওয়া, অর্থাৎ, তাঁর চুক্তি অথবা প্রতিজ্ঞাকে আবাহন করা ও দাবী করা। ঈশ্বর অধার্মিকদের অনুযোগ করেন, কারণ তারা তাঁর বাক্যকে অমান্য করেছে। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করে না। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে তুচ্ছ বলে পিছনে ফেলে রাখে। সেই কারণে, এই লোকেরা, যারা ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাহ্য করে, তাদের কোনো অধিকার নেই তাদের মুখ দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করা, ও তাঁর চুক্তির উপকারিতাকে দাবী করা।

কিন্তু, আমরা যারা তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করি ও সম্মান করি, যখন আমরা তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করি, তখন ঈশ্বর দেখেন যে আমরা তাঁর সাথে করা চুক্তিগুলিকে দাবী করছি। যখন আমরা তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করার দ্বারা তাঁর চুক্তিগুলিকে আমাদের মুখের মধ্যে স্থান দিয়ে থাকি, তখন আমরা ঈশ্বরের চুক্তির উপকারিতাগুলি আমাদের উপর দাবী করি।

ঈশ্বর হলেন জিহোবা, অনন্তকালীন, স্বয়ং-অস্তিত্বে থাকেন, অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর যিনি চুক্তি রাখেন ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। তিনি কখনই তাঁর চুক্তিকে ভাঙবেন না এবং তাঁর মুখ দিয়ে বলা কথাগুলিকে পরিবর্তন করবেন না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা রক্ত চুক্তির মধ্যে রয়েছি। আমাদের সাথে তাঁর রক্ত চুক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে সর্বস্ব ভাবে আমাদের কাছে উপলব্ধ করেছেন। আমরা তাঁর কিছু কিছু চিন্তাভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারি তাঁর চুক্তিপূর্ণ নামের মধ্যে দিয়ে। আপনার চুক্তিপূর্ণ আশীর্বাদগুলি জানুন। যেকোনো পরিস্থিতিতে তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করুন। আপনার চুক্তিপূর্ণ আশীর্বাদগুলিকে দাবী করুন ও সেই পথে চলুন।

১৬। আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব

গীতসংহিতা ৯১:১-২

1 যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে, সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।

2 আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব, 'তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ, আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহাতে নির্ভর করিব'।

সদাপ্রভুর বিষয়ে আপনি কী বলবেন? গীতরচক বলেছেন যে সদাপ্রভু হলেন তার আশ্রয় ও দুর্গ। সুরক্ষা লাভ করার জন্য তিনি তাঁর আস্থা, নির্ভরতা, সাহস ও নির্ভরতা সদাপ্রভুর উপর রেখেছেন।

সদাপ্রভুর বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

- ✓ আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার উদ্ধারকর্তা। তিনি আমাকে আমার সকল পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনি আমার জীবনের উপর থেকে পাপের শক্তিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। পাপের আধিপত্য থেকে আমি মুক্ত।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার স্বর্গীয় পিতা। তিনি আমাকে তাঁর আপন মনে করে আমার যত্ন নেন। তাঁর প্রেম কখনই ফুরিয়ে যায় না ও কখনই ব্যর্থ হয় না। তিনি আমাকে তাঁর আপন বলে গ্রহণ করেছেন।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার আরোগ্যদাতা ও আমার উদ্ধারকর্তা। তিনি আমাকে সকল ব্যাধি থেকে সুস্থ করেন। তিনি আমাকে আমার সকল তাড়না ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার ত্রাণকর্তা। তিনি আমাকে অন্ধকারের শক্তি থেকে উদ্ধার করেছেন ও তাঁর নিজের রাজ্যে আমাকে নিয়ে গেছেন। তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা আমাকে ক্রয় করা হয়েছে।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার ধার্মিকতা। কোনো দোষ ছাড়াই, লজ্জা ছাড়াই, হীনমন্যতা ছাড়াই অথবা কোনো প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই তাঁর ধার্মিকতা পরিধান করে দাঁড়াই। তাঁর সান্নিধ্যে আমি পবিত্র ও নির্দোষ।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার যোগানদাতা এবং তাঁর ধন অনুযায়ী আমার সকল প্রয়োজন তিনি মেটান। তিনি আমার থেকে কোনো উত্তম বিষয়কে আটকে রাখেন না ও সকল অনুগ্রহকে আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ করেন।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার পরিশুদ্ধকারী যিনি আমাকে তাঁর জন্য পৃথক করেছেন। আমি পবিত্র যেমন তিনি পবিত্র। তিনি আমাকে তাঁর নিজের জন্য, তাঁর নিজের প্রজা হওয়ার জন্য আমাকে শুচিশুদ্ধ করেছেন।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার পালক যিনি আমাকে পরিচালনা করেন, আমার যোগান দেন, আমাকে রক্ষা করেন, আমাকে নির্দেশনা প্রদান করেন, ও আমাকে পুনরুদ্ধার করেন। আমার শত্রুদের উপস্থিতিতে আমার সামনে মেজ প্রস্তুত করেন।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার পরামর্শদাতা যিনি আমাকে পরিচালনা করেন ও আমার গতিপথ নির্ধারণ করেন। আমার চরণ ঈশ্বরের দ্বারা স্থিরীকৃত এবং আমি যদি পরেও যাই, তিনি আমাকে তুলে ধরবেন।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার সাহায্যকারী। স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা থেকে আমার সহায়তা আসে। তিনি কখনই আমাকে নিরাশ করেন না।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার ধার্মিক বিচারক ও আমার ন্যায্য বিচারকর্তা। আমার বিষয়গুলিকে তাঁর সামনে রাখি। আমি কাউকে মন্দের পরিবর্তে মন্দ দিয়ে পরিশোধ করি না। আমি উত্তম দ্বারা মন্দকে জয় করি। আমার ঈশ্বর আমার ন্যায্য বিচার করেন।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার বিজয় পতাকা, যার নামে আমি বিজয় লাভ করি। তিনি আমাকে সর্বদা ও সকল পরিস্থিতিতে জয়ী হতে সাহায্য করেন। তাঁর দ্বারা আমি জয়ী হই কারণ তিনি আমাকে বিজয় প্রদান করেছেন।

- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার শান্তি। তিনি আমার জীবনকে সিদ্ধ শান্তি দিয়ে পূর্ণ করেন, সিদ্ধ শালোম, সমগ্র উত্তমতা দিয়ে পূর্ণ করেন।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার রক্ষাকর্তা। কোনো মন্দ আমার সামনে এসে পড়বে না। যিনি আমার উপর নজর রাখেন তিনি কখনই নিদ্রায় যান না। তাঁর স্বর্গদূতদের তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন আমার উপর নজর রাখার জন্য।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার শক্তিদানকারী। তিনি আমার জীবনের বল। আমি যত তাঁর উপর অপেক্ষা করি, ততই তিনি আমাকে শক্তিযুক্ত করেন ঈগল পক্ষির ন্যায় উঠতে।
- ✓ সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব। তিনি আমার পুরষ্কারদাতা। আমার ঈশ্বর আমার প্রেমের পরিশ্রম ভুলে যান না, যা আমি তাঁর নামে করে থাকি। তিনি আমাকে পুরস্কৃত করেন, আমাকে বর্ধিষ্ণু করেন, ও আমাকে ফল ধারণ করতে সাহায্য করেন।

এই তালিকার সাথে আরও কিছু যুক্ত করুন। সদাপ্রভুর বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

১৭। স্বর্গদূতেরা তাঁর বাক্যের রব শ্রবণ করে

গীতসংহিতা ১০৩:২০-২১
20 সদাপ্রভুর দূতগণ! তাঁহার ধন্যবাদ কর, তোমরা বলে বীর, তাঁহার বাক্য-সাধক, তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট।
21 সদাপ্রভুর সমস্ত বাহিনী! তাঁহার ধন্যবাদ কর, তোমরা তাঁহার পরিচারক, তাঁহার অভিমত-সাধক।

ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা তাঁর বাক্য অনুযায়ী কাজ করে থাকে। তারা তাঁর বাক্যে কর্ণপাত করে এবং ঈশ্বরের বাক্য যা ঘোষণা করে, তারা সেটাই সাধন করে।

আমরা এখানে একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছচ্ছি যা যদিও এই দুই শাস্ত্রাংশ থেকে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু শাস্ত্র থেকে স্বর্গদূত ও তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে যা কিছু জানি, সেইটার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে মুখে স্বীকার করি, এবং ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন সেইগুলিকে আমাদের বলে ঘোষণা করি, তখন স্বর্গদূতেরা আমাদের দ্বারা ঘোষিত তাঁর বাক্যের রব শোনে এবং আমাদের প্রতি তাদের পরিচর্যার কাজ করে থাকে ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী। এটি একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছচ্ছি, কিন্তু এটি একটি ন্যায্য বিষয়।

স্বর্গদূতদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে, আমরা যারা পরিত্রাণের অধিকারী, আমাদের প্রতি পরিচর্যা কাজ করার জন্য (ইব্রীয় ১:১৪)। ঈশ্বর তাঁর পবিত্রগণদের জন্য যা কিছু ঘোষণা করেছেন, সেই সবকিছু তারা আমাদের প্রতি পরিচর্যা করে থাকে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যা কিছু সাধন করতে চান, স্বর্গদূতেরা তাই কাজ করে থাকে। দানিয়েলের অভিজ্ঞতা (দানিয়েল ১০ অধ্যায়) থেকে এবং প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী থেকে (প্রেরিত্ ১২:৫-৭) আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে আমরা আত্মিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যুক্ত রয়েছি, যা স্বর্গদূতেদের আমাদের পক্ষে কাজ করার জন্য আহ্বান জানায়। প্রার্থনা হল এমন একটি বিষয়। এটা বলা সঠিক হবে যে আমাদের আরাধনা, আমাদের দান, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা স্বর্গদূতদের আমাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করে। যেহেতু আমরা জানি যে স্বর্গদূতেরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে ও তাঁর বাক্য অনুযায়ী কাজ করে থাকে, তাই এটা বলা সঠিক হবে যে যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলির প্রতি আমাদের প্রত্যয় ও বিশ্বাসকে ঘোষণা করি, সেইগুলিও স্বর্গদূতদের আমাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করায়। স্বর্গদূতেরা এমন কোনো কাজে নিযুক্ত হবে না যা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে। তাই, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে কিছু বলে থাকি, তখন স্বর্গদূতেরা সেই কথাগুলি অনুযায়ী কোনো কাজ করবে না।

স্বর্গদূতেরা যেন জানতে পারে যে আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার জীবনে পূর্ণ করার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বাক্য বলুন। যেকোনো পরিস্থিতিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করুন। কোনো প্রয়োজনে, বলুন যে 'আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন'। কোনো বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে, ঘোষণা করুন, 'এই পরিস্থিতিতে আমি সিদ্ধ শান্তি, উত্তম বোধবুদ্ধি ও সহযোগিতা লাভ করার আদেশ করছি। আমার ঈশ্বর হলেন শান্তির রচয়িতা, কোনো গোলযোগের নয়'। স্বর্গদূতেরা যেন আপনার মুখ থেকে তাঁর বাক্য শুনতে পায় ও সেই বাক্য অনুযায়ী যেন কাজ করে।

১৮। সদাপ্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক

গীতসংহিতা ১০৭:২
সদাপ্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক, যাহাদিগকে তিনি বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

আমরা হলাম সদাপ্রভুর মুক্তগণ এবং আমরা যেন অবশ্যই এই কথাটি বলি।

একজন বন্দী কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নিজেকে একজন বন্দী বলে সম্বোধন করতে থাকে না। সে সাহসের সাথে ও গর্বের সাথে ঘোষণা করতে থাকে যে সে একজন স্বাধীন ব্যক্তি! সে একসময়ে একজন বন্দী ছিল। এটা তার অতীত। এখন সে কে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে এখন একজন স্বাধীন ব্যক্তি। সে তার স্বাধীনতাকে পূর্ণ রূপে ব্যবহার করতে পারে।

একজন বিশ্বাসী রূপে, আমাদেরকে অন্ধকারের শক্তি থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যে আধিকার রেখেছেন, সেই অধিকারে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা তিনি আমাদের প্রদান করেছেন। যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত দ্বারা আমাদের ক্রয় করা হয়েছে (কলসীয় ১:১২-১৪)। ক্রয় করার অর্থ হল আমাদের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে আমাদের আসল মহিমাময় অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। আমরা হলাম সদাপ্রভুর মুক্তগণ। আমাদের উপরে শয়তানের আর কোনো দাবী নেই, আমাদের উপর কোনো আধিপত্য নেই, আমাদের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। আমরা হলাম ঈশ্বরের দ্বারা ক্রয় করা সম্পত্তি (১ করিন্থীয় ৬:২০)।

আমি হলাম সদাপ্রভুর মুক্তগণ, এবং আমি এই কথাটি অবশ্যই বলি!
শয়তানের ও তার সকল মন্দ আত্মাদের শক্তি থেকে আমি মুক্ত হয়েছি (কলসীয় ১:১৩)। অন্ধকারের শক্তির আমার উপর কোনো দাবী, কোনো কর্তৃত্ব নেই।
আমি পাপের ক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়েছি (রোমীয় ৬:৬,১৪)। পাপ আমার উপর রাজত্ব করবে না।
আমি পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি (গালাতীয় ৩:১৩)। এখন আমি অব্রাহামের আশীর্বাদের মধ্যে গমনাগমন করি।
আমি বর্তমানের মন্দ জগত ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছি (গালাতীয় ১:৪)। এই বর্তমান মন্দ জগতের পথ সকল, প্রভাব আমার উপর কোনো ক্ষমতা রাখতে পারে না।
প্রত্যেক পাপজনক কাজ থেকে আমি মুক্ত হয়েছি (তীত ২:১৪)। অতীতের পাপময় জীবনশৈলীর ধরণগুলি আমার উপর কোনো ক্ষমতা ফলায় না। তাঁর জন্য ও উত্তম কাজ করার জন্য আমাকে শুচিকৃত করা হয়েছে।
আমার পূর্ব প্রজন্মের লক্ষ্যহীন ও পাপময় জীবনশৈলীর ধরণ থেকে মুক্ত হয়েছি (১ পিতর ১:১৮-১৯)। আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং নতুন জীবনে গমনাগমন করি।
আমি মুক্ত এবং শত্রুকে পরাজিত করেছি মেষশাবকের রক্তের কারণে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১১)। শয়তান ও তার মন্দ আত্মারা আমার পায়ের নিচে চূর্ণ হয়েছে (লূক ১০:১৯; রোমীয় ১৬:২০)।
আমি সদাপ্রভুর মুক্তগণ এবং আমি এই কথাটি অবশ্যই বলি!

১৯। আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি বজায় রাখুন

গীতসংহিতা ১১৮:১৫-১৭
15 ধার্মিকগণের তাম্বুতে আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি হইতেছে; সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক।
16 সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত উন্নত, সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক।
17 আমি মরিব না, কিন্তু জীবিত থাকিব, আর সদাপ্রভুর কর্ম সকল বর্ণনা করিব।

ধার্মিকগণের তাম্বুতে আনন্দের ও পরিত্রাণের ধ্বনি রয়েছে। ইব্রীয় ভাষায় 'পরিত্রাণ' শব্দটি হল *'yeshuah',* একটি বিস্তীর্ণ শব্দ (যেমন গ্রীক শব্দ *'sozo'* মতন) এবং এর মধ্যে রয়েছে পরিত্রাণ, নিরাপত্তা, উদ্ধার, বিজয়, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, সাহায্য, মঙ্গল, সম্পূর্ণতা।

প্রত্যেক গৃহে এই পৃথিবীর প্রতিকূলতাগুলি কোনো না কোনো ভাবে আসার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু, "সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত" ধার্মিককে জয়ী করে। "সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত" হল ঈশ্বরের শক্তি যা সর্বদা জয়ী হয় ও অন্য যেকোনো শক্তির চেয়ে বেশী শক্তিশালী। সুতরাং, ধার্মিকেরা আনন্দ, বিজয়ের, উৎসবের ও পরিত্রাণের চিৎকার করতে থাকে তাদের গৃহে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি, "আমি মরিব না, কিন্তু জীবিত থাকিব, আর সদাপ্রভুর কর্ম সকল বর্ণনা করিব"।

আমরা কী করি যখন আমরা কোনো প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গমন করি? আমরা কি আমাদের রবকে পরিবর্তন করি? না! আমরা আমাদের আনন্দ ও পরিত্রাণের ধ্বনিকে আমাদের তাম্বুতে বজায় রাখি। আমরা ঘোষণা করতে থাকি যে ঈশ্বর আমাদের পরাক্রমশালী। আমরা পরিত্রাণের ধ্বনি বজায় রাখি, কারণ ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করেন, আমাদের রক্ষা করেন, আমাদের সুস্থ করেন, আমাদের মুক্ত করেন, আমাদের সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন, ও আমাদের বিজয় প্রদান করেন! সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত সর্বদা শক্তিশালী ও বিজয়ী, সকল ঋতুতেও। আপনার গৃহে যেন আনন্দ ও পরিত্রাণের ধ্বনি শোনা যায়। প্রত্যেক ঋতুতে আনন্দ ও পরিত্রাণের ধ্বনিকে বজায় রাখুন।

২০। আপনার হৃদয় থেকেই সেই বল ও শক্তি নির্গত হয় যা আপনাকে আকার দিয়ে থাকে

হিতোপদেশ ৪:২০-২৩
20 বৎস, আমার বাক্যে অবধান কর, আমার কথায় কর্ণপাত কর।
21 তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক, তোমার হৃদয়মধ্যে তাহা রাখ।
22 কেননা যাহারা তাহা পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন, তাহা তাহাদের সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্যস্বরূপ।
23 সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্‌গম হয়।

এখানে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পূর্ণ রাখার জন্য। আমরা তাঁর বাক্যে কর্ণপাত করি, তাঁর বাক্য শুনি, তাঁর বাক্যের উপর আমাদের লক্ষ্য কেন্দ্র করি, যাতে তাঁর বাক্য আমাদের অন্তরের সত্ত্বার মধ্যে বাস করে। আমরা যেন এমন কোনো কিছুকেই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে অনুমতি না দিই যা ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত। আমরা যেন আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করি, এবং এর দ্বারা, সেই ঈশ্বরের বাক্যকে রক্ষা করি যা আমরা সেখানে সঞ্চয় করে রেখেছি।

আমাদের হৃদয়, যা হল আমাদের অন্তরের ব্যক্তি, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের হৃদয় থেকেই সেই বল ও শক্তি নির্গত হয় যা আমাদের জীবনকে আকার দিয়ে থাকে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেইগুলিকে আমাদের জীবনে উন্মোচিত করার একটি উপায় হল আমাদের মুখের বাক্য। যে শক্তি আমাদের জীবনকে আকার দিয়ে থাকে, যা আমাদের অন্তরের ব্যক্তি থেকে নির্গত হয়, তা আমাদের মুখের বাক্যের দ্বারা উন্মোচিত হয়।

আমাদের হৃদয়ে যদি তাঁর বাক্য পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে আমাদের মুখ থেকে যে কথা নির্গত হবে তা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হবে। আমরা তাঁর বাক্য বলে থাকি। যে শক্তি আমাদের জীবনকে আকার দিয়ে থাকে, তা তাঁর বাক্য থেকেই আসে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি তখন আমাদের জীবনে কাজ করার জন্য উন্মোচিত হয় ও আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কেই।

আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পূর্ণ করুন। তাঁর বাক্যকে মুখে স্বীকার করুন। যে শক্তি আপনার জীবনকে আকার দিয়ে থাকে তা যেন আপনার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য থেকে নির্গত হয়।

২১। ধার্মিকতার বাক্য জীবন ও শক্তিকে মুক্ত করে

হিতোপদেশ ১০:১১,২০,২১,৩১,৩২

11 ধার্মিকের মুখ জীবনের উনুই; কিন্তু দুষ্টগণের মুখ উপদ্রব ঢাকিয়া রাখে।

20 ধার্মিকের জিহ্বা উৎকৃষ্ট রৌপ্যবৎ, দুষ্টদের অন্তঃকরণ স্বল্পমূল্য।

21 ধার্মিকের ওষ্ঠাধর অনেককে প্রতিপালন করে, কিন্তু অজ্ঞানেরা বুদ্ধির অভাবে মারা পড়ে।

31 ধার্মিকের মুখ প্রজ্ঞা-ফলে ফলবান; কিন্তু কুটিল জিহ্বা ছেদন করা যাইবে।

32 ধার্মিকের ওষ্ঠাধর সন্তোষের বিষয় জানে, কিন্তু দুষ্টদের মুখ কুটিলতামাত্র।

এই পদগুলিতে আমরা ধার্মিকদের মুখের বাক্য ও দুষ্টদের মুখের বাক্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারি। ধার্মিকদের মুখের বাক্য হল "জীবনের উনুই"। তারা জীবন, পূর্ণতা, সুস্থতা ও "জীবনের" সাথে যা কিছু জড়িত আছে, সেই সব কিছু দিয়ে তারা পরিচর্যা করে। ধার্মিকদের মুখের বাক্য হল "উৎকৃষ্ট রৌপ্যবৎ", অর্থাৎ, অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও মূল্যবান। ধার্মিকদের মুখের বাক্য "অনেককে প্রতিপালন করে"। তারা অনেক মানুষকে পুষ্টি দিয়ে, শক্তি দিয়ে, জীবন দিয়ে, সাহায্য দিয়ে ও আশীর্বাদ দিয়ে পরিচর্যা করে। ধার্মিকদের মুখের বাক্যের দুটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি - প্রজ্ঞা ও সন্তোষ (যা প্রীতিজনক)।

আমাদের মুখের বাক্য অন্যদের প্রতি জীবন ও আশীর্বাদ দিয়ে পরিচর্যা করতে পারে। যে বাক্যগুলি আমরা মুক্ত করি, সেইগুলি কারুর কাছে জীবনের উনুই হতে পারে। আমাদের বাক্যগুলি কারুর কাছে উৎকৃষ্ট রূপোর ন্যায় হতে পারে, এবং কারুর কাছে পুষ্টি ও শক্তি হতে পারে।

আপনার মুখের বাক্যগুলি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করার একটি উপায় হল ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলা। আমরা যদি তা করি, তাহলে আমাদের মুখের বাক্যগুলি হবে প্রজ্ঞার বাক্য এবং সেই বাক্য যা আনন্দ, স্বাধীনতা নিয়ে আসে ও লোকেদের মুক্ত করে। ধার্মিক কথা বলার জন্য বেছে নিন। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলুন।

২২। আমাদের মুখের বাক্য সুস্থ ও পূর্ণ করতে পারে

হিতোপদেশ ১২:১৮
কেহ কেহ অবিবেচনার কথা বলে, খড়্গাঘাতের মত, কিন্তু জ্ঞানবানদের জিহ্বা স্বাস্থ্যস্বরূপ।

হিতোপদেশ ১৫:৪
স্বাস্থ্যজনক জিহ্বা জীবনবৃক্ষ; কিন্তু তাহা বিগড়াইয়া গেলে আত্মা ভগ্ন হয়।

হিতোপদেশ ১২:১৮ পদে, আমরা শিখেছি যে বুদ্ধিমানদের জিহ্বা স্বাস্থ্যস্বরূপ। ইব্রীয় ভাষায় "স্বাস্থ্য" শব্দটি হল *'marpe',* অর্থাৎ একটি নিরাময়, ঔষধ, সুস্থতা, উদ্ধার, নিরাময় মন, সম্পূর্ণতা। আমরা যদি সঠিক ভাবে ও প্রজ্ঞা সহকারে বাক্য ব্যবহার করি, তাহলে এটা বাস্তবে আপনার প্রতি ও আপনাকে যারা শুনছে, তাদের প্রতি আরোগ্যতা ও পরিপূর্ণতা নিয়ে আসতে পারে।

একই শব্দ *'marpe'* আরও একবার হিতোপদেশ ১৫:৪ পদে ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে এটাকে 'স্বাস্থ্যকর' বলে অনুবাদ করা হয়েছে। একটি জিহ্বা যা 'স্বাস্থ্যকর' কথা বলে, আক্ষরিক অর্থে আরোগ্যতার ও মুক্তির কথা বলে থাকে, সেই জিহ্বা হল এক জীবনদায়ী বৃক্ষ। প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২ পদে আমরা জীবন বৃক্ষের কথা পড়ি: *"আর তিনি আমাকে "জীবন-জলের নদী" দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে; "নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্যনিমিত্তক"।* জীবন বৃক্ষের পত্র আরোগ্যতা নিয়ে আসে। যখন আমরা আরোগ্যতার, পূর্ণতার, মুক্তির ও নিরাময় মনের কথা বলে থাকি, তখন আমরা প্রকৃত অর্থে আমাদের ও যাদের জীবনে আমরা বলে থাকি, তাদের জীবনে সুস্থতা পরিচর্যা করে থাকি।

আমাদের মুখের বাক্য সুস্থ ও পূর্ণ করতে পারে। ঈশ্বর বলেন যে তাঁর বাক্য হল আমাদের সমগ্র শরীরের প্রতি জীবন (সতেজ ও শক্তি) এবং স্বাস্থ্য (*'marpe'*) (হিতোপদেশ ৪:২২)। যখন লোকেরা তাঁর কাছে ক্রন্দন করে, তখন ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে পাঠিয়ে তাদের সুস্থ করেন (*'rapha'* অর্থাৎ সুস্থতা, সম্পূর্ণ হওয়া) (গীতসংহিতা ১০৭:২০)। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ক্ষমতা আছে সুস্থ করার ও একজন ব্যক্তিকে পূর্ণ করার। তাই, ঈশ্বরের বাক্য মুখ দিয়ে ঘোষণা করুন এবং সেই বাক্যের আরোগ্যদানকারী শক্তি যেন আপনার মুখের বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। সুস্থতাকে উন্নীত করার বাক্য, যা উত্তম ঔষধের মতো, যা জীবন বৃক্ষের মতো, আমরা মুখ থেকে যেন প্রবাহিত হয়। আপনার বাক্যকে ব্যবহার করুন ঈশ্বরের আরোগ্যদানকারী বাক্যকে ঘোষণা করার দ্বারা, আপনার নিজের প্রতি ও আপনার চারিপাশের মানুষদের প্রতি স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণতা উন্নীত করুন।

২৩। মনোহর বাক্যের শক্তিকে উন্মোচিত করুন

হিতোপদেশ ১৬:২১,২৪
21 বিজ্ঞচিত্ত বুদ্ধিমান বলিয়া আখ্যাত হয়; এবং ওষ্ঠের মাধুরী পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি করে।
24 মনোহর বাক্য মৌচাকের ন্যায়; তাহা প্রাণের পক্ষে মধুর, অস্থির পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

যেকোনো পরিস্থিতিতে যে বাক্য আমরা বলে থাকি, তা আমরা বেছে নিতে পারি। যে বাক্য দয়ালু, নম্র, মনোহর, সমৃদ্ধশালী, উৎসাহজনক, ইতিবাচক, সেই বাক্যগুলি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। যে বাক্য আমরা নম্রতার সাথে বলি, সেই বাক্য জ্ঞান বৃদ্ধি করে। এইগুলি লোকেদের নির্দেশ শ্রবণ করতে সাহায্য করে, বেশী কার্যকারী ভাবে অনুধাবন করে। দয়ালু, মনোহর, ও সমৃদ্ধশালী বাক্য আমাদের অন্তরের ব্যক্তির প্রতি শক্তি ও স্বাস্থ্য যোগায়। আমরা তোষামোদ করার কথা বলছি না, যা কপটপূর্ণ এবং কোনো সততা ছাড়াই একজন মানুষকে ভাল বোধ করায়। আমরা সত্য ও নির্ভেজাল বাক্য বলার বিষয়ে বলছি যা আমরা যত্ন, দয়া ও নম্রতার সাথে বলে থাকি।

যখন আমরা ঈশ্বরের শক্তিশালী বাক্যকে আমাদের মুখের বাক্য করে তুলি, তখন আমরা সত্যিই বিশ্বাস, প্রত্যাশা, শক্তি, সাহস, আরোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও পরামর্শ দিয়ে পরিচর্যা করতে পারি। মিষ্টতার সাথে কথা বলুন। মনোহর ভাবে কথা বলুন। এমন কথা বলুন যা অন্যদেরকে গেঁথে তোলে। এমন কথা বলুন যা লোকেদের সমৃদ্ধশালী করে ও সুস্থ করে। যখন ঈশ্বরের বিষয়ে, তিনি কী করতে পারেন ও তিনি কী প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই বিষয়ে কথা বলছেন, তখন তাঁর লোকেদের কাছে পরিচর্যা করুন। মনোহর বাক্যের শক্তিকে উন্মোচিত করুন।

২৪। আপনার মুখের বাক্যের ফল দিয়ে আপনার জীবন পরিপূর্ণ হয়

হিতোপদেশ ১২:১৪
মনুষ্য আপন মুখের ফল দ্বারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়, মনুষ্যের হস্তকৃত কর্মের ফল তাহারই প্রতি বর্তে।

হিতোপদেশ ১৮:২০
মানুষের অন্তর তাহার মুখের ফলে পূরিয়া যায়, সে আপন ওষ্ঠে কৃত উপার্জনে পূর্ণ হয়।

আমাদের মুখের বাক্য আমাদের জীবনকে সমস্ত ভাবে প্রভাবিত করে। তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষকে প্রভাবিত করে। একজন মানুষের উদর তাঁর অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি আমাদের বাক্যের দ্বারা উত্তম দ্বারা পূর্ণ হতে পারে, পরিতৃপ্ত হতে পারে, পুষ্টি লাভ করতে পারে, আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, ঠিক যেমন ভাবে খাদ্য আমাদের উদরের প্রতি করে। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটছে, তা আমাদের মুখের বাক্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমাদের মুখের বাক্যের ফল দ্বারা আমাদের জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের মুখের বাক্যের পরিণতির সাথেই বসবাস করি, যা আমরা সময়ের সাথে সাথে বলে আসি।

আপনার অভ্যন্তরীন ব্যক্তিকে কী দিয়ে পূর্ণ করতে চাইবেন? সাহস, প্রত্যয়, বিশ্বাস, প্রত্যাশা, ধার্মিকতা, শান্তি, আনন্দ, নীরবতা, প্রজ্ঞা, শক্তি, এবং সকল উত্তম বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার সম্বন্ধে কী মনে করেন, যা আমাদের কাছে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা রূপে উপলব্ধ আছে? অবশ্যই চাইবেন! তারপর আমাদেরকে সেই সকল বাক্য বলতে হবে যা আমাদের জীবনকে ঈশ্বরের থেকে আসা গুণ দিয়ে পূর্ণ করে, তাঁর বাক্যের ও আত্মার শক্তির দ্বারা। ঈশ্বরের বাক্যকে মুখে ঘোষণা করুন। খ্রীষ্টেতে যা কিছু আপনার, তা ঘোষণা করুন। ঘোষণা করুন যে আপনি হলেন তাঁর রাজ্যের একটি অংশ এবং সেই কারণে আপনার কাছে পবিত্র আত্মা থেকে আসা ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দ রয়েছে। ঘোষণা করুন যে যীশু যে শান্তি প্রদান করেন, সেই শান্তি আপনার কাছে আছে, এমন এক শান্তি যা জগত আপনাকে দিতে পারে না, এমন শান্তি যা আমাদের বোধগম্যের বাইরে, এবং এমন এক শান্তি যা আপনার হৃদয় ও মনকে রক্ষা করে। ঘোষণা করুন যে আপনার কাছে প্রেম, শক্তি ও নিরাময় মন রয়েছে। ঘোষণা করুন যে সদাপ্রভু হলেন আপনার সাহস। আপনি সিংহের ন্যায় সাহসী। আপনি শক্তিশালী ও সাহসী কারণ আপনি যেখানেই যান, সদাপ্রভু আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এমন বাক্য বলুন যা আপনার অভ্যন্তরীন ব্যক্তির কাছে উত্তম বিষয় দিয়ে পূর্ণ করে।

আপনার জীবনের অভিজ্ঞতায় কী বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে চাইবেন? আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতকে কী বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে চাইবেন? আপনার জীবনের উপর, আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি ঘোষণা করুন। আপনার মুখের বাক্যের ফল দিয়ে আপনার জীবন পরিপূর্ণ হয়।

২৫। আপনার মুখের বাক্যে জীবন ও মৃত্যুর শক্তি রয়েছে

হিতোপদেশ ১৮:২১
মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন; যাহারা তাহা ভালবাসে, তাহারা তাহার ফল ভোগ করিবে।

ঈশ্বর জীবন ও মৃত্যুর বিষয়গুলিকে আপনার জিহ্বার শক্তির অধীনে রেখেছেন, অর্থাৎ, যে বাক্য আমরা বলি, সেখানে। আমাদের বাক্য জীবন অথবা মৃত্যু নিয়ে আসতে পারে। আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের বাক্যের পরিণতি ভোগ করার জন্য। আমাদেরকে আমাদের বাক্যের ফলের সাথেই জীবন যাপন করতে হবে।

মৃত্যু, যা শারীরিক ভাবে মৃত্যুকে বুঝিয়েছে, এবং এখানে প্রতীকী রূপে ব্যবহৃত হয়েছে মহামারী, রোগ, ও ধ্বংসকে বোঝানোর জন্য। জীবনের মধ্যে সেই সব কিছু রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে ইতিবাচক ভাবে জীবিত থাকতে সাহায্য করে, যার মধ্যে সতেজতা ও শক্তি রয়েছে।

যে বাক্য আমরা বলে থাকি, তা আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে, অথবা আশীর্বাদও করতে পারে। যে বাক্য আমরা বলি তা আমাদেরকে সজীব করে, আমাদের মধ্যে জীবন ও শক্তি নিয়ে আসে। অথবা আমাদের মুখের বাক্য আমাদের জীবনকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে, এবং আমাদেরকে দুর্বল ও নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে। ঈশ্বর আমাদের বাক্যকে এমন ভাবে পরিকল্পিত করেছেন যাতে এইগুলি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আপনি যা কিছু বলেন তা আপনাকে গেঁথে তুলতে পারে, অথবা ধ্বংস করতে পারে।

সুতরাং, আমরা যেন এমন বাক্য বলার জন্য বেছে নিই যা জীবনকে ও আমাদের উপরে ও অন্যান্য লোকেদের উপর আশীর্বাদ মুক্ত করে। ঈশ্বরের বাক্য বলার থেকে আর কিছু উত্তম হতে পারে না। আপনার জীবনের উপরে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বলুন। খ্রীষ্টেতে নতুন সৃষ্টি রূপে ঈশ্বর আপনার সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তা ঘোষণা করুন। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী আপনার জীবনে আশীর্বাদ, সমৃদ্ধি, সাফল্য, প্রাচুর্য ও উত্তমতাকে ঘোষণা করুন। ঘোষণা করুন যে আপনি অনেকের জীবনে আশীর্বাদের কারণ হবেন। ঘোষণা করুন যে আপনি অন্যদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য আশীর্বাদ লাভ করবেন। ঘোষণা করুন যে আপনি ঈশ্বরের সকল উদ্দেশ্যকে ও কার্যভার সম্পন্ন করবেন। ঘোষণা করুন যে ঈশ্বর আপনার জীবনের মধ্যে দিয়ে মহিমান্বিত হবেন। আপনার মুখের বাক্যকে ব্যবহার করুন আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর জীবন ও আশীর্বাদ মুক্ত করার জন্য।

২৬। আপনার মুখের মধ্যে তাঁর বাক্য জাতীগণকে প্রভাবিত করতে পারে

যিরমিয় ১:৯-১০

9 পরে সদাপ্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আমার মুখ স্পর্শ করিলেন, এবং সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি আমার বাক্য তোমার মুখে দিলাম;

10 দেখ, উৎপাটন, ভঙ্গ, বিনাশ ও নিপাত করিবার নিমিত্ত, পত্তন ও রোপণ করিবার নিমিত্ত, আমি জাতিগণের উপরে ও রাজ্য সকলের উপরে অদ্য তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।

এই দুটি পদে আমরা লক্ষ্য করি ভাববাণীমূলক বাক্যের শক্তি। যিরমিয় যখন ঈশ্বর দত্ত বাক্য ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য ও জাতীগণের উপরে, তখন সেখানে উৎপাটন, ভঙ্গ ও বিনাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ঈশ্বর যে দেশগুলির পতন আনতে চেয়েছিলেন, সেই দেশ ও জাতীগণের পতন হয়েছিল যখন যিরমিয় ঈশ্বরের দেওয়া বাক্য ঘোষণা করেছিলেন। এবং যিরমিয় যখন ভাববাণীমূলক বাক্য বলেছিলেন, তখন বিষয়সকল গেঁথে উঠেছিল, স্থাপিত হয়েছিল।

একটি ভাবয়াবণিমূলক বাক্য হল এমন একটি বাক্য যা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় লোকেদের মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মা আজও ঈশ্বরের লোকেদের জীবনে কার্যকারী আছেন। তিনি আজও আমাদের দিয়ে ভাববাণী বলান ও তাঁর অনুপ্রাণিত বাক্য প্রকাশ করেন, অথবা লোক ও জাতীগণের উপর ভাববাণীমূলক বাক্য উন্মোচিত করেন। ঈশ্বর যখন তাঁর বাক্য আমাদের মুখে দেন এবং আমরা সেইগুলি ঘোষণা করে থাকি, তখন আমরা জাতীগণ ও রাজ্যের আত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ইত্যাদি বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে থাকি। তাঁর বাক্য যা আমাদের মুখ থেকে নির্গত হয়, তা জাতীগণকে প্রভাবিত করতে পারে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে সফল করতে জাগ্রত আছেন (যিরমিয় ১:১২)।

২৭। শুষ্ক অস্থিগুলির প্রতি ঘোষণা করুন যাতে সেইগুলি প্রাণ ফিরে পায়

যিহিষ্কেল ৩৭:১-৭

1 সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে অর্পিত হইল, এবং তিনি সদাপ্রভুর আত্মায় আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া সমস্থলীর মধ্যে রাখিলেন; তাহা অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল।

2 পরে তিনি চারিদিকে তাহাদের নিকট দিয়া আমাকে গমন করাইলেন; আর দেখ, সেই সমস্থলীর পৃষ্ঠে বিস্তর অস্থি ছিল; এবং দেখ, সেই সকল অতিশয় শুষ্ক।

3 পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্য-সন্তান, এই সকল অস্থি কি জীবিত হইবে? আমি কহিলাম, হে প্রভু সদাপ্রভু, আপনি জানেন।

4 তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই সকল অস্থির উদ্দেশে ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, হে শুষ্ক অস্থি সকল, সদাপ্রভুর বাক্য শুন।

5 প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে।

6 আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দিব, তোমাদের উপরে মাংস উৎপন্ন করিব, চর্ম দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব, ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে, আর তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।

7 তখন আমি যেমন আজ্ঞা পাইলাম, তদনুসারে ভাববাণী বলিলাম; আর আমার ভাববাণী বলিবার সময়ে শব্দ হইল, আর দেখ, মড় মড় ধ্বনি হইল, এবং সেই সকল অস্থির মধ্যে প্রত্যেক অস্থি আপন আপন অস্থির সহিত সংযুক্ত হইল।

এই শাস্ত্রাংশটি যিহিষ্কেলের একটি ভাববাণীমূলক অভিজ্ঞতার প্রকাশ করে। এই শুষ্ক অস্থিগুলি ইস্রায়েল জাতীর একটি চিত্র ছিল, যারা তাদের নিজস্ব দেশ থেকে ছিন্নবিন্ন হয়ে গিয়েছিল ও আশাহীন অনুভব করছিল (যিহিষ্কেল ৩৭:১১-১২)। ঈশ্বর যিহিষ্কেলের মধ্যে দিয়ে ভাববাণীমূলক বাক্য দিলেন - ঈশ্বরের দ্বারা দেওয়া বাক্য - এই শুষ্ক অস্থিগুলির প্রতি। তখন এই অস্থিগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত হল, তাদের উপর মাংস উৎপন্ন হল, তাদের মধ্যে জীবন প্রবেশ করলো ও তারা এক মহান সৈন্যদলে পরিণত হল (যিহিষ্কেল ৩৭:১০)। একটি সমগ্র জাতীর ভবিষ্যৎ প্রভাবিত হয়েছিল ভাববাণীমূলক বাক্যের দ্বারা। ভাববাণীমূলক বাক্য ছিল একটি বাহন, যার দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি এই পৃথিবীর উপর উন্মুক্ত করা হয়েছিল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য।

এমনকি বর্তমানেও, পবিত্র আত্মা আমাদের অনুপ্রাণিত করেন ও আমাদের মধ্যে ভাববাণীমূলক বাক্য প্রদান করেন। এটি আমাদের নিজেদের জীবনের উপর, অন্যান্য মানুষদের উপর, শহরের উপর, অঞ্চল ও জাতীর উপর হতে পারে। আমরা যখন তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া বাক্যকে ঘোষণা করে থাকি, তখন শুষ্ক অস্থিগুলি জীবিত হয়ে ওঠে! যা মৃত, তা জীবন্ত হয়ে ওঠে! লোকেরা ও জাতীগণ প্রত্যাশা ও জীবন সহকারে উত্থাপিত হয়। মনে রাখবেন, যেমন ভাবে পবিত্র আত্মা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেন, এই শুষ্ক অস্থিগুলির প্রতি ঘোষণা করুন, সেইগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে!

২৮। আপনার মুখের বাক্য স্বর্গে শোনা হয়

দানিয়েল ১০:১২

তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে দানিয়েল, ভয় করিও না, কেননা যে প্রথম দিন তুমি বুঝিবার জন্য ও তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে বিনীত করিবার জন্য মনঃসংযোগ করিয়াছিলে, সেই দিন হইতে তোমার বাক্য শুনা হইয়াছে; এবং তোমার বাক্য প্রযুক্ত আমি আসিয়াছি।

যে বাক্য আমরা এই পৃথিবীতে বলে থাকি, সেইগুলি স্বর্গে শোনা হয়ে থাকে। আমাদের মুখের বাক্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া রূপে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের কাজ করতে প্রেরণ করেন।

আমরা প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে বাক্য ঘোষণা করি। আমাদের বিশ্বাসকে ব্যবহার করার জন্য বাক্য বলে থাকি। অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আত্মার খড়্গ রূপী বাক্যকে আমরা বলে থাকি। মানুষকে আশীর্বাদ করার জন্য আমরা বাক্য বলে থাকি। আমরা সুস্থতা, উদ্ধার, ও লোকেদের জীবনে অলৌকিক কাজ সাধন করার জন্য বাক্য ঘোষণা করে থাকি। পর্বত সরানোর জন্য ও ঝড় শান্ত করার জন্য আমরা বাক্য বলে থাকি। এই পৃথিবীতে কর্তৃত্বকে বাধা ও ছাড়ার জন্য আমরা বাক্য বলে থাকি। আমাদের মুখের বাক্য স্বর্গে শোনা হয়ে থাকে! আমাদের বাক্যের প্রত্যুত্তরে স্বর্গদূতদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

আপনি যখন জানেন যে স্বর্গে আপনার বাক্য শোনা হয়ে থাকে, তখন আপনি কী প্রকারের বাক্য বলে থাকেন? স্বর্গে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যই থাকে। *"অনন্তকালের নিমিত্ত, হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত"* (গীতসংহিতা ১১৯:৮৯)। যে বাক্যগুলি আমরা প্রার্থনার দ্বারা বলে থাকি, বিশ্বাসে, যুদ্ধের সময়ে, পরিচর্যাতে, কর্তৃত্ব ব্যবহার করার সময়ে বলে থাকি - সকল পরিস্থিতিতে যা বলে থাকি - সেইগুলি যেন ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হয়ে থাকে, যা ইতিমধ্যে স্বর্গে সংস্থাপিত হয়েছে। মনে রাখবেন, আপনার মুখের বাক্য স্বর্গে শোনা হয়ে থাকে। সর্বদা স্বর্গের অনুযায়ী কথা বলুন, এবং স্বর্গ আপনার হয়ে কাজ করবে।

২৯। বাক্য আত্মিক জগত থেকে স্বাভাবিক জগত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়

দানিয়েল ১০:১৭-১৯

17 কারণ আমার এই প্রভুর দাস কি প্রকারে আমার এই প্রভুর সহিত কথা বলিতে পারে? এক্ষণে আমার কিছুমাত্র বল নাই, আমার মধ্যে শ্বাসও নাই।

18 তখন সেই যে ব্যক্তি দেখিতে মানুষের ন্যায়, তিনি পুনর্বার স্পর্শ করিয়া আমাকে সবল করিলেন।

19 আর তিনি কহিলেন, হে মহাপ্রীতি-পাত্র, ভয় করিও না, তোমার শান্তি হউক, সবল হও, সবল হও। তিনি আমার সহিত আলাপ করিলে আমি সবল হইলাম, আর বলিলাম, আমার প্রভু বলুন, কেননা আপনি আমাকে সবল করিয়াছেন।

দানিয়েলের সাথে যখন স্বর্গদূত দেখা করতে এসেছিলেন, তখন তিনি বিহ্বল, দুর্বল, শক্তিহীন এবং হয়ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। স্বর্গদূত তাদের স্পর্শ করেছিলেন ও তাকে এই কথাটি বলেছিলেন, "ভয় করিও না, তোমার শান্তি হউক, সবল হও"। এবং দানিয়েল শক্তিযুক্ত হয়েছিলেন। স্বর্গদূত যে বাক্য দানিয়েলকে বলেছিলেন, তা দানিয়েলের জীবনে শান্তি ও শক্তি প্রদান করেছিল। বাক্য আত্মিক জগতের সাথে স্বাভাবিক ও শারীরিক জগতের যোগসূত্র করে।

মানুষ হিসেবে, ঈশ্বর আমাদের এমন ভাবে নির্মাণ করেছেন যাতে আমরা উভয় স্বাভাবিক ও আত্মিক জগতের মধ্যে কাজ করতে পারি। বিশ্বাসী হিসেবে, আত্মিক জগতে যীশু খ্রীষ্টেতে আমরা ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে বসেছি। আমরা খ্রীষ্টেতে রয়েছি। আমরা ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সাথে সহ-দায়াদ। আত্মিক জগতে এটাই আমাদের পরিচয়। আমাদের বাক্য আমাদের নিতে সাহায্য করে আত্মিক জগতে ঈশ্বর যা বলে থাকেন, এবং এই স্বাভাবিক জগতে কারুর জীবনে তা পরিচর্যা করতে।

যেমন উদাহরণ, যখন আমরা অসুস্থদের জীবনে পরিচর্যা করি ও সুস্থতাকে আদেশ করি, তখন এই স্বাভাবিক জগতে আমাদের নিজেদের বিষয়ে এমন কিছু আছে যা অলৌকিক আরোগ্যতা নিয়ে আসতে পারে? কিছু না। আমরা যা করছি, তা হল খ্রীষ্টের পূর্ণ করা কাজকে গ্রহণ করছি, আত্মিক জগতে আমাদের অভিষেক ও কর্তৃত্বকে সঙ্গে রাখছি এবং লোকেদের শারীরিক দেহের উপর তা পরিচর্যা করছি। আমাদের বাক্য আত্মিক জগতকে শারীরিক জগতের সাথে যোগসূত্র করে। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি রেখে কথা বলি, তখন আত্মিক জগতে আমাদের জন্য যা কিছু রাখা আছে, সেইগুলি নিয়ে স্বাভাবিক জগতে তা মুক্ত করতে পারি। আমরা এখানে রয়েছি তাঁর রাজ্যকে আসতে দেখতে, তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দেখতে, যেমন স্বর্গে তেমনই এই পৃথিবীতে। এটা করার একটি উপায় হল তাঁর বাক্য অনুযায়ী কথা বলা যাতে তিনি আমাদেরকে আত্মিক জগতে যা কিছু দিয়েছেন, সেইগুলি স্বাভাবিক জগতে মুক্ত করতে পারি।

৩০। দুর্বল বলুক আমি সবল

যোয়েল ৩:৯-১০

9 তোমরা জাতিগণের মধ্যে এই কথা প্রচার কর, যুদ্ধ নিরূপণ কর, বীরগণকে জাগাইয়া তুল, যোদ্ধা সকল নিকটবর্তী হউক, উঠিয়া আইসুক।

10 তোমরা আপন আপন লাঙ্গলের ফাল ভাঙ্গিয়া খড়্গ গড়, আপন আপন কাস্তে ভাঙ্গিয়া বর্শা প্রস্তুত কর; দুর্বল বলুক, আমি বীর।

যোয়েল ৩ অধ্যায়ে যিহোশাফতের উপত্যকায় হরমাগিদোনের যুদ্ধ ও সদাপ্রভুর দিনের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। জাতীগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেবে। যোয়েল বর্ণনা করেন যে এমনকি শান্তিপূর্ণ বস্তুগুলিকে (লাঙ্গল, কাস্তে) যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত করা হয়েছে (খড়গ ও বর্শা)। এই প্রক্রিয়ায় একটি আকর্ষণীয় কথা বলা হয়েছে, "দুর্বল বলুক, আমি বীর"। দুর্বল যেন নিজেকে দুর্বল না বলে। দুর্বল যেন বলে যে সে 'বীর' এবং যুদ্ধে অগ্রসর হোক।

এমনকি যখন আমাদের ইচ্ছা হয় না, তখনও কি ঈশ্বরের বাক্যে তিনি যা ঘোষণা করেছেন, সেটাকে স্বীকার করা কি আমাদের জন্য সঠিক হবে?

যারা পাপের সাথে লড়াই করছে, তাদের জন্য এটা বলা কি সঠিক হবে যে 'পাপ আর আমার উপর কর্তৃত্ব করবে না', যাতে তারা পাপের উপর বিজয়লাভ করতে পারে? অবশ্যই! যারা পাপের প্রলোভনের মুখে পড়ছে (অর্থাৎ আমরা সবাই), যেন বলে, 'আমার পুরাতন পাপময় স্বভাব খ্রীষ্টের সাথে ক্রুশারোপিত হয়েছে এবং আমার জীবনের উপর পাপের শক্তি ভেঙ্গে গিয়েছে। পাপ আর আমার উপর রাজত্ব করবে না'।

যারা অসুস্থ, তাদের পক্ষে এটা বলা কি সঠিক হবে যে 'আমি যীশুর ক্ষতসকল দ্বারা সুস্থতা লাভ করেছি' যাতে তারা সুস্থ হতে পারে? অবশ্যই! অসুস্থ ব্যক্তি যেন বলে 'যীশু নিজে আমার অসুস্থতাকে ও আমার সকল যন্ত্রণাকে বহন করেছিলেন এবং তাঁর ক্ষতসকল দ্বারা আমি আরোগ্য হয়েছি'।

যারা অভাবে রয়েছে, তাদের পক্ষে এটা বলা কি সঠিক হবে যে 'আমার ঈশ্বর আমার সকল প্রয়োজন মেটাবেন' যাতে তাদের প্রয়োজন মিটতে পারে? অবশ্যই! যারা অভাবে রয়েছে তারা যেন বলে 'সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হবে না। আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন'।

যারা শক্তিহীন অনুভব করছে, তাদের পক্ষে এটা বলা কি সঠিক হবে যে 'সত্যিই আমি শক্তিতে পরিহত কারণ পবিত্র আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠান করেন' যাতে তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে এগিয়ে যেতে পারে? অবশ্যই! আসুন, আমরা বলি 'আমার উপর পবিত্র আত্মা অবতরণ করার পর আমি শক্তি লাভ করেছি এবং আমি দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য, ভগ্ন হৃদয়কে যুক্ত করার জন্য, বন্দীদের মুক্ত করার জন্য অভিষিক্ত হয়েছি'।

আপনার সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাক্য যা কিছু বলে, তা স্বীকৃতি জানান, এমনকি তখনও, যখন আপনার বিপরীত বোধ হয়ে থাকে। ঈশ্বরের বাক্য হল সত্য। বাস্তব পরিবর্তিত হতে পারে। ঈশ্বরের সত্য অনন্তকালীন ও কখনই পরিবর্তন হবে না। আপনি যা কিছুর সম্মুখীন করছেন, সেই বাস্তবটিকে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে নিয়ে এসে পরিবর্তিত করা সম্ভব। দুর্বল বলুক আমি বীর, এবং তাই সবল হয়ে উঠুন।

৩১। আপনার মুখের বাক্য দিয়ে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করবেন না

মালাখি ৩:১৩-১৬

13 তোমরা আমার বিরুদ্ধে শক্ত শক্ত কথা বলিয়াছ, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, আমরা কিসে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছি? তোমরা বলিয়াছ, ঈশ্বরের সেবা করা অনর্থক;

14 এবং তাঁহার রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা করাতে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শোকবেশে গমনাগমন করাতে আমাদের লাভ কি হইল?

15 আমরা এখন দর্পী লোকদিগকে ধন্য বলি; হাঁ, দুষ্টাচারীরা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়াও রক্ষা পায়।

16 তখন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন; আর যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের জন্য তাঁহার সম্মুখে একখানি স্মরণার্থক পুস্তক লেখা হইল।

কল্পনা করুন যে ঈশ্বর আঘাত পেয়েছেন তাঁর লোকেদের বলা কথা ও করা কাজগুলির দ্বারা। ঈশ্বর আপনার মুখের কথাগুলি শোনেন। ১৬ পদটি আমাদের জানায় যে সেই লোকেদের উদ্দেশে একটি স্মরণার্থক পুস্তক লেখা হয়েছে, যারা ঈশ্বরকে ভয় ও ভক্তি সহকারে কথা বলে থাকে ও তাঁর নামের ধ্যান করে।

আমরা যে কথাগুলি বলে থাকি, তা ঈশ্বর শোনেন। আপনি কেমন চাইবেন ঈশ্বরের অনুভূতি হোক যখন তিনি আপনাকে কথা বলতে শোনেন? অবশ্যই আপনি ঈশ্বরকে আপনার কথা দ্বারা আঘাত অথবা অসন্তুষ্ট করতে চাইবেন না।

আমরা কীভাবে সুনিশ্চিত করতে পারি যে আমরা যা কিছু বাক্য মুখ দিয়ে বলে থাকি, তা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে ও তাঁর হৃদয়কে সন্তুষ্ট করে? যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলে থাকি ও তাঁর দৃষ্টিতে সঠিক কথা বলে থাকি। আপনার মুখের বাক্য যেন ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট না করে। ঈশ্বর যা বলেছেন, আপনি তাই বলুন। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করুন। তাঁকে জানান যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আপনি তাঁর ও তাঁর বাক্যের সম্মান করেন।

৩২। ‘লেখা আছে’ কথাটি বলতে শিখুন - যীশু বলতেন

মথি ৪:১-৪

1 তখন যীশু, দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।

2 আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন।

3 তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলি রুটি হইয়া যায়।

4 কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, লেখা আছে, “মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে।”

প্রভু যীশু হলেন সকল বিষয়ে আমাদের সিদ্ধ উদাহরণ, যাকে আমরা অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকি। প্রান্তরে যীশু যে তিনটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই ঘটনাটি আমাদের জন্য লিখিত আছে। এইগুলি একমাত্র পরীক্ষা অথবা প্রলোভন নয় যা তিনি সম্মুখীন করেছিলেন। তিনি সকল দিক থেকে পরীক্ষিত হয়েছিলেন (প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সমস্ত ভাবে), ঠিক যেমন আমরা পরীক্ষিত হয়ে থাকি, এবং তিনি কোনো পাপ করেননি (ইব্রীয় ৪:১৫)। এই সকল পরীক্ষার বিষয় আমাদের কাছে লিখিত অবস্থায় নেই। কিন্তু, মথি ৪ অধ্যায়ে লেখা তিনটি পরীক্ষার কথায়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রত্যেকবার প্রভু যীশু পরীক্ষাগুলির সম্মুখীন হয়েছিলেন ঈশ্বরের বাক্য বলার দ্বারা। তিনি প্রত্যেক বার বলেছিলেন “লেখা আছে”। সুতরাং, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাতে একই ভাবে মোকাবিলা করেছিলেন, ঈশ্বরের বাক্য বলার মাধ্যমে।

প্রত্যেক প্রলোভনের মুখে, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ‘লেখা আছে’ কথাটি বলতে শিখুন। ঈশ্বর যা বলেছেন, তাই বলুন। প্রলোভনকে ও প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলিকে অতিক্রম করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে বলুন। যখন কোনো প্রলোভনের মুখে পড়ছেন, বলুন ‘লেখা আছে যে আমার দেহ হল পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি আমার মধ্যে বাস করেন। লেখা আছে যে পাপ আমার উপর কর্তৃত্ব করবে না। আমি আমার দেহকে ধার্মিকতার যন্ত্র রূপে সমর্পণ করছি’। যখন এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন করছেন, যেখানে অনতিক্রম্য প্রতিকূলতা রয়েছে, তখন বলুন ‘লেখা আছে, আমি ঈশ্বর হতে জাত এবং আমি এই জগতকে জয় করেছি। এই বিজয় জগতকে জয় করে, এমনকি আমার বিশ্বাস। ঈশ্বর সর্বদা আমাকে জয়ী করেন। এই পরিস্থিতিতেও আমি জয়ী হবো’। ‘লেখা আছে’ কথাটি বলতে শিখুন, যীশু তা করেছিলেন। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের বাক্য বলুন।

৩৩। মুখের বাক্যের সাহায্যে মন্দ আত্মাদের দূর করুন

মথি ৮:১৬

আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্তকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন।

আমরা যখন সুসমাচারের মধ্যে দিয়ে যীশুর পরিচর্যাকে অনুসরণ করি, আমরা শিখি যে তিনি কীভাবে মন্দ আত্মাদের সাথে মোকাবিলা করতেন। তিনি মন্দ আত্মাদের উপরে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন আদেশ সহকারে কথা বলার দ্বারা। মথি এখানে লিখেছেন যে তিনি মুখের বাক্য দ্বারা মন্দ আত্মাদের দূর করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র আদেশ করেছিলেন।

আসুন, আমরা যীশুর উদাহরণকে অনুসরণ করি। আমাদের মুখের বাক্য হল আমাদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের একটি অভিব্যক্তি, যা খ্রীষ্টেতে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকারের মধ্যে দিয়ে এই কর্তৃত্বকে বহন করে থাকি। আমরা তাঁর কর্তৃত্বে গমনাগমন করি। যখন আমাদেরকে মন্দ আত্মাদের মোকাবিলা করতে হয়, তখন যেন আমরা এই কর্তৃত্বপূর্ণ কথা বলার দ্বারা করি। আমরা আদেশ করি ও মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করি।

কর্তৃত্বপূর্ণ কথা বলতে শিখুন। আপনি এটা নিজের জন্য করুন এবং যখন অন্যদের প্রতি পরিচর্যা করছেন, তখনও করুন। যখন আপনি ভয়ের চিন্তাভাবনার সম্মুখীন হচ্ছেন, এইরূপ কথা বলতে শিখুন, 'যীশুর নামে, আমি ভয়ের আত্মাকে এই মুহূর্তে ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিই। যীশুর নামে আমি ভয়ের চিন্তাভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করি'। সাধারণত আপনি মন্দ আত্মাকে সেই নামে ডাকেন, যেটা সেই পরিস্থিতির অবস্থাকে বর্ণনা করে। আপনি যদি অনুভব করেন যে একটি অস্বাভাবিক অথবা অব্যক্ত 'বিষয়' বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, তাহলে সেই বিভ্রান্তির উপর কর্তৃত্ব ফলান। এইরূপ বলতে শিখুন, 'যীশুর নামে আমি বিভ্রান্তির আত্মার উপর ক্ষমতা রাখি, যা এখন এই পরিস্থিতিতে কাজ করছে। আমত তাদের কাজকে বাঁধছি। যীশুর নামে আমি তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ করছি'। যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে পরিচর্যা করছেন এবং আপনি জানেন যে সেই অবস্থাটি কোনো মন্দ আত্মার কারণে তৈরি হয়েছে, তখন বলুন, 'যীশুর নামে, আমি এই রোগের আত্মার উপর কর্তৃত্ব ভার নিই ও তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিই'।

আদেশ করুন ও মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করুন। যীশু তাই করেছিলেন, এবং আমরাও যেন তা করি।

৩৪। যখন আপনি তাঁকে এই পৃথিবীতে স্বীকার করেন, তখন তিনি আপনার নাম স্বর্গে উল্লেখ করেন

মথি ১০:৩২-৩৩

32 অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব।
33 কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব।

যীশুর এই কথাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা যদি তাঁকে মানুষের সামনে স্বীকার করি, তাহলে তিনি স্বর্গে পিতার সামনে আমাদেরকে স্বীকৃতি জানাবেন।

গ্রীক ভাষায় 'স্বীকার' কথাটি হল *'homologia',* গ্রীক ভাষায় দুটি শব্দের মিশ্রনে তৈরি হয়েছে এই শব্দ - *'homo',* অর্থাৎ 'সমান', এবং *'logos'* অর্থাৎ 'কোনো কিছু কথিত বাক্য'। তাই, স্বীকার করার অর্থ হল একই বিষয় বলা, সহমত হওয়া, স্বীকৃতি দেওয়া, প্রকাশ্যে ঘোষণা করা।

স্বীকার করার অর্থ হল অপর ব্যক্তির মতোই একই বিষয় বলা। বাইবেল ভিত্তিক স্বীকারোক্তি হল ঈশ্বর তাঁর বাক্যে যা কিছু বলেছেন, সেই সবকিছুর সাথে সহমত হওয়া। ঈশ্বর যা বলেছেন, সেই একই বিষয় বলা। আমরা সেটাই বলি যা তিনি বলেছেন। আপনি নিজের ইচ্ছামতো কোনো কিছু বলে সেটাকে স্বীকারোক্তি বলতে পারেন না যদি সেটা ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত হয়।

যীশু নিজের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, আমরা যেন সেটাই স্বীকার করি। যীশুর সম্বন্ধে আমাদের স্বীকারোক্তি যেন সেই বিষয়ে সহমত হয় যা যীশু নিজের সম্বন্ধে বলেছেন। যীশু হলেন খ্রীষ্ট (মশীহ), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। তিনি হলেন পথ, সত্য, ও জীবন, তাঁকে ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না। যখন আমরা তাঁকে মানুষের সামনে স্বীকার করি - অর্থাৎ সেই বিষয়গুলি বলি যা তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন - তখন তিনি আমাদের স্বীকার করবেন (তাঁর সাথে সম্পর্কে আমরা নিজেদের বিষয়ে যা কিছু বলি, সেইগুলির সাথে তিনি সহমত হন) স্বর্গে পিতার সামনে। তখন আপনি বলতে পারেন 'আমি ঈশ্বরের সন্তান, যীশুর রক্ত দ্বারা ধৌত, পাপ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত, ঈশ্বরের রাজ্যে আনিত'...এবং আরও অনেক কিছু...এবং এইগুলিই যীশু স্বর্গে পিতার সামনে আপনার বিষয়ে স্বীকার করবেন!

যীশু নিজের সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন ও শাস্ত্র তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু প্রকাশ করেছেন, তাই স্বীকার করুন। তিনি হলেন উদ্ধারকর্তা। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা। তিনি হলেন শান্তিরাজ। লোকেদের সামনে তাঁকে স্বীকার করুন। তিনি আপনাকে ঈশ্বর পিতার সামনে স্বীকার করবেন।

৩৫। মুখের বাক্য আপনার হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেটাকে আপনার জীবনে মুক্ত করে

মথি ১২:৩৩-৩৫
33 হয় গাছকে ভাল বল, এবং তাহার ফলকেও ভাল বল; নয় গাছকে মন্দ বল, এবং তাহার ফলকেও মন্দ বল;
34 কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়। হে সর্পের বংশেরা, তোমরা মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভাল কথা কহিতে পার? কেননা হৃদয় হইতে যাহা ছাপিয়া উঠে, মুখ তাহাই বলে।
35 ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে।

একটি গাছকে তার ফল দ্বারা আমরা চিনতে পারি। গাছটি যে ফল ধারণ করে সেটা নির্ভর করে গাছটি কী প্রকারের। তারপর যীশু বিষয়টিকে মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত করলেন। আমাদের হৃদয় যদি মন্দ হয়, তাহলে আমাদের মুখ মন্দ বিষয় বলবে কারণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেটাই আমাদের মুখের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

৩৫ পদে, আমরা শিখেছি যে আমরা আমাদের জীবনে যা কিছু ধারণ করি (ফল) তা নির্ভর করে আমাদের ভীতর কী রয়েছে। আপনার ভীতরে যদি উত্তম বিষয় সঞ্চিত থাকে (উত্তম ধন), তাহলে আপনি উত্তম ফল ধারণ করবেন - আপনার জীবনে উত্তম বিষয়গুলি উৎপন্ন হবে।

আমাদের ভীতরে যা কিছু আছে (উত্তম ধন) সেটাকে আমাদের জীবনের বাইরে বের করে আনার (ফল) পিছনে আমাদের মুখের বাক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ হৃদয়ের উপচয়ে (উত্তম ধন) মুখ কথা বলে।

মুখের বাক্য আমাদের ভিতরের বিষয়গুলিকে আমাদের জীবনে মুক্ত করে। যে কথাগুলি আমরা বলে থাকি, সেইগুলির দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত বিষয়গুলি আমাদের জীবনে মুক্তি পায়।

উত্তম বিষয় সঞ্চয় করে রাখুন। আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে খ্রীষ্টের বাক্য যেন প্রচুর পরিমাণে আমাদের মধ্যে বাস করে (কলসীয় ৩:১৬)। ঈশ্বরের বাক্য প্রচুর পরিমাণে আপনার মধ্যে সঞ্চয় করে রাখুন। তখন আপনি যে কথাগুলি বলবেন, সেইগুলি আপনার ভীতরে ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী হবে। ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী কথা বলা ছাড়া আপনি আর কিছু করতে পারবেন না, কারণ সেটাই আপনার ভীতরে সঞ্চিত আছে। আপনি উত্তম বিষয়েও উৎপন্ন করবেন, কারণ আপনার হৃদয় থেকেই সেই শক্তি নির্গত হয় যা আপনার জীবনকে আকার দিয়ে থাকে (হিতোপদেশ ৪:২২)। মুখের বাক্য আপনার হৃদয়ের ভিতরের বিষয়গুলিকে আপনার জীবনে মুক্ত করে। ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পূর্ণ হন। ঈশ্বরের বাক্য বলুন।

৩৬। আপনি আপনার বাক্য দ্বারা নির্দোষ গণিত অথবা দোষী গণিত হয়ে থাকেন

মথি ১২:৩৬-৩৭

36 আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে।
37 কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি নির্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী বলিয়া গণিত হইবে।

আমাদের মুখের বাক্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ? যীশু বলেছেন যে একদিন আমাদেরকে অনর্থক কথাগুলিরও হিসাব দিতে হবে যা আমরা বলে থাকি। হিতোপদেশ ১৮:২১ পদে আমরা লক্ষ্য করেছি যে জীবন ও মৃত্যুর শক্তি আমাদের মুখের বাক্যে রয়েছে। মথি ১২:৩৬-৩৭ পদগুলিতে যীশু আমাদের মুখের কথার অনন্তকালীন পরিণতির বিষয়ে প্রকাশ করেছেন। আমাদেরকে নির্দোষ অথবা দোষী গণিত করা হবে আমাদের বাক্য অনুযায়ী। মুখের বাক্য যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয় ইহকালে ও পরকালে, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের মুখের কথাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

গ্রীক ভাষায় 'অনর্থক' শব্দটি হল 'argos', অর্থাৎ, নিষ্ক্রিয়, যাকে নিযুক্ত করা হয়নি, যা লাভজনক নয়, বেকার, ধীর, অনুর্বর। যীশু বলেছেন যে আমাদেরকে অনর্থক কথাগুলিরও হিসাব দিতে হবে, সেই সকল কথাগুলির যা আমরা বলে থাকি, কিন্তু কোনো অর্থ থাকে না, অর্থাৎ, সেই কথাগুলিকে আমরা সক্রিয় ভাবে কাজে লাগাই না। আমি জানি না যে কীভাবে এই বিচার করা হবে, কিন্তু আসুন, আমরা যেন তাঁর এই সতর্কবার্তাটিকে গুরুত্ব দিই।

অনর্থক কথা বলার পরিবর্তে, এমন কথা বলুন যা উপকারী, ফল উৎপন্নকারী ও লাভজনক - আপনার জন্য ও আপনার চারিপাশে মানুষদের জন্যও। এমন কথা বলুন যা জীবন, আশীর্বাদ, শক্তি ও ক্ষমতা আপনার জীবনে ও অন্যান্য মানুষের জীবনে মুক্ত করবে। এমন কথা বলুন যা আপনাকে ও আপনার চারিপাশের মানুষদের ন্যায্য প্রতিপন্ন করবে, উত্তীর্ণ করবে, উন্নীত করবে, তুলে ধরবে। ঈশ্বরের বাক্য বলুন।

৩৭। আমাদের মুখের বাক্য ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে মুক্ত করে যা বাঁধে ও মুক্ত করে

মথি ১৬:১৮-১৯

18 আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।

19 আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

মণ্ডলী যীশু খ্রীষ্ট রূপী পাথরের উপর (মশীহ), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্রের উপর গেঁথে তোলা হয়েছে। এটাই ছিল পিতরের সেই মহান স্বীকারোক্তি যা পিতার প্রত্যাদেশ দ্বারা এসেছিল। যীশু যে মণ্ডলীকে গড়ে তুলছেন সেটি একটি শক্তিশালী মণ্ডলী, যার বিরুদ্ধে নরকের পুরদ্ধার জয়ী হতে পারবে না অথবা আটকাতে পারবে না। এই মণ্ডলীর প্রতি, প্রভু যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্ব (চাবি) প্রদান করেছেন। এই পৃথিবীর উপর মণ্ডলী রয়েছে ঈশ্বরের রাজ্যকে এই জগতে প্রকাশ করার জন্য এবং ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে।

কীভাবে এই পার্থিব জগতে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে অনুশীলন করা যেতে পারে? যীশু বলেছেন যে আমরা এই পৃথিবীতে 'বাঁধবো' ও 'মুক্ত' করবো। বাঁধা শব্দটির অর্থ হল কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করা, অনুমতি না দেওয়া, এবং বেয়াইনি বলে ঘোষণা করা। 'মুক্ত' করা শব্দটির অর্থ হল ধ্বংস করা, বন্ধ করা, মুক্ত করা, পরাজিত করা, এবং নষ্ট করা। কীভাবে আমরা বাঁধি ও মুক্ত করি? আমরা লক্ষ্য করি যে যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজে এই কাজটি করেছেন। তিনি তা করেছেন তাঁর মুখের বাক্যের মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্ব ব্যবহার করার দ্বারা। বোবা ও বধিরকে তিনি বলেছিলেন, "খুলে যাক" এবং তাদের কান ও জিহ্বা মুক্ত হয়েছিল (মার্ক ৭:৩৩-৩৫)। তিনি মহিলাটিকে বলেছিলেন, "তোমার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হইলে" (লূক ১৩:১২)। যীশু কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলেছিলেন যা লোকেদের মুক্ত করেছিল ও দিয়াবলের কাজকে রুদ্ধ করেছিল।

আমরা তাঁর উদাহরণকে অনুসরণ করি। যীশুর নামে আমরা কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলে থাকি। যে কর্তৃত্ব আমাদের দেওয়া হয়েছে, সেই কর্তৃত্বের সাহায্যে মুখের কথা দ্বারা আমরা বাঁধি ও মুক্ত করি। একজন বিশ্বাসী রূপে ঈশ্বরের রাজ্যের যে কর্তৃত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা আপনি আপনার মুখের বাক্যের সাহায্যে ব্যবহার করুন। আপনার মুখের বাক্য ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে মুক্ত করে কোনো কিছু বাঁধা ও মুক্ত করার জন্য! কর্তৃত্বপূর্ণ কথাগুলি বলুন।

৩৮। পর্বতকে আদেশ দিন

মথি ১৭:২০-২১

20 তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটি সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,'
21 আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।

আমরা যদি সুসমাচারের মধ্যে বিশ্বাস সম্পর্কে যীশুর শিক্ষাগুলিকে অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরা আবিষ্কার করবো যে তিনি আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করার উপর অনেকটাই গুরুত্ব দিয়েছেন। মথি ১৭ অধ্যায়ে, শিষ্যেরা যখন মন্দ আত্মাদের দূর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং যখন তারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন তারা এই কাজটি করতে পারল না, তখন যীশু তাদেরকে তাদের অবিশ্বাস অথবা অল্প-বিশ্বাসের দিকে দেখালেন। তারপর তিনি তাদের (এবং আমাদের) শিক্ষা দিতে লাগলেন বিশ্বাসের বিভিন্ন সম্ভাবনার উপর, আমরা কী করতে পারি এবং কীভাবে আমাদের বিশ্বাসকে ব্যবহার করতে পারি।

সারাংশে, বিশ্বাস শুধুমাত্র মন্দ আত্মা ও তাদের কাজগুলিকে ধ্বংস করে না, কিন্তু স্বাভাবিক পৃথিবীতেও পরিবর্তন সাধন করে (যেমন, পর্বতকে এই স্থান থেকে আরেকটি স্থানে সরে যেতে বলা)। যীশু বলেছেন যে বিশ্বাসের সাথে "কোনো কিছু আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়"। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে, সেটার দ্বারা আমরা কাজ সম্পন্ন করতে পারি। তিনি বলেছেন যে আমাদের হৃদয়ের ভীতরে বিশ্বাস এতটাই কার্যকারী যে একটি সর্ষে দানার মতো বিশ্বাস পর্বতকে সরাতে পারে। বিশ্বাস ব্যবহার করার উপায় হল মুখ দিয়ে বলা! আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের সাহায্যে এমন বাক্য ব্যক্ত করুন যা আপনার বিশ্বাসকে বর্ণনা করে।

তিনি এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমরা যেন অবশ্যই পর্বতের উদ্দেশে বলি। যখন আমরা পর্বতকে সরাতে চাই, তখন আমরা পর্বতকে বলে থাকি। প্রায়ই আমরা পর্বতের কথা অন্যদেরকে বলার ভুল করে থাকি। অনেকসময়ে, আমরা এই পর্বতের বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে নালিশ করি, যেন তিনি জানেন না যে পর্বতটি সেখানে উপস্থিত আছে। যীশু স্পষ্ট ভাবে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে আমরা যেন পর্বতকে বলি। মন্দ আত্মাদের আদেশ করি। অসুস্থতাকে আদেশ করি। ঝড়কে আদেশ করি। পরিস্থিতির মধ্যে ঘোষণা করি। অভাবের মধ্যে ঘোষণা করি। বন্ধ দরজাকে আদেশ করি। আমাদের স্বাভাবিক জগতে বিষয়বস্তুর প্রতি আদেশ করি। আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী আদেশ করুন। তিনি বলেছেন, "কোনো কিছুই তোমাদের জন্য অসম্ভব নয়"। আসুন, বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা যীশুর নির্দেশকে অনুসরণ করি। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৩৯। আপনার প্রত্যাশিত পরিণতিটিকে মুখে স্বীকার করুন

মার্ক ৫:২৫-৩৪

25 আর একজন স্ত্রীলোক বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত হইয়াছিল,

26 অনেক চিকিৎসকের দ্বারা বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল, এবং সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু উপশম পায় নাই, বরং আরও পীড়িত হইয়াছিল।

27 সে যীশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিল।

28 কেননা সে কহিল, আমি যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব।

29 আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রোত শুকাইয়া গেল; আর আপনি যে ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা শরীরে টের পাইল।

30 যীশু তৎক্ষণাৎ অন্তরে জানিতে পাইলেন যে, তাঁহা হইতে শক্তি বাহির হইয়াছে, তাই ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করিল?

31 তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, আপনি দেখিতেছেন, লোকেরা আপনার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতেছে, তবু বলিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল?

32 কিন্তু কে ইহা করিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

33 তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, তাহার প্রতি কি করা হইয়াছে জানাতে, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাত করিল, আর সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল।

34 তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও, ও তোমার রোগ হইতে মুক্ত থাক।

এই মহিলা হয়ত নিজের মধ্যেই এই কথাটি চিন্তাভাবনা করেছিলেন, "আমি যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব"। অবশেষে তিনি এই কথাটি মুখে স্বীকার করে উঠলেন, "আমি যদি কেবল উহাঁর বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থ হইব"। এই ভাবেই অন্যেরা জানতে পেরেছিল যে তিনি কী বলেছিলেন এবং সেটা আমাদের জন্য লিখে রাখা হয়েছে। যীশু এই মহিলার প্রতি সাড়া দিলেন এবং বললেন যে তার বিশ্বাস তাকে সুস্থ করেছে। সেই মহিলাটির কথা এবং কাজ তার বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য ছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, তিনি সেই অনুযায়ী কাজ করেছিলেন।

তিনি তার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করেছিলেন ও তার প্রত্যাশিত পরিণতিটি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি সুস্থ হবেন, যদি তিনি যীশুর পোশাকের একটি অংশও স্পর্শ করতে পারেন। প্রভু যীশু তার বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিলেন যা তার জীবনে সুস্থতার অলৌকিক কাজকে সাধন করেছিল।

সময় পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কিত বাইবেলে যে নীতিগুলি লেখা আছে, তা আজও দৃঢ় রয়েছে। ঈশ্বর আজও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের প্রতি সাড়া দিয়ে থাকেন। আমাদের বিশ্বাস আমাদের কথা ও কাজের দ্বারা ব্যক্ত হয়। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। ঈশ্বরের কাছে যে পরিণতির জন্য প্রত্যাশা করছেন, সেটাকে মুখে স্বীকার করুন।

৪০। আপনি যা বলছেন, তা বিশ্বাস করুন এবং সেটা সাধিত হবে

মার্ক ১১:২২-২৩

22 যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ।

23 আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

মার্ক ১১:২২-২৩ পদগুলি হল অনেকগুলি শাস্ত্রাংশের মধ্যে একটি যেখানে যীশু স্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন যে কীভাবে ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসকে কার্যকারী করে তুলতে হয়। যীশু এইমাত্র একটি ডুমুর গাছকে আদেশ দেওয়ার দ্বারা প্রদর্শন করেছেন যে কীভাবে বিশ্বাসকে কার্যকারী করে তুলতে হয়। শিষ্যেরা তাঁর এই আদেশের পরিণতি দেখতে পেয়েছিল। যীশু তারপর তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যে কীভাবে তারাও ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে কার্যকারী করে তুলতে পারে।

ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস সহ, যীশু আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যেন পর্বতকে সরে যাওয়ার আদেশ দিই। আপনি কি বলছেন, সেই বিষয়ে আপনার হৃদয়ে সন্দেহ করবেন না। বিশ্বাস করুন যে আপনি যেটা বলেছেন, সেটা সাধন হবে। আমাদের বিশ্বাস হল ঈশ্বরের উপর। কিন্তু একই সময়ে, আমরা স্বাভাবিক জগতের উপরেও কিছু করে থাকি। আমরা বিশ্বাসের বাক্য মুখে ঘোষণা করে থাকি। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যা বলি তা সাধিত হবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের কারণে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা হলাম ঈশ্বরের সাথে সহকর্মী। যখন আমরা বিশ্বাসের বাক্য বলে থাকি, তখন যে ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আমাদের পক্ষে কাজ করেন, এবং সেই কথাগুলিকে সম্পন্ন করেন। ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসের কারণে, আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে যা কিছু বলবো, তা সম্পন্ন হবে, কারণ ঈশ্বর সেটাকে সাধন করতে সক্ষম।

ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করুন যে আপনি যা কিছু বলবেন, তাই সাধিত হবে, কারণ ঈশ্বর তা সাধন করবেন। বিশ্বাস করুন যে আপনি যা কিছু বলবেন, তা সাধিত হবে।

৪১। বিশ্বাসের বাক্য প্রার্থনায় বলুন

মার্ক ১১:২২-২৪

22 যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ।

23 আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে, তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।

24 এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

একই শাস্ত্রাংশে যেখানে প্রভু যীশু আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন, সেখানেই তিনি আমাদেরকে প্রার্থনার বিষয়ে শেখাতে শুরু করেছেন। "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর..."। "এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলি..." কথাটির অর্থ হল যে, "এই কারণে, আমি তোমাদেরকে বলি..."। মার্ক ১১:২৪ পদে প্রার্থনা সম্পর্কে যীশু যে প্রতিজ্ঞা আমাদের দিয়েছেন, সেটা মার্ক ১১:২২-২৩ পদের বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত।

যীশু বলেছেন যে, যখন আপনি প্রার্থনা করেন, যাই আপনি যাচ্ঞা করেন না কেন, যেন আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে আপনি সেটা পেয়েছেন, এবং তাহলে আপনি তা পাবেন। যখন আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যাচ্ঞা করি, তখন আমরা যেন জানি যে আমরা তা লাভ করেছি, যা ঈশ্বর পিতার থেকে যাচ্ঞা করেছি (১ যোহন ৫:১৪-১৫)। তাই, আমরা প্রার্থনা করার সময়েই বিশ্বাস করি যে আমরা পেয়েছি। এটি একটি জটিল বিষয়। আত্মায় তা সাধিত হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা সেটাই অভ্যাস করি যা তিনি আমাদেরকে মার্ক ১১:২৩ পদে শিখিয়েছেন। আমরা প্রয়োজনের প্রতি, পরিস্থিতির প্রতি, সমস্যার প্রতি, পর্বতের প্রতি বলে থাকি ও ঘোষণা করি যে আমরা তা প্রার্থনায় লাভ করেছি। আমরা ঘোষণা করি যে পর্বত সরে গিয়েছে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আমরা ব্যবহার করে থাকি উভয় বিশ্বাস করার দ্বারা যে আমরা পেয়েছি যখন আমরা প্রার্থনা করেছি, এবং পরিস্থিতির প্রতি ঘোষণা করার দ্বারা। প্রার্থনায় বিশ্বাসের বাক্য বলুন। প্রার্থনা হল বিশ্বাসের কথা যা আমরা ঈশ্বরকে বলে থাকি, এবং তারপর সেই পরিস্থিতির প্রতি বিশ্বাসের কথা বলে থাকি, যে বিষয় নিয়ে আমরা প্রার্থনা করে থাকি।

৪২। তাঁর বাক্যের সাথে সহমত হন

লূক ১:৩৭-৩৮,৪৫
37 কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না।
38 তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক। পরে দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।
45 আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু হইতে যাহা যাহা তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে।

যে স্বর্গদূত মরিয়মের কাছে বার্তা নিয়ে এসেছিল যে তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভবতী হতে চলেছেন, সেই দূত এই কথা বলে তার বার্তা শেষ করলেন, "কেননা ঈশ্বরের কোন বাক্য শক্তিহীন হইবে না"। ইংরাজিতে 'nothing' শব্দটি বাস্তবে তিনটি গ্রীক শব্দের একটি জটিল শব্দ *pas* (সকল, প্রত্যেক), *rhema* (বাক্য, কথিত বাক্য), *ou* (না)। ঈশ্বরের থেকে প্রত্যেক বাক্য শক্তিশালী এবং তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

ঈশ্বরে বলেছেন। স্বর্গদূতেরা এই কাজে সাহায্য করেছিল। মরিয়ম শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেই বাক্যের সাথে সহমত হওয়ার দ্বারা সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক"। বাক্যের সাথে তার একমত হওয়ার অর্থ এই ছিল যে সেই মুহূর্ত থেকে তিনি সেই সকল কাজ করেছিলেন যা তাকে বলা হয়েছিল। পরে, পবিত্র আত্মা ইলিশাবেৎ-এর দ্বারা মরিয়মকে উৎসাহিত করেছিলেন যে, যেহেতু মরিয়ম বিশ্বাস করেছিলেন, সেই কারণে তিনি সেই বাক্যের পূর্ণতা দেখবেন যা তাকে বলা হয়েছিল।

লিখিত শাস্ত্রে ঈশ্বরের কোনো বাক্যই শক্তিহীন নয়। শাস্ত্রে প্রত্যেক বাক্য যা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা শক্তিশালী এবং অবশ্যই পূর্ণ হবে। তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করার অর্থ হল যে আমরা তাঁর বাক্যের সাথে একমত হই। মরিয়ম যেমন করেছিলেন, আমরাও একমত হই ও বলি, 'আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক'। তাঁর বাক্যের সাথে আমাদের একমত হওয়ার মধ্যে রয়েছে আমাদের চিন্তাভাবনা, কথা বলা ও কাজ করার ধরণ। আমরা বাক্যের বিপরীতে কথা বলে এটা বলতে পারিনা যে আমরা তাঁর বাক্যের সাথে একমত। আমরা যদি ঈশ্বরের সাথে ও ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একমত হই, তাহলে আমাদের মুখের বাক্যও যেন তাঁর বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। যখন আমরা আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করি, তাঁর বাক্যের সাথে একমত হই, তখন প্রভু আমাদেরকে যে কথাগুলি বলেছেন, সেইগুলি সাধিত হবে।

৪৩। রোগ-ব্যাধিকে আদেশ দিন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য

লূক ৪:৩৮-৩৯

38 পরে তিনি সমাজ-গৃহ হইতে উঠিয়া শিমোনের বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তখন শিমোনের শাশুড়ী ভারী জ্বরে পীড়িত ছিলেন, তাই তাঁহারা তাঁহার নিমিত্তে তাঁহাকে বিনতি করিলেন।

39 তখন তিনি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল; আর তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

আমাদের জীবনে ও পরিচর্যাতে প্রভু যীশুকে অনুসরণ করে থাকি। কীভাবে যীশু লোকেদের মাঝে পরিচর্যা করে তাদেরকে অসুস্থতা থেকে ও রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ করেছিলেন? আমরা কোথাও লক্ষ্য করি না যে যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন অসুস্থতা ও রোগ-ব্যাধিকে দূর করার জন্য। হ্যাঁ, যীশু অনেক সময় পিতার কাছে প্রার্থনায় অতিবাহিত করতেন। কিন্তু অসুস্থতা ও রোগ-ব্যাধির সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে, যীশু কর্তৃত্ব সহকারে ব্যাধির প্রতি আদেশ করতেন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। লূক ৪:৩৮-৩৯ পদদুটি এমনই একটি উদাহরণ। প্রভু যীশু জ্বরকে ধমক দিলেন। তিনি জ্বরকে আদেশ করলেন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য, এবং সেই জ্বর সেই মুহূর্তে ছেড়ে চলে গেল।

যীশু সর্বদা সঠিক। তিনি হলেন অনন্তকালীন বাক্য। আমাদের ঈশতত্ত্ব মতবাদ যদি এখনও পর্যন্ত রোগ-ব্যাধিকে আদেশ করার মতো শিক্ষা না দেয়, যেমন যীশু করেছিলেন, তাহলে আমাদের ঈশতত্ত্ব মতবাদকে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন আছে এবং যীশু যা বলেছিলেন ও করেছিলেন, সেই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যে নিয়ে আসার প্রয়োজন আছে।

আপনাকে ও আমাকে যীশু যে কাজগুলি করেছিলেন, সেইগুলি করতে হবে, এবং আরও মহৎ কাজ করতে হবে (যোহন ১৪:১২)। এবং অবশ্যই, আমাদেরকে সেই ভাবেই করতে হবে যেমন ভাবে তিনি করেছিলেন। যীশু রোগ-ব্যাধির প্রতি বলেছিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তাই, আপনি ও আমি, আমরাও যেন একইভাবে বলি। আমরা রোগ-ব্যাধিকে আদেশ দিই ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। এটি আমরা আমাদের শরীরের প্রতি অথবা যখন অন্যদের প্রতি পরিচর্যা করছি, তখন করতে পারি। যীশুকে অনুসরণ করুন। তিনি যা করেছিলেন তাই করুন। আপনার মুখের বাক্য হল তাঁর দেওয়া কর্তৃত্বের অভিব্যক্তি। রোগ-ব্যাধিকে আদেশ করুন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৪৪। ঝড়কে আদেশ করুন

লূক ৮:২২-২৫

22 একদিন তিনি স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্যগণ একখানি নৌকায় উঠিলেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আইস, আমরা হ্রদের ওপারে যাই; তাহাতে তাঁহারা নৌকা খুলিয়া দিলেন।

23 কিন্তু তাঁহারা নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি নিদ্রা গেলেন, আর হ্রদে ঝড় আসিয়া পড়িল, তাহাতে নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল, ও তাঁহারা সঙ্কটে পড়িলেন।

24 পরে তাঁহারা নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, নাথ, নাথ, আমরা মারা পড়িলাম। তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ও জলের তরঙ্গকে ধমক্ দিলেন, আর উভয়ই থামিয়া গেল, ও শান্তি হইল।

25 পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তখন তাঁহারা ভীত হইয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন, পরস্পর কহিলেন, ইনি তবে কে যে বায়ুকে ও জলকেও আজ্ঞা দেন, আর তাহারা ইহাঁর আজ্ঞা মানে?

যীশু বায়ুকে ও ঢেউকে আদেশ করেছিলেন শান্ত হওয়ার জন্য এবং তারা তাঁর কথা মান্য করেছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের দিকে ফিরে তাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?", যার দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা তাদের বিশ্বাসের সাহায্যে সেই পরিস্থিতিকে সামলে নিতে পারতো। তিনি যা করেছিলেন, সেটা তারাও তাদের বিশ্বাসের সাহায্যে করতে পারতো।

প্রভু আমাদের কাছে আদর্শ হয়ে দেখিয়েছেন যে কীভাবে জীবন যাপন করতে হয় ও পিতার সাথে গমনাগমন করতে হয়। তিনি আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে দেখিয়েছেন যে পবিত্র আত্মার আবেশে গমনাগমন করা ও পরিচর্যা করার অর্থ কী। তিনি আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে দেখিয়েছিলেন যে বিশ্বাস কী কী কাজ সাধন করতে পারে। তিনি জড়পদার্থ বস্তুর প্রতি কথা বলেছিলেন - ডুমুর গাছ, অসুস্থতা, রোগ-ব্যাধি, বায়ু ও ঢেউ। তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন ও তারা তাঁর কথা মান্য করেছিল। আমাদেরকেও কি যীশুর উদাহরণ অনুসরণ করা উচিৎ? অবশ্যই!

পরে আপনি কোনো ঝড়ের সম্মুখীন হলে - সেটা আক্ষরিক অর্থে কোনো ঝড় ও ঢেউ হোক - অথবা জীবনের অন্য কোনো 'ঝড়' হোক না কেন, যীশু যা করেছিলেন, তাই করুন। ঝড়কে আদেশ করুন। তাকে শান্ত হওয়ার জন্য আদেশ করুন। ব্যাঘাতগুলিকে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য, থেমে যাওয়ার জন্য আদেশ করুন। বিভ্রান্তির ঝড়কে, মন্দ সঙ্কল্পের ঝড়কে, পরনিন্দার ঝড়কে, ঝগড়া, এবং যা কিছু মন্দ, সেই সবকিছুকে থেমে যাওয়ার জন্য আদেশ করুন।

৪৫। লোকেদেরকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ঘোষণা করুন

লূক ১৩:১০-১৬

10 তিনি বিশ্রামবারে কোন সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতেছিলেন।

11 আর দেখ, একজন স্ত্রীলোক, যাহাকে আঠার বৎসর ধরিয়া দুর্বলতার আত্মায় পাইয়াছিল, সে কুব্জা, কোন মতে সোজা হইতে পারিত না।

12 তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারি, তোমার দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইলে।

13 পরে তিনি তাহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন; তাহাতে সে তখনই সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আর ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল।

14 কিন্তু বিশ্রামবারে যীশু সুস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজাধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইল, সে উত্তর করিয়া লোকদিগকে বলিল, ছয় দিন আছে, সেই সকল দিনে কর্ম করা উচিত; অতএব ঐ সকল দিনে আসিয়া সুস্থ হইও, বিশ্রামবারে নয়।

15 কিন্তু প্রভু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, কপটীরা, তোমাদের প্রত্যেক জন কি বিশ্রামবারে আপন আপন বলদ কিম্বা গর্দভ যাবপাত্র হইতে খুলিয়া জল খাওয়াইতে লইয়া যায় না?

16 তবে এই স্ত্রীলোক, অব্রাহামের কন্যা, যাহাকে শয়তান, দেখ, আজ আঠার বৎসর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইহার এই বন্ধন হইতে বিশ্রাম বারে মুক্তি পাওয়া কি উচিত নয়?

এই শাস্ত্রাংশে যে মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার পিঠে একটা সমস্যা ছিল আঠার বছর ধরে। সে কুব্জা ছিল ও কোনো ভাবেই সোজা হতে পারতো না। শয়তান তাকে বেঁধে রেখেছিল ও তাকে বন্দী করে রেখেছিল। একটি দুর্বলতার আত্মা তার এই সমস্যা তৈরি করেছিল। যীশু কীভাবে তার প্রতি পরিচর্যা করলেন? তাকে স্পর্শ করার সাথে সাথে যীশু নিজের মুখে কথা বললেন। তিনি বললেন, "হে নারি, তোমার দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইলে"। তাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ বাক্য আঠার বছর ধরে শয়তান সেই মহিলার সাথে যা করে রেখেছিলেন, সেটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি নস্যাৎ করে দিলেন।

যীশুতে বিশ্বাসী হিসেবে আমাদেরকে অধিকার দেওয়া হয়েছে সর্প ও বৃশ্চিককে এবং শত্রুর সকল শক্তিকে পদতলে দলিত করার জন্য (লূক ১০:১৯)। যীশুর কর্তৃত্ব তাঁর দেহ, অর্থাৎ মণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে, যা আপনার ও আমার মতো বিশ্বাসীদের দিয়ে তৈরি। আমরা যে বাক্য মুখ দিয়ে বলে থাকি, সেটার দ্বারা কর্তৃত্ব ফলিয়ে থাকি। কর্তৃত্ব সহকারে আমরা লোকেদের বন্দী দশা থেকে মুক্ত ঘোষণা করি। যারা নেশার মধ্যে বন্দী আছে, তাদেরকে যীশু নামে নেশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আদেশ করি। যারা ভয়ের মধ্যে বন্দী আছে, তাদেরকে যীশুর নামে ভয়ের যাতনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আদেশ করি। একইভাবে, আমরা লোকেদেরকে অন্যান্য বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে থাকি। কর্তৃত্বপূর্ণ কথা বলুন। লোকেদেরকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ঘোষণা করুন।

৪৬। অভিষিক্ত বাক্য পবিত্র আত্মার জীবন বহন করে

যোহন ৬:৬৩
আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা কহিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন।

যীশু এই মাত্র তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁতে অবস্থিতি করার বিষয়ে, তাঁর মাংস খাওয়া ও তাঁর রক্ত পান করার বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। এবং তাদেরকে এটা বোঝানোর জন্য যে তিনি আক্ষরিক অর্থে তা বলছিলেন না, তিনি স্পষ্ট করে বললেন যে পবিত্র আত্মাই হল জীবনদায়ক (ঈশ্বরের মতো এক জীবন)। মাংস (স্বাভাবিক) তা করতে পারে না। তারপর তিনি তাঁর বাক্যের দিকে তাদেরকে দেখালেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, তা হল আত্মা, আত্মিক অথবা পবিত্র আত্মা দ্বারা, এবং তাঁর বাক্য ঈশ্বরের আত্মার জীবন নিয়ে আসে। যীশু পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তাঁর মুখের বাক্য আত্মার জীবন তাঁর শ্রোতাদের পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেত।

আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত (২ করিন্থীয় ১:২১)। আমাদের মধ্যে তাঁর যে অভিষেক কাজ করছে, সেটার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মুখের বাক্যকে ব্যবহার করেন তাঁর আত্মার জীবনকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই কারণে, যখন আমরা কথা বলি, পবিত্র আত্মার অভিষেকের অধীনে, তখন সেই বাক্যগুলি অলৌকিক বিষয় সাধিত করে। সেইগুলি ঈশ্বরের জীবন লোকেদের কাছে মুক্ত করে। সেইগুলি ঈশ্বরের শক্তিকে পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর মুক্ত করে। এই বাক্যগুলি সেই বিষয়গুলিকে বহন করে নিয়ে যায় যা ঈশ্বর আমাদের জগতে মুক্ত করতে চান। পবিত্র আত্মা যখন আপনাকে অনুপ্রাণিত করবেন, সাহসের সাথে বলুন, এবং জানুন যে আপনার অভিষিক্ত মুখের বাক্য পবিত্র আত্মার জীবনকে বহন করে।

৪৭। বিশ্বাস সহকারে আদেশ করুন

যোহন ১১:৪০-৪৩

40 যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন তাহারা পাথরখানি সরাইয়া ফেলিল।

41 পরে যীশু উপরের দিকে চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা শুনিয়াছ।

42 আর আমি জানিতাম, তুমি সর্বদা আমার কথা শুনিয়া থাক; কিন্তু এই যে সকল লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের নিমিত্তে এই কথা কহিলাম, যেন ইহারা বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।

43 ইহা বলিয়া তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস।

লাসারের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে, যার চারদিন আগেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছে, প্রভু যীশু মার্থাকে নিশ্চয়তা প্রদান করলেন যে সে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে যদি সে বিশ্বাস করে। তিনি ঈশ্বর পিতাকে ধন্যবাদ দিলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন। এবং তারপর যীশু আদেশ করে বললেন, "লাসার, বাহিরে আইস"।

যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর অনুরোধ গ্রাহ্য করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এখানে স্বাভাবিক জগতে প্রত্যাশিত পরিণাম দেখার জন্য আদেশ করে বললেন। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখবো, ঈশ্বরের আশ্চর্য ও পরাক্রমশালী কাজ যা তিনি আমাদের সামনে প্রদর্শন করেন। যীশুর মতোই আমরা বিশ্বাসে প্রার্থনা করি। এবং যীশুর মতোই আমরা যেন বিশ্বাস সহকারে আদেশ করি।

ঈশ্বরের কাছে আপনি কোন কোন বিষয়ের জন্য বিশ্বাস করছেন? অনেকসময়ে লাসারের মতো, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যা প্রত্যাশা করি, সেটা কবরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। সময় পেরিয়ে গিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট। আমরা যদি বিশ্বাস করি তাহলে ঈশ্বরের মহিমা দেখবো। আমরা ঈশ্বরের পরাক্রমশালী কাজ দেখতে পাব। আমরা যেন বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করি। এবং আমরা যেন বিশ্বাসে আদেশ দিই। আপনার বিশ্বাসকে সাহসের সাথে মুখে স্বীকার করুন। আপনার 'লাসার' কে কবর থেকে বেরিয়ে আসার আদেশ দিন।

৪৮। আপনার মুখের বাক্য আপনাকে আপনার দায়াধিকারের কাছে নিয়ে আসে

প্রেরিত্ ২০:৩২

আর এখন প্রভুর নিকটে, ও তাঁহার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তিনি তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াধিকার দিতে সমর্থ।

প্রেরিত পৌল স্পষ্ট করে বলেছেন যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে গেঁথে তোলে ও যীশু খ্রীষ্টতে পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াধিকার দিতে সমর্থ। অবশ্যই আমাদের সবাই আমাদের দায়াধিকার লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করে। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছেন, সেইগুলি তাঁর উদ্ধারপ্রাপ্ত পুত্র ও কন্যা রূপে উপভোগ করতে পছন্দ করি। কিন্তু আমরা যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে যুক্ত থাকি যাতে আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আমরা যেন ঈশ্বর প্রদত্ত যোগান ও সুবিধাগুলিতে চলতে পারি।

বাক্যের সাথে নিযুক্ত হওয়ার অনেকগুলি উপায় রয়েছে। আমরা যেন অবশ্যই তাঁর বাক্য পড়ি, তাঁর বাক্যের প্রত্যাদেশ গ্রহণ করি, তাঁর বাক্যের উপর ধ্যান করি, তাঁর বাক্যকে আমাদের মধ্যে বসতি করতে দিই, এবং তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্য থাকি। তাঁর বাক্য আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস তৈরি করে, যেমন ভাবে রোমীয় ১০:১৭ পদ আমাদের বলে। এবং, যেমন আমরা এই পুস্তকের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, আমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের উপর আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করি। আমরা যখন তা করছি, তখন ঈশ্বরের বাক্যের সাথে নিজেদের যুক্ত করছি। আমাদের দায়াধিকার লাভ করার একটি চাবিকাঠি হল আমাদের জীবনের উপর ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করা। অবশ্যই আমরা তা একটি অনর্থক পুনরাবৃত্তির মতো করি না। ঈশ্বরের উপরও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস সহকারে আমরা তাঁর বাক্যকে বলে থাকি। এবং যখন আমরা তা করি, তখন আমরা তাঁর বাক্য দ্বারা গেঁথে উঠি আমাদের দায়াধিকার লাভ করার জন্য। ঈশ্বরেতে ও তাঁর বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৪৯। আমার নিকটে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই ঘটিবে

প্রেরিত্ ২৭:২৩-২৫
23 কারণ আমি যে ঈশ্বরের লোক এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার এক দূত গত রাত্রিতে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন,
24 পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে। আর দেখ, যাহারা তোমার সঙ্গে যাইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের সকলকেই তোমায় দান করিয়াছেন।
25 অতএব মহাশয়েরা সাহস করুন, কেননা ঈশ্বরে আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, আমার নিকটে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই ঘটিবে।

এক স্বর্গদূত ঈশ্বরের থেকে এক বার্তা পৌলের কাছে নিয়ে এসেছিল। এবং পৌল ঈশ্বরেতে তার বিশ্বাসকে সাহসের সাথে ঘোষণা করলেন যে স্বর্গদূত তার কাছে জেরূপ উক্ত করেছে, সেইরূপ ঘটবে।

আমাদের কাছে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য রয়েছে, পবিত্র শাস্ত্র, যা স্বর্গদূতদের থেকেও বেশী সুনিশ্চিত এক বাক্য। ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্যে আমাদের উদ্দেশে যা কিছু বলেছেন, তা আমরা গ্রহণ করতে পারি, যা তিনি ইতিমধ্যে খ্রীষ্টেতে আমাদের জন্য সাধন করেছেন, যা তিনি আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে সাধন করার প্রতিজ্ঞা করেছেন, এবং তিনি যা কিছু বলেছেন, সেটার উপর আপনার বিশ্বাসকে ঘোষণা করুন। সাহসের সাথে ঘোষণা করুন যে আপনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে যা কিছু বলেছেন, তা ঘটবে। আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা কথিত বাক্য অনুযায়ী হবে।

এবং এমনও সময় আছে যখন ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মা দ্বারা কথা বলেন, আমাদের অন্তরে হোক, ভাববাণীর দ্বারা হোক, স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে হোক। যখন আমরা পরীক্ষা করে সুনিশ্চিত হয়ে যাই যে পবিত্র আত্মা বাস্তবেই আমাদের সাথে কথা বলেছেন, তখন আমরা সাহসের সাথে ঘোষণা করতে পারি যে আমরা তা বিশ্বাস করি এবং যেমন আমাদের উদ্দেশে উক্ত করা হয়েছে, তেমনই ঘটবে।

সাহসের সাথে ঘোষণা করুন "আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি"।

আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যে আমার বিষয়ে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তা সাধিত হবে।

৫০। যাহা নাই, তাহা আছে বলুন

রোমীয় ৪:১৭

(যেমন লিখিত আছে, "আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করিলাম,") সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতেই পিতা, যাঁহাকে তিনি বিশ্বাস করিলেন, যিনি মৃতগণকে জীবন দেন, এবং যাহা নাই, তাহা আছে বলেন।

প্রেরিত পৌল, পবিত্র আত্মার প্রকাশের কারণে অব্রাহামের বিশ্বাসের সাথে গমনাগমন করার বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছেন। অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন। অব্রাহাম বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের সাথে অংশীদার হয়েছিলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে এই পৃথিবীতে মুক্ত করার জন্য। ঈশ্বর, যাকে অব্রাহাম বিশ্বাস করতেন ও তাঁর অংশীদার হয়েছিলেন, তিনি হলেন সেই ঈশ্বর যিনি মৃতকে জীবন দান করেন ও যাহা নেই, তা আছে বলেন। অব্রাহামকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে যা মৃত বলে মনে হয়, তা জীবিত হবে, বিশেষ ভাবে তাদের বয়স্ক দেহ ও সারার অনুর্বর জঠর। এবং অব্রাহামকে শিখতে হয়েছিল যে যা নেই, তাকে আছে বলতে। ঈশ্বর তা প্রথম করেছিলেন। এমনকি যখন অব্রাহামের কোনো সন্তান ছিল না, ঈশ্বর অব্রাহামের উপর ঘোষণা করেছিলেন ও বলেছিলেন যে তিনি অব্রাহামকে এক মহান জাতীর পিতা করেছেন। এবং তখন ঈশ্বর অব্রামের নাম পরিবর্তন করে অব্রাহাম এবং সারির নাম পরিবর্তন করে সারা রেখেছিলেন, এবং যা নেই, তাকে তারা আছে বলেছিল।

বিশ্বাস হল আমাদের দলিল, প্রত্যাশিত বস্তুর মালিকানার প্রমাণ। বিশ্বাস হল দৃঢ় প্রত্যয়, অদেখা বস্তুর নিশ্চয়জ্ঞান, যে বিষয়গুলি এখনও পর্যন্ত শারীরিক পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়নি। এই প্রকারের বিশ্বাস যখন মুখে স্বীকার করা হয়ে থাকে, তখন তা স্বাভাবিক জগতে সেই বিষয়গুলিকে আহ্বান জানায় যা আত্মিক জগতে রয়েছে। এই ধরণের বিশ্বাস অস্তিত্বে না থাকা বস্তুদের অস্তিত্বে নিয়ে আসে। বিশ্বাস হল সুনিশ্চিত হওয়া যে ঈশ্বর যখন একবার বলেছেন, তখন সেটা সাধিত হয়ে গিয়েছে। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। যা এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক জগতে অস্তিত্বে নেই, সেটাকে আহ্বান জানান, কারণ ঈশ্বর তা ইতিমধ্যেই বলেছেন।

৫১। তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কথা বলুন

রোমীয় ৪:১৮-২১

18 অব্রাহাম প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন 'এইরূপ তোমার বংশ হইবে,' এই বচন অনুসারে তিনি বহুজাতির পিতা হন।

19 আর বিশ্বাসে দুর্বল না হইয়া, তাঁহার বয়স প্রায় শত বৎসর হইলেও, তিনি আপনার মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গর্ভের মৃতকল্পতাও টের পাইলেন বটে,

20 তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান হইলেন,

21 ঈশ্বরের গৌরব করিলেন এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।

প্রেরিত পৌলের মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেছিলেন যে কীভাবে অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে গমনাগমন করেছিলেন সেই সবকিছু লাভ করার জন্য যা ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যখন আশা ধরে রাখার কোনো কারণই ছিল না, তখনও অব্রাহাম আশা করেছিলেন ও প্রত্যাশার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি কী বিশ্বাস করেছিলেন? তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ঠিক সেই ব্যক্তিতে পরিণত হবেন যা ঈশ্বর তার সম্বন্ধে বলেছিলেন। যদিও বাস্তব অন্য কিছু ছিল - তার ও সারার শারীরিক অবস্থার বাস্তবিকতা - তবুও তিনি বাস্তবকে তার বিশ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে দেননি। তিনি ঈশ্বরের থেকে একটি বাক্য লাভ করেছিলেন। ঈশ্বর তার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলেন এবং তার জীবনে ঈশ্বরের বাক্য ছিল অন্তিম কর্তৃত্ব ও অধিকার। ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই বিষয়ের উপর অব্রাহামের বিশ্বাস নোঙ্গর করা ছিল এবং তিনি জানতেন যে ঈশ্বর সেই প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করতে সক্ষম ছিলেন। তার জীবনের সবকিছু - যা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, যা তিনি করেছিলেন ও বলেছিলেন - ঈশ্বর যা কিছু বলেছিলেন, সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য ছিল। ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন, সেই অনুযায়ী বিশ্বাস কথা বলে।

প্রায়ই আমাদের জীবনে, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি শাস্ত্রে উল্লেখিত আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞার বিরোধিতা করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কিছু একটা প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং আমাদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ রূপে বিপরীত হতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে যে ঈশ্বর হলেন যিহোবা রাফা, কিন্তু আমাদের শারীরিক দেহে অসুস্থতা রাজত্ব করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করে যে আপনি যা কিছু করবেন, সেখানেই কৃতকার্য হবেন, কিন্তু আপনার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাগুলি একটার পর একটা ব্যর্থতা হতে পারে। আমাদের কী করা উচিৎ? আমাদেরকে কি অভিজ্ঞতাগুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে স্বীকার করে নেওয়া উচিৎ অথবা আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের বাক্য অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করা উচিৎ?

আমাদেরকে অব্রাহামের বিশ্বাসের গমনাগমন করতে বলা হয়েছে। এমনকি যখন কোনো আশা ধরে রাখার কোনো কারণই নেই, তখনও আমরা যেন আশা ধরে রাখি এবং ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস করি। বাস্তব যেন আপনার বিশ্বাসকে দুর্বল না করে দেয়। ঈশ্বরের বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে স্থাপনা করুন। তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্বাস কথা বলে। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৫২। জীবনে রাজত্ব করুন - আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বাক্য মুখে স্বীকার করুন

রোমীয় ৫:১৭

কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি অর্থাৎ, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা দানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চিতরূপে জীবনে রাজত্ব করিবে।

প্রভু যীশু আমাদেরকে সেই সব কিছুর থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন, যার অধীনে আদম আমাদের রেখেছিলেন। আমরা প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ ও ধার্মিকতার উপহার লাভ করেছি। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে ঢেলে দিয়েছেন। তিনি আমাদের উপর তাঁর ধার্মিকতাকে খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। অতীতে আমরা পাপী ছিলাম। কিন্তু এখন সব কিছু বদলে গিয়েছে। আমরা হলাম ঈশ্বরের ধার্মিকতা। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণে লাভ করেছি। অনুগ্রহ হল ঈশ্বরের থেকে সেই সব কিছু লাভ করা যা পাওয়ার যোগ্য আমরা ছিলাম না অথবা সেটাকে আমরা কখনও অর্জনও করতে পারতাম না। ঈশ্বর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের যা দিয়েছেন, সেটাই প্রকৃত আমাদের। আমরা সেটা পেয়েছি। ঈশ্বর আমাদের তা উপভোগ করতে দিয়েছেন, সেটা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে দিয়েছেন, সেটাকে আমাদের নিজস্ব বলে ধরে রাখতে বলেছেন।

ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা স্বাধীন ভাবে আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হল যে তিনি আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে রাজার মতো জীবনে রাজত্ব করতে দিয়েছেন। যীশুর মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর কারণে এবং তিনি যে কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন সেটার দ্বারা, আমরা জীবনে রাজত্ব করতে সক্ষম। এই সত্যটিকে উপলব্ধি করুন। আপনি এমন একজন ব্যক্তি যাকে আত্মিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এটা কার্যকারী হবে না যদি আপনি সেটাকে ব্যবহার না করেন। রাজারা কী করেন? রাজারা তাদের মুখের বাক্যের সাহায্যে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে। তারা বলে, তারা আদেশ দেন যাতে তারা যা আদেশ দেন, সেটা যেন তাদের প্রভাব বিস্তারের জগতে স্থাপিত হয়।

আদম আমাদেরকে পাপের অধীনে, শয়তানের অধীনে ও তার মন্দ আত্মাদের অধীনে এবং যা কিছু পতনের পরিণামে এসেছে - অসুস্থতা, দারিদ্রতা, মন্দ আত্মার প্রভাব, ইত্যাদি - এই সব কিছুর অধীনে আমাদের নিয়ে এসেছে। আদম আমাদেরকে যে সকল বিষয়ের অধীনে নিয়ে এসেছিল, প্রভু যীশু আমাদেরকে সেই সবকিছুর অধীন থেকে বের করে এনেছেন এবং জীবনের উপর রাজত্ব করার জন্য আমাদের স্থাপনা করেছেন। কিন্তু আমরা যদি আমাদের আধিপত্যকে ব্যবহার না করি তাহলে এটা আমরা কখনই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবো না। আধিপত্যের বাক্য স্বীকার করুন। আদেশ করুন। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন এবং সবকিছুকে পানার প্রভাবের অধীনে নিয়ে আসুন ঈশ্বরের রাজ্যের সত্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য।

৫৩। বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে

রোমীয় ১০:৬-৮

6 কিন্তু বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না, 'কে স্বর্গে আরোহণ করিবে?'- অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নামাইয়া আনিবার জন্য- অথবা 'কে মৃত্যুলোকে নামিবে?'-

7 অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে ঊর্ধ্বে আনিবার জন্য।

8 কিন্তু ইহা কি বলে? 'সেই বার্তা তোমার নিকটবর্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে,' অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্তা, যাহা আমরা প্রচার করি।

প্রেরিত পৌল রোমীয় ৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই কারণে ঈশ্বর তাকে ধার্মিক গণিত করেছিলেন। তিনি এটাও বলেছেন যে খ্রীষ্টেতে আমরা প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের বিনামূল্যে ধার্মিকতা লাভ করেছি, যা আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। এখন যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে দাঁড়িয়ে আছি, কীভাবে ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাস ব্যক্ত হয়? কীভাবে আমরা কথা বলি, আমরা যারা বিশ্বাস ও ধার্মিকতার ব্যক্তি?

আমরা নিরাশা ও আশাহীনতার কথা বলি না। আমরা এমন ভাবে কথা বলি না যে ঈশ্বর স্বর্গে অনেক দূরে বসে আছেন এবং আমাদের সাহায্য করতে পারেন না। আমরা এমন ভাবে কথা বলি না যে ঈশ্বর হয়ত মারা গিয়েছেন ও আমাদের সাহায্য করতে শক্তিহীন। বরং, প্রেরিত পৌল একটি পুরাতন নিয়মের সত্যকে নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের উপর প্রয়োগ করেছেন। তিনি আমাদের সেটা বলেছেন যা মোশি ঈশ্বরের লোকেদের দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১১-১৪ পদে বলেছেন। ঈশ্বরের বাক্য আপনার নিকটে। ঈশ্বর যা বাক্য বলেছেন তা আপনার মুখে ও হৃদয়ে রয়েছে। এখান থেকে যে বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে রয়েছে বিশ্বাস করার জন্য ও আমাদের মুখে রয়েছে তা স্বীকার করার জন্য। তারপর তিনি এটাকে আমাদের বিশ্বাসের বাক্যের উপর প্রয়োগ করলেন, যীশুর সুসমাচারের বার্তা যা আমরা প্রচার করে থাকি।

আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সত্য হল যে বিশ্বাস কথা বলে। বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য কথা বলে যা আমাদের নিরন্তন হৃদয়ে ও মুখের মধ্যে রাখা উচিৎ। কখনও আশাহীনতার কথা বলবেন না। নিরাশার বাক্য উচ্চারণ করবেন না। ঈশ্বরের বাক্য আপনার হৃদয়ে রয়েছে বিশ্বাস করার জন্য ও আপনার মুখে রয়েছে স্বীকার করার জন্য। ঈশ্বরের বাক্য মুখে স্বীকার করুন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৫৪। মুখে স্বীকার করি পরিত্রাণের জন্য

রোমীয় ১০:৬-১০

6 কিন্তু বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না, 'কে স্বর্গে আরোহণ করিবে?'- অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নামাইয়া আনিবার জন্য- অথবা 'কে মৃত্যুলোকে নামিবে?'-

7 অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে ঊর্ধ্বে আনিবার জন্য।

8 কিন্তু ইহা কি বলে? 'সেই বার্তা তোমার নিকটবর্তী, তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে,' অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বার্তা, যাহা আমরা প্রচার করি।

9 কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।

10 কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য, এবং মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য।

আরেকটি সত্য যা আমরা এই শাস্ত্রাংশ থেকে উল্লেখ করতে চাই, সেটা হল বিশ্বাস করা ও মুখে স্বীকার করার গুরুত্ব। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করা আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে দাঁড় করায় ("কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য")। ঈশ্বরের থেকে লাভ করার জন্য আমরা সঠিক অবস্থানে রয়েছি। এবং তারপর শাস্ত্র আমাদের এক ধাপ এগিয়ে যেতে বলে। আমাদেরকে বলা হয়েছে মুখে স্বীকার করার জন্য যার পরিণামে আমরা পরিত্রাণকে গ্রহণ করে থাকি ("মুখে স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য")।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যু ও মৃতগণের মধ্যে থেকে পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে ধার্মিকতা ও পরিত্রাণ আমাদের কাছে বিনামূল্যে প্রদান করেছেন। এটি সবার কাছে গ্রহণ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। পরিত্রাণ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ও স্বীকার করি সেটাকে গ্রহণ করার জন্য। স্বীকার করার গুরুত্বটিকে এখানে লক্ষ্য করুন। আমরা যখন বিশ্বাস করি তখন আমরা গ্রহণ করার অবস্থায় পৌঁছাই। কিন্তু স্বীকারোক্তি পরিত্রাণকে আমাদের অধিকারে নিয়ে আসে।

নতুন নিয়মে আমরা পরিত্রাণকে যেমন ভাবে বুঝে থাকি, সেটা একটি ব্যপক শব্দ যার মধ্যে রয়েছে অনন্তকালীন পরিত্রাণ, পাপের ক্ষমা, পাপের উপর বিজয়লাভ, অসুস্থতা থেকে আরোগ্যলাভ, লড়াইয়ের মধ্যে জয়, শত্রুপক্ষের সকল কাজ থেকে উদ্ধারলাভ করা, অনিষ্ট হওয়া থেকে উদ্ধার পাওয়া, বিপদের মুখে রক্ষা পাওয়া এবং সম্পূর্ণতা। এর অর্থ হল উদ্ধার পাওয়া, সুস্থ হওয়া, মুক্ত হওয়া, বিজয় লাভ করা, রক্ষা পাওয়া, সুরক্ষিত থাকা এবং সম্পূর্ণ হওয়া। ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করা এবং ঈশ্বরের বাক্যকে স্বীকার করা এইগুলিকে আমাদের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন, কারণ মুখে স্বীকার করি পরিত্রাণের জন্য।

৫৫। তাঁর সকল প্রতিজ্ঞার প্রতি আপনার "হ্যাঁ ও আমেন" ঘোষণা করুন

২ করিন্থীয় ১:১৯-২০
19 ফলতঃ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের দ্বারা, অর্থাৎ আমার ও সীলের ও তীমথিয়ের দ্বারা তোমাদের নিকটে প্রচারিত হইয়াছেন, তিনি 'হাঁ' আবার 'না' হন নাই, কিন্তু তাঁহাতেই 'হাঁ' হইয়াছে;
20 কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, তাঁহাতেই সেই সকলের 'হাঁ' হয়, সেই জন্য তাঁহার দ্বারা 'আমেন'ও হয়, যেন আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়।

আমরা লোকেদের কতবার বলতে শুনেছি যে কখনও কখনও ঈশ্বর জয়ী হন এবং কখনও কখনও তিনি হন না। আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি না। লোকেরা বলে যে কখনও কখনও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কাজ করে এবং কখনও কখনও করে না। দেখুন সেই সকল মানুষদের প্রতি যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছে কিন্তু তবুও ব্যর্থ হয়েছে, অথবা মারা গিয়েছে, অথবা কোনো ধ্বংসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। যদিও এইগুলি বাস্তব ও সত্য, তবুও আমাদের কাছে কি অধিকার আছে মানুষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের পরিচয় ও তাঁর বাক্যে লেখা কথাগুলিকে পরিবর্তন করার? ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের থেকেও কি আমাদের অভিজ্ঞতা বেশী নির্ভরযোগ্য? আমরা কি আমাদের ঈশতত্ত্ব মতবাদ লোকেদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করি অথবা ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের উপর ভিত্তি করি?

প্রেরিত পৌল স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে ঈশ্বর পরিবর্তনশীল নন, যেমন অনেকে তাঁকে সেইরূপ মনে করে থাকে। যীশুতে, 'হ্যাঁ' ও 'না' নেই, কিন্তু সর্বদা সুনিশ্চিত রূপে 'হ্যাঁ' রয়েছে। ঈশ্বরের মধ্যে কোনো কিছু ছলনাকারী নেই, তিনি দুইপ্রকারের রূপ ধারণ করেন না, তিনি পরিবর্তনশীল নন, তাঁর কখনও পরিবর্তন হয় না (যাকোব ১:১৭)। প্রেরিত পৌল সাহসের সাথে ঘোষণা করেন যে যীশুতে ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা 'হ্যাঁ'। ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা সত্য, বিশ্বস্ত ও যীশুতেই তাদের পূর্ণতা লাভ করে থাকে। এবং তারপর রয়েছে 'আমেন' যা আমরা ঈশ্বরের মহিমার জন্য তুলে থাকি।

যীশুতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি 'হ্যাঁ ও আমেন' রয়েছে। আমরা সবাই যেন এই প্রত্যাশাই করি। যীশুতে আমরা ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা লাভ হতে দেখবো, যাতে আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর মহিমান্বিত হন। এই সত্যে স্থির থাকুন, যে, যীশুতে ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা সফল হয়। সেইগুলি হল 'হ্যাঁ'। ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার উপর আপনার হ্যাঁ ও আমেন ঘোষণা করুন এবং প্রমাণ দিন যে আপনি সেইগুলির পূর্ণতা প্রত্যাশা করেন।

৫৬। আমরা বিশ্বাস করি, এবং তাই কথা বলি

২ করিন্থীয় ৪:১৩-১৪
13 পরন্তু বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের আছে, যেরূপ লেখা আছে, "আমি বিশ্বাস করিলাম, তাই কথা কহিলাম;" তেমনি আমরাও বিশ্বাস করিতেছি, তাই কথাও কহিতেছি;
14 কেননা আমরা জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উঠাইয়াছেন, তিনি যীশুর সহিত আমাদিগকেও উঠাইবেন, এবং তোমাদের সহিত উপস্থিত করিবেন।

প্রেরিত পৌল এখানে গীতসংহিতা ১১৬:১০ পদ থেকে উক্তি করেছেন। বাস্তবে, প্রেরিত পৌল, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়, এই পদের একটি অংশকে উক্তি করেন, হয়ত একটি নির্দিষ্ট সত্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য যা তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যাশা করেন। আমরা যা বিশ্বাস করি, সেই অনুযায়ী কথা বলি। আমরা যেন অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করি। বিশ্বাস কথা বলে। পুরাতন নিয়ম থেকে নতুন নিয়ম পর্যন্ত 'বিশ্বাসের আত্মা' পরিবর্তিত হয়নি। পুরাতন নিয়মে হোক অথবা নতুন নিয়মে হোক, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের নির্যাস পরিবর্তিত হয়নি। বিশ্বাসের নীতি এজ একই আছে এবং এটি হল: আমার বিশ্বাস আছে এবং আমি সেটাকে মুখে স্বীকার করি, অথবা সরল ভাবে, বিশ্বাস কথা বলে।

আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই কারণে যা বিশ্বাস করি তাই মুখে স্বীকার করি। আমাদের বিশ্বাস আছে এবং তাই আমরা আমাদের বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করি। সমগ্র বাইবেল জুড়ে এটাই হল বিশ্বাসের ভিত্তিস্বরূপ নীতি। আমরা যা বিশ্বাস করি তা যেন আমরা অবশ্যই মুখে স্বীকার করি। বিশ্বাসকে যেন অবশ্যই মুখে স্বীকার করি। আমরা ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের উপর বিশ্বাস করি। তারপর আমরা যেন অবশ্যই সেই অনুযায়ী কথা বলি। ঈশ্বর কে, এবং তিনি আমাদের জন্য যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই বিষয়ের উপর আমাদের বিশ্বাসকে ঘোষণা করি।

আমরা যীশুতে বিশ্বাস করি, ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করার দ্বারা তিনি আমাদের জন্য যা কিছু সাধন করেছেন, তাঁর পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও তাঁর মহিমান্বিত হওয়াতে বিশ্বাস করি। সুতরাং, আমরা মুখে বলি ও ঘোষণা করি।

আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৫৭। মুখের বাক্য ব্যবহার করে অনুগ্রহ দান করুন

ইফিষীয় ৪:২৯

তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক, কিন্তু প্রয়োজন মতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ বাহির হউক, যেন যাহারা শুনে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দান করা হয়।

আমাদের মুখের বাক্য শ্রোতাদের অবশ্যই কিছু প্রদান করে থাকে। মন্দ (খারাপ, জঘন্য) কথা দরাচার প্রদান করে (যে বিষয় কোনো উপকার সাধন করে না)। উত্তম কথা শক্তি, অনুগ্রহ ও সম্পূর্ণতা প্রদান করে।

আমাদের মুখের বাক্য হল পাত্র। মুখের বাক্য হল বাহক। মুখের বাক্য হল প্রেরক। মুখের বাক্য পরিচর্যা করে থাকে। সেইগুলি শ্রোতার প্রতি অবশ্যই কিছু প্রভাব ফেলে। সেইগুলি আশীর্বাদ করতে পারে, গেঁথে তুলতে পারে ও শক্তিযুক্ত করতে পারে। অথবা তারা ভেঙ্গে ফেলতে পারে, দুর্বল করে তুলতে পারে, আঘাত করতে পারে ও ধ্বংস করতে পারে।

বিশ্বাসী রূপে আমরা যেন অবশ্যই এমন কথা বলি যা বিশ্বাস বহন করে প্রদান করে। বিশ্বাসে পূর্ণ কথা বলুন, যাতে তা আমাদের শ্রোতাদের জীবনে বিশ্বাসকে স্থাপন করতে পারে ও জাগ্রত করতে পারে। আমরা যেন প্রজ্ঞার বাক্য বলি। আমরা যেন এমন বাক্য বলি যা সাহায্য করে, লালনপালন করে, পরিচালনা করে ও আশীর্বাদ করে। আমরা মুখের বাক্যকে বুদ্ধি সহকারে ব্যবহার করুন। এটিকে লোকেদের আশীর্বাদ করার জন্য ব্যবহার করুন। অন্যদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৫৮। পবিত্র আত্মার খড়্গ ব্যবহার করুন

ইফিষীয় ৬:১৭
এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর।

আমরা একটি আত্মিক যুদ্ধের মাঝখানে রয়েছি, যেমন ভাবে প্রেরিত পৌল ইফিষীয় ৬:১২ পদে আমাদের দেখিয়েছেন। আমাদের শত্রু পরাজিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবুও বাকি যে সময়টি রয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে সে তার কৌশল ব্যবহার করে আক্রমণ করে থাকে। বিশ্বাসী হিসেবে, ঈশ্বর আমাদেরকে আত্মিক যুদ্ধের জন্য অস্ত্র যোগান দিয়েছেন যা যথেষ্ট একটি বিজয়ী ভাবে জীবন যাপন করার জন্য ও পরাক্রম সহকারে পরিচর্যা করার জন্য। এই যুদ্ধ সজ্জার একটি অংশ হল আক্রমণ করার একটি অস্ত্র, যা হল পবিত্র আত্মার খড়্গ। এটি একটি খড়্গ যা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে প্রদান করেছেন। এটি স্বয়ং শক্তিশালী পবিত্র আত্মার দ্বারা শক্তি লাভ করে থাকে। কিন্তু, আমাদেরকে এই খড়্গ তুলে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে যখন আমরা এই খড়্গ ব্যবহার করে থাকি, তখন পবিত্র আত্মা স্বয়ং আমাদের হয়ে কাজ করেন, কারণ এটি তাঁর খড়্গ।

এই খড়্গটি, যা হল শত্রুকে ধ্বংস করার ও আক্রমণ করার একটি অস্ত্র, সেটা ঈশ্বরের বাক্য। কীভাবে আমরা এই খড়্গটি ব্যবহার করি? আমরা মুখের বাক্যের সাথে কী করি? আমরা সেইগুলি উচ্চারণ করে বলি। প্রকাশিত বাক্যে আমরা একটি স্পষ্ট চিত্র দেখতে পাই যে ঈশ্বরের বাক্য, যীশুর "মুখ হইতে এক তীক্ষ্ণ তরবারি নির্গত হয়" (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩,১৫)। তাই, বাক্যের তীক্ষ্ণ খড়্গটি হল ঈশ্বরের বাক্য যা আমরা আমাদের মুখ দিয়ে বলে থাকি।

আমরা আত্মার খড়্গটিকে ব্যবহার করে থাকি ঈশ্বরের বাক্যকে মুখ দিয়ে বলার দ্বারা। প্রত্যেক বার, যখনই আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করেন, এবং ঈশ্বরের বাক্যের উপর আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করে থাকেন, তখন আপনি শত্রুর উপর আঘাত করে থাকেন। যখন শত্রু আপনার বিরুদ্ধে আসে, সেটা আপনার মনের মধ্যে একটি খারাপ চিন্তার সাথে অথবা আপনার জীবনে একটি ব্যাঘাতের দ্বারা, তখনই তার বিরুদ্ধে আত্মার খড়্গকে ব্যবহার করুন। পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে তার জয়ের কোনো সুযোগই নেই। ঈশ্বরের বাক্যকে বলুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৫৯। ভাববাণীমূলক বাক্যের দ্বারা একটি উত্তম যুদ্ধে লড়াই করুন

১ তীমথিয় ১:১৮

বৎস তীমথিয়, তোমার বিষয়ে পূর্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে পার।

ভাববাণীমূলক বাক্য হল সেই বাক্য যা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অথবা প্ররোচনায় আমরা লাভ করে থাকি। ভাববাণীর বরদান ও ভাববাণীমূলক পরিচর্যা বর্তমানেও খ্রীষ্টের দেহে কার্যকারী রয়েছে। যখন আমাদের ভাববাণী দেওয়া হয়, আমরা যেন উপলব্ধি করি যে, যে কারণে এই বাক্য আমাদের প্রতি দেওয়া হয়ে থাকে, সেটা হল আত্মিক যুদ্ধে আমাদের শক্তিযুক্ত করার জন্য। আমরা যেন অবশ্যই এই ভাববাণীগুলি ব্যবহার করি শত্রুর বিরুদ্ধে একটি উত্তম যুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

আমাদের শত্রু, শয়তান ও তার মন্দ আত্মারা, চুরি করতে , বোধ করতে ও বিনাশ করতে আসে। তারা ভাঙতে ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে এবং কোনো না কোনো ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য আসে। আমরা সেই ভাববাণীগুলি দৃঢ় ভাবে ধরে থাকি যা আমাদের জীবনের উপর ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, প্রতিজ্ঞা ও শক্তি রূপে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। এই ভাববাণীগুলির সাথে আমরা একটি উত্তম যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকি। আমরা যেন অবশ্যই এই ভাববাণীমুলক বাক্যগুলিকে আত্মিক যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। মনে রাখবেন, আমরা যেন অবশ্যই মুখ দিয়ে বাক্য বলি। সেই ভাববাণীমূলক বাক্যগুলি ঘোষণা করুন যা আপনার জীবনের উপরে বলা হয়েছিল (যা আপনি অবশ্যই পরীক্ষা করে জেনেছেন ও নিশ্চিত হয়েছেন যে সেই বাক্য পবিত্র আত্মা থেকে এসেছে)। ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা আপনার উপর যা ঘোষণা করেছেন, তা ঘোষণা করুন। ঈশ্বর বলেছেন যে সেই বাক্যগুলি হল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অস্ত্রের একটি অংশ। সেই ভাববাণীমূলক বাক্যগুলি বলুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৬০। আপনার মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দিন

ফিলীমন ১:৬

আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়ের জ্ঞানে যেন তোমার বিশ্বাসের সহভাগিতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে কার্যসাধক হয়, এই প্রার্থনা করিতেছি।

ফিলীমনের উদ্দেশে লেখা পৌলের এই চিঠিটির প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পৌল লিখেছেন একজন পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস, ওনীষিমকে, ফিলীমনের কাছে পাঠানোর জন্য লিখেছেন, যে এখন পৌলের পরিচর্যার কারণে একজন বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছেন। পৌল যখন এই ক্ষুদ্র চিঠিটি লেখা শুরু করছেন, তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে দেখিয়েছেন যে আমাদের বিশ্বাসের সহভাগীতা কার্যকারী (ফলপ্রসূ, শক্তিশালী, বলযুক্ত) হয় যখন আমরা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়গুলিকে (সমস্ত ধন ও আশীর্বাদ) স্বীকৃতি দিয়ে থাকি।

আমরা যেন সেই সকল উত্তম বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি জানাই, সেই বিষয়ে বলে থাকি, চিহ্নিত করি যা খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে প্রদান করেছেন। আমরা যেন অবশ্যই স্বীকার করি ও চিহ্নিত করি খ্রীষ্টেতে আমাদের পরিচয়কে। উভয় আপনার নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য তা করুন। ঈশ্বর খ্রীষ্টেতে আমাদের জন্য যা কিছু করেছেন, আমরা সেই বিষয়গুলিকে ঘিরে সহভাগীতা করে থাকি। এটাই আমাদের সহভাগীতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। আমাদের দুর্বলতাগুলি বলার পরিবর্তে, আমরা কতটা দুর্ভাগা ও অসহায়, কতটা পাপী ও জঘন্য আমরা, সেইগুলি বলার পরিবর্তে, আসুন, আমরা স্বীকার করি সেই সকল উত্তম বিষয়গুলিকে যা আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টেতে যুক্ত থাকার ফলে এসেছে।

বি:দ্র: আমরা এখানে এই বিষয়টি বলতে চাইছি না যে আমরা পাপের সাথে মোকাবিলা করবো না, অথবা যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, সেটাকে আমরা উপেক্ষা করবো ও সেটাকে সংশোধন করবো না। আমরা যেন অবশ্যই ভুল-ত্রুটিগুলির সম্মুখীন করি এবং যেখানে সংশোধনের প্রয়োজন আছে সেখানে সংশোধন নিয়ে আসি। কিন্তু আমরা এটা এই ভাবে করি, যে সংশোধন করার পর ও গ্রহণ করার পর আমরা জানি যে আমরা আমাদের অতীতকে ছেড়ে দিয়ে খ্রীষ্টেতে যে উত্তম বিষয়গুলি আমরা লাভ করেছি, সেইগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি।

৬১। তাঁর বাক্য আপনার জগতটিকে তুলে ধরতে পারে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

ইব্রীয় ১:৩

ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

পুরাতন নিয়মের বেশ কয়েকটি উদাহরণে আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, এবং এখানে ইব্রীয় পুস্তকে আরেকবার শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে সকল বিষয়ে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর বাক্যের শক্তিতে বজায় রয়েছে ও নিয়ন্ত্রিত রয়েছে।

সেই একই শক্তিশালী ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর বাক্য প্রদান করেছেন এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন যাপন করার জন্য। অবশ্যই, তাঁর বাক্য, যা তিনি আমাদের প্রদান করেছেন, আমাদের তুলে ধরতে পারে, বজায় রাখতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও আমাদের 'ক্ষুদ্র জগতটিকে' সুশৃঙ্খল রাখতে পারে।

তাঁর বাক্য, যা আমাদের কাছে লিখিত রূপে দেওয়া হয়েছে, সেটাকে গ্রহণ করে আমাদের জগতে নিয়ে আনাটাই হল চাবিকাঠি। যেমন ভাবে শাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, এটা করার একটি উপায় হল তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করা এবং আমাদের জগতে তাঁর বাক্যকে স্বীকার করা।

জানুন যে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি আছে আপনার জগতটিকে তুলে ধরার জন্য ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এমন সময়েও আসতে পারে যখন মনে হবে যে সবকিছু ছিন্নবিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হতে পারে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিতে বিশ্বাস করুন। আপনার জীবনের উপরে তাঁর বাক্যকে ঘোষণা করুন, আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর, পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর। তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলিকে মুখে স্বীকার করুন। ঘোষণা করুন যে আপনার জগতের সবকিছু ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে এবং তাঁর বাক্যের সাথে সামঞ্জস্যে আসবে। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে কার্যকারী হতে দেখবেন।

৬২। যীশু হলেন আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার মহা যাজক

ইব্রীয় ৩:১

অতএব, হে পবিত্র ভ্রাতৃগণ, স্বর্গীয় আহ্বানের অংশিগণ, তোমরা আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার প্রেরিত ও মহাযাজকের প্রতি, যীশুর প্রতি, দৃষ্টি রাখ।

আগের একটি অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে ‘স্বীকারোক্তি’ শব্দটির অর্থ হল (গ্রীক ভাষায় 'homologia') ‘একই বিষয় বলা’ অথবা ‘বাক্যে একমত হওয়া’। নতুন নিয়মের প্রেক্ষাপটে স্বীকারোক্তির অর্থ হল ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যে লেখা বিষয়গুলির সাথে একমত হওয়া। যখন আমরা ঈশ্বরের কথার মতো একই কথা বলে থাকি, অথবা যখন আমাদের মুখের বাক্যে ঈশ্বরের সাথে একমত হই, তখন আমরা স্বীকারোক্তি করছি।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আমাদেরকে যীশুর দিকে দেখান এবং বলেন যে তিনি হলেন প্রেরিত (যিনি আমাদের পূর্বে পূর্বে চলে) এবং মহাযাজক (যিনি প্রতিনিধিত্ব করেন) আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার (স্বীকারোক্তির)। যীশু সেই বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করেন যা আমরা স্বর্গে স্বীকার করে থাকি। এর অর্থ, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সমঞ্জস্য রেখে ও ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন, সেটার সাথে একমত হয়ে কথা বলি, তখন যীশু আমাদের পক্ষ নিয়ে ঈশ্বর পিতার কাছে স্বীকার করেন।

মনে রাখবেন, যীশু হলেন আপনার স্বীকারোক্তির মহাযাজক। তাঁর বাক্যের সাথে একমত হয়ে কথা বলুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৬৩। আপনার ধর্ম-প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় রূপে ধরে থাকুন

ইব্রীয় ৪:১৪
ভাল, আমরা এক মহান মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা ধর্ম প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি।

ইব্রীয় ১০:২৩
আইস, আমাদের প্রত্যাশার অঙ্গীকার দৃঢ় করিয়া ধরি, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত।

যখন আমরা এই সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি যে যীশু হলেন আমাদের মহাযাজক, আমরা যেন আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞা (স্বীকারোক্তিকে) দৃঢ় ভাবে ধরে থাকি (শক্তি সহকারে ধরে থাকা, হাত থেকে ছেড়ে না দেওয়া) - আমাদের পরিচয়কে ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একমত হয়ে ঘোষণা করা। আরও, আমরা জানি যে যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি বিশ্বস্ত। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হবেন না। সুতরাং, আমরা অনড় থেকে আমাদের স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাকি।

যখন বিষয় সকল ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁর বাক্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ জানায়, তখন আমরা যেন অনড় ভাবে আমাদের স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাকি। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে থাকুন, ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের সাথে একমত হয়ে থাকুন।

যখন ঈশ্বরের বাক্যের পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করতে আপাত দৃষ্টিতে বিলম্ব মনে হয়, তখন আমরা যেন অনড় ভাবে আমাদের স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাকি। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে থাকুন, ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের সাথে একমত হয়ে থাকুন।

যখন বিষয় সকল মন্দ থেকে মন্দতর অবস্থার দিকে এগিয়ে যায়, তখন আমরা যেন অনড় ভাবে আমাদের স্বীকারোক্তিকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাকি। স্বর্গে আমাদের একজন মহাযাজক আছেন, যিনি আমাদের এই স্বীকারোক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং যিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে থাকুন, ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের সাথে একমত হয়ে থাকুন।

৬৪। যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে

ইব্রীয় ১১:৩

বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই।

বিশ্বাসে আমরা জানি যে এই বিশ্ব ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা রচিত (সৃষ্টি হয়েছে, গড়ে উঠেছে, আকার পেয়েছে) হয়েছে। দৃশ্যমান, স্বাভাবিক জগত অদৃশ্য আত্মিক জগত থেকেই নির্গত হয়েছে। ঈশ্বর সকল কিছু তাঁর বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং যা অস্তিত্বে ছিল না, সেই বিষয়টিকে তিনি অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। স্বাভাবিক, দৃশ্যমান জগতে সবকিছুই ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে সমর্পিত।

তাই, আসুন আমরা বিষয়টিকে এই ভাবে দেখি। আমাদের প্রত্যেকের একটি জগত রয়েছে যেখানে আমরা বসবাস করি। 'আমাদের জগত' বলতে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও প্রভাবের ক্ষেত্রটিকে বোঝাই - আমাদের গৃহ, পরিবার, পেশা, ব্যবসা, পরিচর্যার ক্ষেত্র, ইত্যাদি। এমনই বিষয় আছে যা আমাদের পৃথিবীতে অস্তিত্বে নেই। আমাদের জগতের মধ্যে যা কিছু অস্তিত্বে নেই, তা ঈশ্বর তাঁর বাক্যের শক্তিতে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারে। তাঁর বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, গঠন করতে পারে, ও আমাদের জগতকে আকার দিতে পারে। আপনি যখন আপনার জগতের দিকে বর্তমানে তাকান, হয়ত মনে হয় এটা "নিরাকার ও শূন্য", অন্ধকার ও শূন্য। হয়ত অনেক কিছুই যা আপনি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে প্রতিশ্রুত লক্ষ্য করেছেন, সেটা এখনও পর্যন্ত আপনার জগতে অস্তিত্বে আসেনি। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে শক্তি আছে আপনার জগতের মধ্যে সৃষ্টি করার? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের বাক্য সেই সকল বিষয়কে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারেন যা আপনার জগতে এখনও অস্তিত্বে নেই? ঈশ্বরের বাক্যকে ধরে থাকুন। তাঁর বাক্য হল সত্য। তাঁর বাক্য জীবন্ত ও শক্তিতে পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্যকে বিশ্বাস করুন। আপনার জগতের মধ্যে তাঁর বাক্যকে স্বীকার করুন। তাঁর বাক্য যেন আপনার জগতটিকে তৈরি করে, গঠন করে, ও আকার দেয়। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৬৫। ঈশ্বর বলেছেন, তাই আমরা সাহসের সাথে বলতে পারি

ইব্রীয় ১৩:৫-৬
5 তোমাদের আচার-ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনিই বলিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।"
6 অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?"

আমাদের কীভাবে কথা বলা উচিৎ, সেই বিষয়ে ইব্রীয় পুস্তকের লেখক একটি সরল যুক্ত প্রদান করেছেন: কারণ তিনিই বলিয়াছেন, অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি। আমরা সাহসের সাথে স্বীকৃতি জানাই ও ঈশ্বর স্বয়ং যা কিছু বলেছেন, সেইগুলির সাথে একমত হয়ে কথা বলি।

ঈশ্বর বলেছেন, "আমি তোমাকে কখনই ছাড়বো না, কখনই পরিত্যাগ করবো না"। তাই আমরাও সাহসের সাথে বলি, "সদাপ্রভু আমার সাহায্যকারী, তাই আমি ভীত হবো না"।

ঈশ্বর বলেছেন, "তাঁর ক্ষত সকল দ্বারা আমরা আরোগ্যলাভ করেছি"। তাই আমরা সাহসের সাথে বলি, "তিনি আমার অসুস্থতা ও যাতনা বহন করেছেন, ও তাঁর ক্ষত সকল দ্বারা আমি আরোগ্যলাভ করেছি"।

ঈশ্বর বলেছেন, "তুমি নদীর জলের ধারে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় হবে"। তাই আমরা সাহসের সাথে বলি, "আমি যথাসময়ে ফল ধারণ করি, আমার পাতা ম্লান হবে না এবং আমি যাকিছু করবো, তাঁতেই কৃতকার্য হবো"।

এই তালিকার সাথে আমরা আরও যুক্ত করতে পারি।

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, প্রত্যেক সময়ে, ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন, তা সাহসের সাথে বলা অভ্যাস করে তুলুন। আপনার বিশ্বাসকে সাহসের সাথে বলুন, কারণ আপনি জানেন যে ঈশ্বর বলেছেন এবং সেই কারণে আপনি তাঁর সাথে একমত হয়ে বলতে পারেন। তিনি আপনাকে নিরাশ করবেন না।

দুইজন তখনই একসঙ্গে চলতে পারে যখন তারা একমত হয় (আমোষ ৩:৩)। আমরা ঈশ্বরের সাথে চলতে পারি, একমাত্র তখনই, যখন আমরা তাঁর সাথে একমত হই। ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একমত হওয়ার দ্বারা আমরা তাঁর সাথে একমত হই। ঈশ্বর বলেছেন, এবং সেই কারণে আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে ও সাহসের সাথে তাঁর সাথে একমত হয়ে স্বীকার করি।

৬৬। আপনার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করুন, তাহলে আপনার সমস্ত দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন

যাকোব ১:২৬
যে ব্যক্তি আপনাকে ধর্মশীল বলিয়া মনে করে, আর আপন জিহ্বাকে বল্‌গা দ্বারা বশে না রাখে, কিন্তু নিজ হৃদয়কে ভুলায় তাহার ধর্ম অলীক।

যাকোব ৩:১-২
1 হে আমার ভ্রাতৃগণ, অনেকে উপদেশক হইও না; তোমরা জান, অন্য অপেক্ষা আমাদের ভারী বিচার হইবে।
2 কারণ আমরা সকলে অনেক প্রকারে উছোট খাই। যদি কেহ বাক্যে উছোট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, সমস্ত শরীরকেই বল্‌গা দ্বারা বশে রাখিতে সমর্থ।

একজন সিদ্ধ ব্যক্তি, অর্থাৎ যে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পেয়েছে ও পরিপক্ক হয়েছে, আত্মিক ভাবে, সেই সকল মানুষেরা যারা তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। যখন আমরা আমাদের মুখের বাক্যের উপর নজর রাখতে পারি এবং আমাদের জিহ্বাকে দমন করতে পারি, তখন আমরা আমাদের সম্পূর্ণ দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারবো, অথবা "নিজেদেরকে সমস্ত দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো"।

এটা আমাদের জিহ্বাকে দমন করা অথবা আমরা যা কিছু মুখে বলি, তা নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্বকে প্রকাশ করে। আমাদের মুখের বাক্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি সর্বোত্তম অভ্যাস হল সর্বদা সেই প্রকারের কথা বলা যা ঈশ্বর স্বীকৃতি জানান। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা কিছু প্রীতিজনক, সেই প্রকারের কথা বলা। যা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে, সেই প্রকারের কথা বলা। ঈশ্বরের বাক্যের সাথে যা কিছু সামঞ্জস্য বজায় রাখে, সেই প্রকারের কথা বলা। বিশ্বাস মুখে স্বীকার করা। আমরা যদি তা করতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা নিজেদেরকে সমস্ত দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

আমাদের জিহ্বাকে প্রশিক্ষিত করার সর্বোত্তম উপায় হল ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে বলা। শাস্ত্রের মধ্যে অনেক আত্মিক অনুশাসন আমরা লক্ষ্য করে থাকি। যেমন উদাহরণ, আমরা জানি যে আমরা প্রশংসা ও আরাধনার নৈবেদ্য ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করে থাকি। আমরা জানি যে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় ও বিভিন্ন প্রকারের প্রার্থনায় নিজেদের নিযুক্ত করতে হয়। আমরা জানি কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে হয়, কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে অধ্যয়ন করতে হয় ও ধ্যান করতে হয়। একইভাবে, আমাদের আত্মিক অনুশাসন হিসেবে আমরা সময় নিয়ে ঈশ্বরের বাক্য বলার অভ্যাস করতে পারি। এই পুস্তকের শুরুতে আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে ঘোষণা করার কিছু উদাহরণ দিয়েছি, যা জীবনের শুরু থেকে শেষ দিকগুলির উপর প্রয়োগ করা যায়। আপনি এই বিন্যাসটি অথবা অন্য কোনো ব্যবহার করতে পারেন আপনার নিজের জীবনের উপর ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করার জন্য। এটাকে কোনো অর্থহীন রীতিনীতি হিসেবে করবেন না, অথবা প্রত্যেকদিনের একটি দায়িত্ব পালন হিসেবে করবেন না। সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করুন, কারণ আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করার গুরুত্বর প্রত্যাদেশ আপনি লাভ করেছেন। আপনি যখন আপনার জিহ্বাকে এই বাহবে প্রশিক্ষিত করেন, তখন সাবধানে বাক্য ব্যবহার করা আপনার কাছে একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, এবং আপনি সুনিশ্চিত করতে পারবেন যে আপনি ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলছেন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করা আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

৬৭। আপনার মুখের বাক্য আপনার জীবনকে পরিচালনা করে, নিয়ন্ত্রণ করে ও আশীর্বাদ করে

যাকোব ৩:৩-৬

3 অশ্বেরা যেন আমাদের বাধ্য হয়, সেইজন্য আমরা যদি তাহাদের মুখে বল্‌গা দিই, তবে তাহাদের সমস্ত শরীরও ফিরাই।
4 আর দেখ, যদিও জাহাজগুলি অতি প্রকাণ্ড, এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হয়, তথাপি সেই সকলকে অতি ক্ষুদ্র হাইল কর্ণধারের মনের ইচ্ছা যে দিকে হয়, সেই দিকে ফিরান যায়।
5 তদ্রূপ জিহ্বাও ক্ষুদ্র অঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে। দেখ, কেমন অল্প অগ্নি কেমন বৃহৎ বন প্রজ্বলিত করে!
6 জিহ্বাও অগ্নি; আমাদের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা অধর্মের জগৎ হইয়া রহিয়াছে; তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে, ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া উঠে।

যাকোব পবিত্র আত্মার পরিচালনার অধীনে এসে লিখছেন, আমাদের জগতের একটি চিত্র ব্যবহার করে আমাদের মুখের বাক্যের ক্ষমতা ও প্রভাবকে প্রকাশ করেছেন। যে উদাহরণগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন, তা বিবেচনা করুন: অশ্বের মুখে বল্‌গা, জাহাজের হাইল, বোন প্রজ্বলিত করা অগ্নি। একজন ঘোড়ার চালক ঘোড়ার মুখের বল্‌গার সাহায্যে ঘরাকে নিয়ন্ত্রণ করে ও পরিচালনা করে। একইভাবে, একটি বৃহৎ জাহাজ, এমনকি বায়ু ও ঢেউয়ের মাঝেও, একটি ছোট হাইলের ব্যবহার করার দ্বারা কাপ্তানের দ্বারা দিক পরিবর্তন করে। একটি ক্ষুদ্র আগুন সমস্ত বনকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে। মূল বিষয় এটা, আমাদের মুখের বাক্য ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে হতে পারে, তবুও পবিত্র আত্মা চান যে আমরা যেন জানি যে আমাদের মুখের বাক্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ অংশটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও পরিচালনা করতে পারে।

৬ পদে, যাকোব একটি দুষ্ট জিহ্বা সম্পর্কে লিখেছেন। একটি দুষ্ট জিহ্বা মন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় যা নরক থেকে এসে থাকে। একটি দুষ্ট জিহ্বার প্রভাবটিকে বিবেচনা করুন, যার বিষয়ে এখানে লেখা রয়েছে। একটি মন্দ জিহ্বা ব্যক্তির সমস্ত দেহকে কলঙ্কিত করে (দেহ, মন, ও আত্মা)। এটা কোনো ব্যক্তির সমস্ত জীবনটিকে "আগুন" লাগিয়ে দেয় অথবা প্রভাবিত করে। মন্দ কথা সমস্ত ব্যক্তিটিকে ও তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু আমাদের যদি একটি উত্তম জিহ্বা থাকে, তাহলে কেমন দেখতে লাগবে? একটি জিহ্বা যা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়েছে (যিরমিয় ২৩:২৯ পদে ঈশ্বরের বাক্য হল অগ্নির মতো)। একটি উত্তম জিহ্বা যা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলে। এই প্রকারের বাক্য আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করবে ও গেঁথে তুলবে এবং আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে আশীর্বাদ করবে ও গেঁথে তুলবে।

আমাদের মুখের বাক্য আমাদের নির্দেশ দেয়, আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে পরিচালনা করে। আমাদের বাক্য একজন ব্যক্তিকে ও তার জীবনের সম্পূর্ণ গতিপথকে সম্পূর্ণ রূপে গেঁথে তুলতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য মুখে স্বীকার করুন। বিশ্বাসের বাক্য বলুন। আপনি যে বাক্য মুখ দিয়ে বলেন, তা যেন আপনার জীবনকে আশীর্বাদ করে ও গেঁথে তোলে।

৬৮। অনবরত ও ধারাবাহিক ভাবে আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন

যাকোব ৩:৭-১২

7 কারণ পশুর ও পক্ষীর, সরীসৃপের ও সমুদ্রচর জন্তুর সমস্ত স্বভাবকে মানবস্বভাব দ্বারা দমন করিতে পারা যায় ও দমন করা গিয়াছে;

8 কিন্তু জিহ্বাকে দমন করিতে কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই; উহা অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যুজনক বিষে পরিপূর্ণ।

9 উহার দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে শাপ দিই।

10 একই মুখ হইতে ধন্যবাদ ও শাপ বাহির হয়। হে আমার ভ্রাতৃগণ, এই সকল এমন হওয়া অনুচিত।

11 উনুই কি একই ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল বাহির করে?

12 হে আমার ভ্রাতৃগণ, ডুমুরগাছে কি জলপাই ফল, অথবা দ্রাক্ষালতায় কি ডুমুর ফল ধরিতে পারে? লোনা জলও মিষ্ট জল দিতে পারে না।

পবিত্র আত্মার অধীনে এসে, যাকোব অনবরত উত্তম, পবিত্র, শুচিশুদ্ধ মুখের কথার গুরুত্ব বলে গিয়েছেন। আমরা যেন সর্বদা আমাদের মুখের বাক্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখি, তাই আমরা জীবন ও আশীর্বাদ ঘোষণা করে থাকি। আমরা যেন দুই প্রকারের কথা না বলি, কখনও কখনও জীবন ও আশীর্বাদের কথা বলে থাকি, এবং কখনও কখনও মৃত্যু ও অভিশাপের কথা বলে থাকি। সর্বদা, সর্বসময়ে, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, অনবরত জীবন ও আশীর্বাদ ঘোষণা করতে থাকুন।

একইভাবে, মাঝে মধ্যে বিশ্বাসের কথা বলার পর আমরা যেন ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কথা না বলি। অনবরত বিশ্বাস মুখ দিয়ে স্বীকার করে থাকুন, সর্বদা, সর্বসময়ে। আমরা তা করতে পারবো, যদি আমাদের মন ও হৃদয় ঈশ্বরের বাক্যে পরিপূর্ণ থাকে। আমরা যদি অনবরত নিজেদেরকে বিশ্বাসের বাক্য দিয়ে ভোজন করাই, তাহলে অনবরত আমরা বিশ্বাসের বাক্য বলতে থাকতে পারবো।

আপনার জিহ্বাকে দমন করুন। সর্বদা জীবন, আশীর্বাদ ও বিশ্বাস ঘোষণা করার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করুন। অনবরত আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৬৯। দিয়াবলকে প্রতিরোধ করুন

যাকোব ৪:৭

অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও, কিন্তু দিয়াবলের শয়তানের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।

আমাদেরকে ঈশ্বরের বাধ্যতার অধীনে এসে শয়তানকে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিরোধ করার শব্দটি অর্থ হল বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ও শয়তান যা আমাদেরকে দিয়ে থাকে, সেইগুলির বিরোধিতা করা। যেমন আমরা শাস্ত্রের নতুন নিয়মে লক্ষ্য করেছি, আমরা ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার দ্বারা শয়তানকে প্রতিরোধ করি। আমরা বলি, 'লেখা আছে', ঈশ্বরের বাক্যকে খড়্গ রূপে ব্যবহার করি, এবং যীশু খ্রীষ্টতে যে কর্তৃত্ব লাভ করেছি, সেই কর্তৃত্ব অনুযায়ী আদেশ করি। যখন আমরা মনে করছি যে ঈশ্বরের বাক্য হল গুরুত্বপূর্ণ, ঈশ্বরের বাক্যকে মুখে স্বীকার করাটাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ শয়তানকে প্রতিরোধ করার কাজে।

যখন শত্রু আমাদের মধ্যে ভুল ও মন্দ চিন্তাভাবনা, ধারণা, কল্পনা, যুক্তি ও তর্ক প্রবেশ করায়, তখন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য যা কিছু বলে, সেইগুলিকে সামনে নিয়ে আসা। এবং মন্দ চিন্তাভাবনার বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য কী বলছে সেটা ঘোষণা করাও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বলে থাকি, 'লেখা আছে'।

এটা করাতে দৃঢ় থাকুন। শয়তানকে প্রতিরোধ করুন, আপনার বিশ্বাসে দৃঢ় থাকুন (১ পিতর ৫:৯)। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। আপনার বিশ্বাসকে ততবার বলতে থাকুন, যতবার সে ফিরে আসে। শয়তানকে জানান যে আপনি তাকে আপনার জীবনে সামান্য স্থানও দখল করতে দেবেন না।

৭০। আশীর্বাদের বাক্য উন্মোচিত করুন

১ পিতর ৩:৮-১২

8 অবশেষে বলি, তোমরা সকলে সমমনা, পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃপ্রেমিক, স্নেহবান ও নম্রমনা হও।

9 মন্দের পরিশোধে মন্দ করিও না, এবং নিন্দার পরিশোধে নিন্দা করিও না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা আশীর্বাদের অধিকারী হইবার নিমিত্তই তোমরা আহূত হইয়াছ।

10 কারণ, "যে ব্যক্তি জীবন ভালবাসিতে চায়, ও মঙ্গলের দিন দেখিতে চায়, সে মন্দ হইতে আপন জিহ্বাকে, ছলনাবাক্য হইতে আপন ওষ্ঠকে নিবৃত্ত করুক।

11 সে মন্দ হইতে ফিরুক ও সদাচরণ করুক, শান্তির চেষ্টা করুক, ও তাহার অনুধাবন করুক।

12 কেননা ধার্মিকগণের প্রতি প্রভুর চক্ষু আছে; তাহাদের বিনতির প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে; কিন্তু প্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল।"

আশীর্বাদ ফিরিয়ে দেওয়ার একটি উপায় হল, এমনকি যখন আমাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয় অথবা আমাদের বিরুদ্ধে ভুল করা হয়, তখনও আশীর্বাদের বাক্য মুখ দিয়ে বলা। যীশু আমাদেরকে শিখিয়েছেন, "যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ করো" (মথি ৫:৪৪)। তাই, আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের প্রতি আশীর্বাদের কথা ঘোষণা করি, এমনকি তখনও, যখন আমাদের বিরুদ্ধে তারা ভুল করে থাকে। এটি একটি সিদ্ধান্ত যা আমরা নিয়ে থাকি। আপনার জিহ্বাকে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিন এবং কোনো মন্দ কথা বলার অনুমতি দেবেন না। বিরত থাকুন। বরং, আশীর্বাদের বাক্য ঘোষণা করার একটি ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত নিন। ঈশ্বরের সামনে যান ও বলুন 'পিতা, যীশুর নামে আমি এই ব্যক্তির উপর আশীর্বাদ ঘোষণা করছি। যদিও বা তারা আমার ক্ষতি করেছে ও আঘাত করেছে, তবুও আমি তাদের জীবনের উপর যীশুর নামে আশীর্বাদ ঘোষণা করি। তাঁর জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সবকিছু যেন মঙ্গল হয়। তাদেরকে ফলপ্রসূ কর ও আশীর্বাদ করো'।

যখন আপনি ব্যক্তিগত ভাবে ও গোপনে তাদের উপর আশীর্বাদ ঘোষণা করেছেন, তারপর নিন্দা করবেন না ও অন্যদেরকে বলবেন না যে তারা আপনার সাথে কত খারাপ আচরণ করেছে অথবা আপনাকে আঘাত করেছে। মন্দ বিষয় বলা থেকে আপনার জিহ্বাকে বিরত রাখুন। আশীর্বাদ ঘোষণা করার দ্বারা আপনি নিজেকে আশীর্বাদ লাভ করার অবস্থায় অবস্থান করেছেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টি আপনার উপর রয়েছে। তিনি সুনিশ্চিত করবেন যে আপনি যেন একটি উত্তম জীবন যাপন করেন ও ভাল দিন দেখতে পান। সর্বদা আশীর্বাদের বাক্য উন্মোচিত করবেন। বিশ্বাসে আশীর্বাদের বাক্য মুখে স্বীকার করুন।

৭১। আপনার মুখের বাক্য বিজয়ের জন্য আপনার বিশ্বাসকে উন্মোচিত করে

১ যোহন ৫:১,৪

1 যে কেহ বিশ্বাস করে যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে জাত; এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে; সে তাঁহা হইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে।

4 কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে; এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস।

যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বর হইতে জাত হয়েছি। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন ও স্বভাব রয়েছে। আমরা হলাম তাঁর পুত্র ও কন্যা। এবং যেহেতু আমরা ঈশ্বর হইতে জাত, সেই কারণে আমরা জয় করেছি। জগত, মাংস ও শয়তানের উপর বিজয়লাভ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সেই সব কিছু দিয়ে আমরা পরিপূর্ণ হয়েছি। এবং শাস্ত্র স্পষ্ট ভাবে বলে যে ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাসকে কাজে লাগানোর দ্বারা আমরা বিজয়ী হয়েছি। আমাদেরকে বিশ্বাসে চলতে হবে, যদি আমরা একটি বিজয়ী জীবন যাপন করতে চাই। আমরা নিজেদের শক্তিতে অথবা আমাদের বুদ্ধির শক্তিতে বিজয়ী হয়ে উঠি না। ঈশ্বর বলেছেন যে শুধুমাত্র বিশ্বাসের দাঁড়াই আমরা জগতকে জয় করে থাকি।

সমগ্র শাস্ত্র জুড়ে বিশ্বাসের যে চাবিকাঠি আমরা লক্ষ্য করতে পারি, যা এই পুস্তকেই উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল যে বিশ্বাস কথা বলে। আমাদের বিশ্বাস আমাদের মুখের বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়ে থাকে। আমরা যেন অবশ্যই বিশ্বাসের বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি, এমন বাক্য যা ঈশ্বরের উপর, তাঁর বাক্যের উপর এবং যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যা কিছু সাধন করেছেন, সেই সব কিছুর উপর আমাদের বিশ্বাসকে ব্যক্ত করে। এটা করার দ্বারা, আমরা জগতের উপর, মাংসের উপর ও শয়তানের উপর জয়ী হতে পারি ও একটি বিজয়ী জীবন যাপন করতে পারি।

আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন। একজন বিজয়ী রূপে জীবন যাপন করার এটাই হল চাবিকাঠি।

৭২। আমরা ঈশ্বর হইতে, তাই আমরা ঈশ্বরের কথা বলি

১ যোহন ৪:৪-৬

4 বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বর হইতে এবং উহাদিগকে জয় করিয়াছ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান।

5 উহারা জগৎ হইতে, এই কারণ জগতের কথা কহে, এবং জগৎ উহাদের কথা শুনে।

6 আমরা ঈশ্বর হইতে; ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বর হইতে নয়, সে আমাদের কথা শুনে না। ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে পারি।

প্রেরিত যোহন দুই ধরণের মানুষের মধ্যে এখানে পার্থক্য করেছেন। যারা "জগৎ হইতে" এবং যারা "ঈশ্বর হইতে"। তিনি বলেছেন যে যারা জগতের, তাদেরকে এই ভাবে আমরা চিনতে পারি, "তারা জগতের কথা কহে"। তারা জগতের ভাষা বলে, জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ও জগতের আত্মাকে প্রকাশ করে। তাই, জগত তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু, আমরা যারা "ঈশ্বর হইতে", আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা ঈশ্বরের কথা বলি এবং যারা ঈশ্বরকে চেনে, তারা যখন আমাদের কথা শোনে, তখন তারা বুঝতে পারে ও আমরা যা কিছু বলি, সেই কথার প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে।

আমরা "ঈশ্বর হইতে", তাই আমরা ঈশ্বরের কথা বলি। আমরা একটি ভিন্ন ভাষায় কথা বলি। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের ভাষায় কথা বলে থাকি। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সত্য অনুযায়ী কথা বলি।

মনে রাখবেন, আপনি "ঈশ্বর হইতে"। যখন আপনি যারা জগতের, তাদের দ্বারা বেষ্টিত থাকেন, তখন আপনি তাদের মতো ও জগতের মতো কথা বলার জন্য চাপ অনুভব করতে পারেন। কিন্তু আপনাকে এই জগতের চাপের অধীনে পড়তে হবে না। আপনি ঈশ্বরের। আপনি একজন বিজয়ী। আপনি ভ্রান্তির আত্মাকে জয় করেছেন, এই জগতের আত্মাকে জয় করেছেন, খ্রীষ্টের বিরোধী আত্মাকে জয় করেছেন। যিনি আপনার মধ্যে রয়েছেন, তিনি এই জগতের মধ্যে যে রয়েছে, তার থেকেও মহান। আপনাকে এই জগতের ভাষার সাথে একমত হতে হবে না। আপনি আপনার বাক্য বেছে নিন। আপনি ঈশ্বরের হয়ে কথা বলুন। আপনি ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

৭৩। আমরা মেষশাবকের রক্ত ও আমাদের সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত জয় করেছি

প্রকাশিত বাক্য ১২:১১

আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত, এবং আপন আপন সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত, তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে; আর তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই।

শয়তান হল আমাদের শত্রু। শয়তান ও তার মন্দ আত্মারা পরাজিত হয়েছে ও শক্তিহীন হয়েছে। তাদের কাছে শুধুমাত্র রয়েছে একটি দুর্বল অবস্থান ও মনের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করার, দোষ দেওয়ার ও ভয় দেখানোর ক্ষমতা। এই কারণে শয়তানকে ভ্রাতৃগণের দোষারোপকারী বলা হয়ে থাকে, কারণ সে অনবরত দোষ দিয়ে আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাদের মনের মধ্যে দোষ চাপাতে থাকে। সে আমাদেরকে বেকার অনুভূতি, দোষী ও ঈশ্বরের প্রেমের অযোগ্য অনুভূতি দেওয়ার প্রচেষ্টা করে।

প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ে, যোহন একটি শক্তিশালী চাবিকাঠি প্রদান করে যে কীভাবে আমরা বিশ্বাসীরা এই শত্রু ও তার দোষগুলিকে অতিক্রম করতে পারি। আমরা শয়তানকে অতিক্রম করি মেষশাবকের রক্ত ও আমাদের সাক্ষ্যের বাক্যের দ্বারা। যীশুর রক্ত আমাদের জন্য যা কিছু সাধন করেছে, আমরা সেই সব কিছুর উপর বিশ্বাস করি এবং আমরা আমাদের সাক্ষ্যকে মুখে স্বীকার করি, অর্থাৎ, আমরা ঘোষণা করি যে যীশুর রক্ত আমাদের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কী কী করেছে। আমরা যেন অবশ্যই ঘোষণা করি, আমরা যেন অবশ্যই সাক্ষ্য বহন করি যে যীশুর রক্ত আমাদের জন্য কী কী করেছে। আমরা যেন অবশ্যই আমাদের মুখ দিয়ে স্বীকার করি যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর আমাদের জন্য যা কিছু সাধন করেছেন, এবং এটা ঘোষণা করি যে আমরা তাঁর সম্পূর্ণ কাজের উপর বিশ্বাস করি। মেষশাবকের রক্ত আমাদের জন্য যা কিছু করেছে, সেটাকে ঘোষণা করা আমাদের শত্রুকে চূর্ণ করে। ক্রুশের উপর খ্রীষ্ট আপনার জন্য যা কিছু করেছেন, তা ঘোষণা করুন। আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করুন।

অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপলস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আমরা আপনাকে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আপনারা আমাদের একবার দান করতে পারেন অথবা মাসিক ভাবে অর্থ দান করে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা যে পরিমাণের অর্থ আমাদের পাঠান, সেটা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত হবে ও আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার সাহায্যের জন্য।

আপনারা আপনাদের উপহার এই নামে চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা পাঠাতে পারেন “All Peoples Church, Bangalore” এবং আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: অল পিপলস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: ***apcwo.org/give***

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনা করতে স্মরণে রাখবেন।
ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling*
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God's Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses-Don't Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/publications** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ। আপনার বিনামূল্যে পুস্তকটি লাভ করার জন্য, এই ইমেইল ঠিকানায় লিখুন: **bookrequest@apcwo.org**

* শুধুমাত্র PDF সংস্করণ উপলব্ধ।

এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

একটি সপ্তাহান্তিক স্কুলে অংশগ্রহণ করুন

বেঙ্গালুরু শহরে আয়োজিত সপ্তাহান্তিক স্কুলের উদ্দেশ্য হল বিশ্বাসীদের জীবন ও পরিচর্যার নির্দিষ্ট দিকে তৈরি করা ও প্রশিক্ষিত করা। এই ক্লাসগুলি সুবিধা অনুযায়ী রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই সপ্তাহান্তর স্কুল অন্যান্য মণ্ডলী ও ডিনোমিনেশনের প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে যারা প্রশিক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। নিচে কয়েকটি সপ্তাহান্তিক স্কুলের তালিকা দেওয়া হল যা বর্তমানে আয়োজিত করা হচ্ছে।

ভাববাণী পরিচর্যার সপ্তাহান্তিক স্কুল
আরোগ্যদান ও মন্দ আত্মা থেকে মুক্ত করার সপ্তাহান্তিক স্কুল
আত্মার বরদান সপ্তাহান্তিক স্কুল
প্রার্থনা ও মধ্যস্ততার সপ্তাহান্তিক স্কুল
অন্তরের সম্পূর্ণতা লাভের সপ্তাহান্তিক স্কুল
জীবনশৈলী দ্বারা সুসমাচার প্রচারের সপ্তাহান্তিক স্কুল
কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বর সপ্তাহান্তিক স্কুল
আরবান মিশন ও মণ্ডলী স্থাপনের সপ্তাহান্তিক স্কুল
খ্রিস্টিয়ান আপলোজেটিক্স সপ্তাহান্তিক স্কুল

বর্তমানে সময়সূচীর জন্য ও অনলাইন রেজিস্টার করার জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/weekendschool**

খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করুন

All Peoples Church পালকদের জন্য, স্থানীয় মণ্ডলীর নেতাদের জন্য, খ্রীষ্টিয় সংস্থার নেতাদের জন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যারা খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার সাথে যুক্ত আছে, তাদের জন্য আত্মায় অভিষিক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। অভিষিক্ত শিক্ষা, আত্মা দ্বারা পরিচালিত পরিচর্যা ছাড়াও, আমাদের দলের লোকেরা অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা ও কথোপকথন করে। প্রত্যেকটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত ২-৩ দিনের জন্য আয়োজন করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লক্ষ্য করে। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষিত হয় এবং শক্তিযুক্ত হয়ে, পরিচর্যার জন্য আরও কার্যকারী হয়ে সম্মলন থেকে বেরিয়ে আসে। খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত কোন একটা স্থানীয় মণ্ডলীর দ্বারা, খ্রীষ্টিয় সংস্থার দ্বারা, অথবা কোন মিশন সংস্থার দ্বারা আয়জিত হয়। যে সংস্থা অথবা মণ্ডলী এই সভাটির আয়োজন করে, তারাই সমস্ত খরচ বহন করে ও সকল অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানায়। All Peoples Church তাদের পরিচর্যাকারী দলকে প্রেরণ করবে যাতে তারা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের পরিচর্যা করতে পারে।

যে বিষয়গুলি আমাদের পরিচর্যাকারী দল শিক্ষা দেয়ঃ

- **Revivals, Visitations and Moves of God**
- **Presence and Glory**
- **Kingdom Builders (ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী)**
- **Level Ground**
- **The House of God**
- **Apostolic and Prophetic Ministry**
- **Ministering Healing and Deliverance**
- **Gifts of the Spirit**
- **Marriage and Family**
- **Equipping The Saints and marketplace Transformation**

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের বিষয়গুলির তালিকার জন্য, **apcwo.org/CLC** ওয়েবসাইট দেখুন।

একটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন আয়োজন করতে গেলে, আমাদের ইমেইল করুনঃ contact@apcwo.org

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **www.apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় ২০০০ বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, **"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)** যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১০:৯)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে

ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

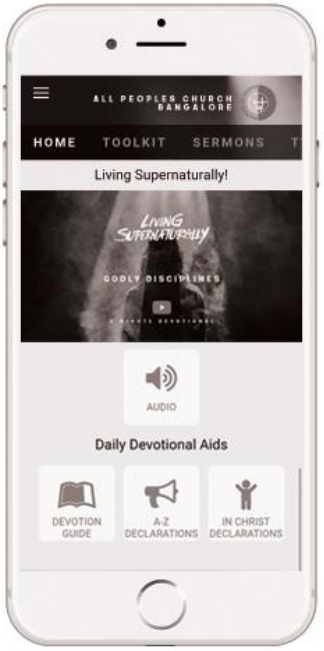

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট: এই দর্শনের অংশীদার হন

বিল্ড

APC WORLD OUTREACH & EQUIPPING CENTER বেঙ্গালুরুতে একটি বিশ্বমানের স্টেট-অফ-দা-আর্ট প্রশিক্ষণ সেন্টার ও মিশনের ঘাঁটি হতে চলেছে যা সমগ্র দেশ জুড়ে খ্রীষ্টের দেহকে সেবা করবে।

ইম্প্যাক্ট

আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করার দ্বারা আমরা আত্মায় অভিষিক্ত, বাইবেল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবো যা নতুন প্রজন্মের খ্রীষ্টিয় নেতাদের প্রশিক্ষিত করবে, প্রেরণ করবে ও সহযোগিতা করবে, উভয় স্থানীয় ভাবে ও বিশ্বব্যাপী ভাবে। এই স্থানে থাকবে একটি বাইবেল কলেজ যেখানে রেসিডেনশিয়াল ও নন-রেসিডেনশিয়াল শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ লাভ করবে, লাইভ ও অফ-লাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং একটি মেডিয়া সেন্টার উপস্থিত থাকবে এই বিশ্বে লোকেদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। এই স্থানে একটি আরাধনা গৃহ, শিশুদের ও যুবক-যুবতীদের জন্য একটি কেন্দ্র ও ২৪*৭ প্রার্থনার একটি কেন্দ্র উপস্থিত থাকবে।

প্রভু আপনাকে যেমন ভাবে পরিচালনা করেন ও সক্ষম করেন, আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই যেকোনো পরিমাণের আর্থিক সাহায্য করতে ও আমাদের এই দর্শনের সাথে অংশীদারিত্ব করতে ও এই বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট সেন্টারটি নির্মাণ করতে সাহায্য করতে। বেঙ্গালুরুতে APC WORLD OUTREACH & EQUIPPING CENTER জন্য আর্থিক অবদানের জন্য এবং এই চলমান বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট প্রোজেক্টের জন্য, নিচে দেওয়া তথ্য ব্যবহার করুন:

Wire Transfer	**Cheques**
Account: **All Peoples Church Building Fund AC** Account No: 520101021447450 IFSC Code: CORP0000656 Bank Name: Corporation Bank Branch Name: R.T Nagar Branch, Bangalore	In favor of: **All Peoples Church Building Fund AC** Cheques can be mailed to: All Peoples Church, #319, 2nd Floor, 7th Main, 2nd Block HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore 560043, Karnataka, India

যেকোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকে আপনার অবদান আমরা স্বাগত জানাই। বিদেশী অর্থ সাহায্য লাভ করার সুব্যবস্থা আমাদের কাছে উপলব্ধ নেই। যেকোনো প্রশ্নের জন্য, আমাদের এই ঠিকানায় ইমেইল করুন: buildtoimpact@apcwo.org

প্রোজেক্টের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য ও অন্যান্য তথ্য জানার জন্য দয়া করে এই ওয়েবসাইটে যান:
apcwo.org/buildtoimpac

All Peoples Church
বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ
এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।** কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে **apcwo.org/biblecollege** ওয়েবসাইটে যান।

APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA).

সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর বাক্যকে মুখে স্বীকার করার জন্য। তাঁর বাক্য যখন হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে আমাদের মুখ থেকে নির্গত হয়, তখন তাঁর সৃজনশীল, অলৌকিক কার্যকারী ক্ষমতা আমাদের স্বাভাবিক জগতে মুক্ত হয়। তাঁর বাক্য যা আমাদের মুখের বাক্য রূপে বেরিয়ে আসে, তা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে কার্যকারী হয়।

আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার দ্বারা আমাদের জগতটিকে আকার দিতে পারি। আমরা যেন সর্বদা ও সকল পরিস্থিতিতে বিশ্বাসে পূর্ণ বাক্য বলতে শিখি। বিশ্বাস সহকারে কথা বলার অর্থ এই নয় যে আমরা পর্বত অথবা কোনো ভয়ানক ঝড়ের উপস্থিতিকে অস্বীকার করছি। বরং, বিশ্বাস সেই পর্বতকে বলে ও আমাদের পথে দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে। বিশ্বাস সহয়াকারে যখন ঝড়কে আমরা বলি তখন তার ধ্বংস করার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করি এবং, শান্তি ও নীরবতাকে স্বাগত জানাই যা ঈশ্বর মুক্ত করে থাকেন। বিশ্বাস সহকারে যখন অসুস্থতাকে বলি ও আদেশ করি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এবং ঈশ্বরের আরোগ্যতাকে ও পূর্ণতাকে স্বাগত জানাই।

এই পুস্তকটি আপনাকে বাইবেলের সত্যে স্থাপিত করবে এবং সর্বদা আপনার বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করবে!

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org